সাহিত্য পুস্তক।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু, এম, এ,
সঙ্কলিত।

কলিকাতা, রিপণ কলেজে
শ্রীকেদারনাথ বসু, বি, এ, ক
প্রকাশিত

চারুমুদ্রণ যন্ত্রে
আফিস—৩।৪ গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১২৯৯

[মূল্য ।৷০ আনা মাত্র

৩।১ গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের ষ্ট্রী[illegible] মুদ্রণ যন্ত্রে,
শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ কর্তৃক মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

এই গ্রন্থখানি প্রস্তুত করিবার প্রধান উদ্দেশ্য, ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষার্থীদিগের দ্বারা ইহা পঠিত হয়।

সূচীপত্র দেখিলেই বুঝা যাইবে যে গ্রন্থখানি একটু নূতন প্রণালীতে প্রস্তুত করা হইয়াছে। যে টুকু নূতনত্ব, বোধ হয় সকলেই তাহা অনুমোদন করিবেন।

যাঁহাদিগের গ্রন্থাদি হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছি বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহারা সকলেই সুপরিচিত এবং তাঁহারা সকলেই আমার বন্ধু। পাঠ উদ্ধৃত করিতে অনুমতি দিয়া তাঁহারা আমাকে বড়ই বাধিত করিয়াছেন। কাঁহার গ্রন্থ হইতে কোন্ পাঠটী লইয়াছি তাহা বলিয়া দেওয়া অনাবশ্যক।

বালকদিগের সম্পূর্ণ উপযোগী করিবার নিমিত্ত কোথাও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন এবং কোথাও কিছু কিছু পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ভরসা করি, কেহই সে জন্য আমার অপরাধ লইবেন না।

মধুপুর,
সাঁওতাল পরগণা
৩০এ ফাল্গুন ১২৯৯ সাল।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

সূচী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(বর্ণনা)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(রামায়ণের কথা)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা)

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	৪	কুলায়	কুলায়ে
৫	১৫	সাতার	সাঁতার
৭	১২	পাস	পাশ
১৪	১৩	চণ্ডালদিগের	ব্যাধদিগের
১৯	১৪	জগত	জগৎ
২০	৩	রাজনাশ	রাজ্যনাশ
২৩	১৩	মন্দাকিনি	মন্দাকিনী
৩১	৮	সমিধ	সমিৎ
৩৬	১৪	অছে	আছে
৪১	২০	দিগুণ	দ্বিগুণ
৪৬	১	রনঘ্নাথের	রঘুনাথের
৪৮	১৭	যাহাঁর	যাঁহার
৫২	১২	রাজমহিষী,কৈকেয়ী	রাজমহিষী কৈকেয়ী
৫৩	১৩	রাজ্য-	রাজ-
৫৬	২	চ্ছিন্ন মস্তক	ছিন্নমস্তক
৬৪	৬	অন্ধকার ক্ষুধার, উদ্রেক	অন্ধকার, ক্ষুধার উদ্রেক
,,	১৪	সত্ত্বেও	সত্ত্বেও
৬৯	৫	মুহুর্ত্তেকের	মুহূর্ত্তেকের

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭২	১২	সমিধ	সমিৎ
”	১৪	মরুত	মরুৎ
৭৪	৫	সমিধ	সমিৎ
৮৫	১৮	সকল স্ত্রীলোক	এই সকল স্ত্রীলোক
১০৩	১২	বাণপ্রস্থ	বানপ্রস্থ
”	১৬	কোশ	কোষ
১১৫	২-৩	বারানসীতে	বারাণসীতে
১২৪	৬	হইলে	হইলেন
”	৭	ধূলিধূষর	ধূলিধূসর
১২৬	১৮	রাজচিহ্ণ	রাজচিহ্ন
”	১৯	দেখিতেছি না,	দেখিতেছি না ?
”	”	দৈবের কি বিড়ম্বনা।	দৈবের কি বিড়ম্ব

সাহিত্য পুস্তক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বর্ণনা।

তালপুকুর গ্রাম।

বর্দ্ধমান হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত যে সুন্দর পথ গিয়াছে, সেই পথের অনতিদূরে একটী বড় পুষ্করিণী আছে। অনুমান শত বৎসর পূর্ব্বে কোন ধনবান্ জমিদার প্রজাদিগের হিতার্থ এবং আপনার কীর্ত্তিস্থাপনের জন্য সেই সুন্দর পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন। সেকালে অনেক ধনবান্ লোকই এরূপ হিতকর কার্য্য করিতেন, তাহার নিদর্শন অদ্যাবধি বঙ্গদেশের সকল স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। পুষ্করিণীর চারিদিকে উচ্চ পাড় ঘন তাল গাছে বেষ্টিত, এত ঘন যে দিবাভাগেও পুষ্করিণীতে ছায়া পড়ে, সন্ধ্যার সময় পুষ্করিণী প্রায় অন্ধকারপূর্ণ হয়। নিকটে কোনও বড় নগর নাই, কেবল একটী সামান্য পল্লি আছে, তাহাতে কয়েক ঘর কায়স্থ, দুই চারি ঘর ব্রাহ্মণ ও দুই চারি ঘর কুমার, এক

ঘর কামার ও কতকগুলি সদ্গোপ ও কৈবর্ত্ত বাস করে। একখানি মুদির দোকান আছে, তাহা গ্রামের লোকের সামান্য খাদ্য দ্রব্যাদি যোগায়, এবং তথা হইতে এক ক্রোশ দূরে সপ্তাহে দুইবার করিয়া একটী হাট বসে, বস্ত্রাদি আবশ্যক হইলে গ্রামের লোকে সেই হাটে যায়। পুষ্করিণীর নাম "তালপুকুর", এবং সেই নাম হইতে গ্রামটীকেও লোকে তালপুকুর গ্রাম বলে।

বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে, গ্রামের চারিদিকে মাঠ গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়াছে। বৈশাখ মাসে চাষাগণ চারিদিকের ক্ষেত্রে চাষ দিয়াছে, গোরু ও লাঙ্গল লইয়া একে একে গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে. দুই এক জন বা শ্রান্ত হইয়া সেই ক্ষেত্রমধ্যে বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াছে। তাহাদিগের গৃহিণী বা কন্যা বা ভগ্নী বা মাতা তাহাদের জন্য বাড়ী হইতে ভাত লইয়া যাইতেছে। চারি দিকে রৌদ্রতপ্ত ক্ষেত্রের মধ্যে তালপুকুর গ্রাম বৃক্ষাচ্ছাদিত এবং অপেক্ষাকৃত শীতল। চারিদিকে রাশি রাশি বাঁশ হইয়াছে এবং তাহার পাতাগুলি অল্প অল্প বাতাসে সুন্দর নড়িতেছে। গৃহে গৃহে আম কাঁঠাল তাল নারিকেল ও অন্যান্য ফলবৃক্ষ ছায়া বিতরণ করিতেছে। কদলী বৃক্ষে কলা হইয়াছে, আর মাদার মোনসা প্রভৃতি কাঁটা গাছ ও জঙ্গলে গ্রাম্য পথ পূরিয়া রহিয়াছে। এক এক স্থানে বৃহৎ অশ্বত্থ বা বট গাছ ছায়া বিতরণ করিতেছে এবং কোন

স্থানে বা প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষের বাগান ২০।৩০ বিঘা ব্যাপিয়া রহিয়াছে ও দিবাভাগেও অন্ধকারপূর্ণ হইয়াছে। পত্রের ভিতর দিয়া স্থানে স্থানে সূর্য্যরশ্মি রেখাকারে ভূমিতে পড়িয়াছে। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ডালে ডালে পক্ষিগণ কুলায় নীরব হইয়া রহিয়াছে, কেবল কখন কখন দূর হইতে ঘুঘুর মিষ্ট স্বর সেই আম্রকাননে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আর সমস্ত নিস্তব্ধ।

সেই তালপুকুর গ্রামে একটী সুন্দর পরিষ্কার ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছে। চারিদিকে বাঁশঝাড় ও আম কাঁঠাল প্রভৃতি দুই একটী ফলবৃক্ষ ছায়া করিয়া রহিয়াছে। বাহিরে বসিবার একখানি ঘর, সেটী ছায়ায় শীতল, এবং তাহার নিকটে ৫।৬টী নারিকেল বৃক্ষে ডাব হইয়াছে। সেই ঘরের পশ্চাতে ভিতর বাড়ীর উঠান, তথায়ও বৃক্ষের ছায়া পড়িয়াছে। উঠানের এক পার্শ্বে একটী মাচানের উপর লাউ গাছে লাউ হইয়াছে, অপর দিকে কাঁটাগাছ ও জঙ্গল। একখানি বড় শুইবার ঘর আছে, তাহার উচ্চ রক সুন্দর ও পরিষ্কার রূপে লেপা। পার্শ্বে একখানি রান্নাঘর ও তাহার নিকট একটী গোয়ালঘরে একটী মাত্র গাভী রহিয়াছে। বাড়ীর লোকদের খাওয়া দাওয়া হইয়া গিয়াছে, উনুনে আগুন নিবিয়াছে, বেড়ায় দুই এক খানি কাপড় শুকাইতেছে, শুইবার ঘরের রকে এক খানি তক্তাপোশ ও দুই একটা চরকা রহিয়াছে। বাড়ীর পশ্চাতে একটী ডোবায়

কিছু জল আছে, তাহাতে কয়েকখানি পিতলের বাসন পড়িয়া রহিয়াছে, এখনও মাজা হয় নাই। ডোবার পার্শ্বে দুই একটা কুল গাছ, কয়েকটা কলাগাছ, একটা আঁব-গাছ, আর অনেক কাঁটাগাছ ও জঙ্গল। বাড়ীর চতুর্দ্দিকেই বৃক্ষ ও জঙ্গল। এই দ্বিপ্রহরের সময়ও বাড়ীটা ছায়াপূর্ণ ও শীতল।

নগেন্দ্রের নৌকাযাত্রা।

নগেন্দ্রনাথ মহাধনবান ব্যক্তি, জমিদার। তাঁহার বাস-স্থান গোবিন্দপুর। নগেন্দ্র বাবু যুবাপুরুষ, বয়ঃক্রম ত্রিংশৎ বৎসরমাত্র। নগেন্দ্রনাথ আপনার বজরায় যাইতেছিলেন। প্রথম দুই এক দিন নির্ব্বিঘ্নে গেল। নগেন্দ্র দেখিতে দেখিতে গেলেন, নদীর জল অবিরল চল্ চল্ চলিতেছে— ছুটিতেছে—বাতাসে নাচিতেছে—রৌদ্রে হাসিতেছে—আবর্ত্তে ডাকিতেছে। জল অশ্রান্ত—অনন্ত—ক্রীড়াময়। জলের ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ বা তামাকু খাইতেছে, কেহ বা মারামারি করিতেছে,

কেহ কেহ ভুজা খাইতেছে। কৃষকে লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে, কৃষাণকেও কিছু কিছু ভাগ দিতেছে। ঘাটে ঘাটে কৃষকের মহিষীরাও কলসী, ছেঁড়া কাঁথা, পচা মাদুর, রূপার তাবিজ, নাকছাবি, পিতলের পৈঁচে, দুই মাসের ময়লা পরিধেয় বস্ত্র, রুক্ষ কেশ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে কেহ মাথায় কাদা মাখিয়া মাথা ঘসিতেছে। কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছে, কেহ কাষ্ঠে কাপড় আছড়াইতেছে। কোন কোন ভদ্রগ্রামের ঘাটে কুলকামিনীরা ঘাট আলো করিতেছে। প্রাচীনারা বক্তৃতা করিতেছে—মধ্যবয়স্কারা শিবপূজা করিতেছে—যুবতীরা ঘোমটা দিয়া ডুব দিতেছে—আর বালক বালিকারা চেঁচাইতেছে, কাদা মাখিতেছে, পূজার ফুল কুড়াইতেছে, সাঁতার দিতেছে, সকলের গায়ে জল দিতেছে। আকাশে শাদা মেঘ রৌদ্রতপ্ত হইয়া ছুটিতেছে, তাহার নীচে কৃষ্ণবিন্দুবৎ পাখী উড়িতেছে, নারিকেল গাছে চিল বসিয়া, রাজমন্ত্রীর মত চারিদিক্ দেখিতেছে, কাহার কিসে ছোঁ মারিবে। বক ছোট লোক, কাদা ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছে। আর আর পাখী হাল্কা লোক, কেবল উড়িয়া বেড়াইতেছে। হাটুরিয়া নৌকা হটর হটর করিয়া যাইতেছে—আপনার প্রয়োজনে। খেয়া নৌকা গজেন্দ্রগমনে যাইতেছে,—পরের প্রয়োজনে। বোঝাই নৌকা যাইতেছে না,—তাহাদের প্রভুর প্রয়োজন মাত্র।

পল্লিগ্রামস্থ জমিদারের বাড়ী।

কুন্দ নগেন্দ্রদত্তের সঙ্গে গোবিন্দপুরে আসিল। কুন্দ নগেন্দ্রের বাড়ী দেখিয়া অবাক্ হইল। এত বড় বাড়ী সে কখনও দেখে নাই। তাহার বাহিরে তিন মহল ভিতরে তিন মহল। এক একটী মহল, এক একটী বৃহৎ পুরী। প্রথমে, যে সদর মহল, তাহাতে এক লোহার ফটক দিয়া প্রবেশ করিতে হয়, তাহার চতুষ্পার্শ্বে বিচিত্র উচ্চ লোহার রেইল। ফটক দিয়া তৃণশূন্য, প্রশস্ত, রক্তবর্ণ, সুনির্ম্মিত পথে যাইতে হয়। পথের দুই পার্শ্বে, গোগণের মনোরঞ্জন, কোমল নবতৃণবিশিষ্ট দুই খণ্ড ভূমি। তাহাতে মধ্যে মধ্যে মণ্ডলাকারে রোপিত, সকুসুম পুষ্পবৃক্ষ সকল বিচিত্র পুষ্প-পল্লবে শোভা পাইতেছে। সম্মুখে বড় উচ্চ দেড়তালা বৈঠকখানা। অতি প্রশস্ত সোপানারোহণ করিয়া তাহাতে উঠিতে হয়। তাহার বারাণ্ডায়, বড় বড় মোটা ফ্লুটেড্ থাম; হর্ম্ম্যতল মর্ম্মরপ্রস্তরাবৃত। আলিশার উপরে, মধ্যস্থলে এক মৃণ্ময় বিশাল সিংহ জটা লম্বিত করিয়া, লোল জিহ্বা বাহির করিয়াছে। এইটি নগেন্দ্রের বৈঠকখানা। তৃণপুষ্পময় ভূমিখণ্ডদ্বয়েয় দুই পার্শ্বে, অর্থাৎ বামে ও দক্ষিণে, দুই সারি একতালা কোঠা। এক সারিতে দপ্তরখানা ও কাছারি। আর এক সারিতে তোষাখানা এবং ভৃত্যবর্গের বাসস্থান।

ফটকের দুই পার্শ্বে দ্বাররক্ষকদিগের থাকিবার ঘর। এই প্রথম মহলের নাম "কাছারি বাড়ী"। উহার পার্শ্বে "পূজার বাড়ী"। পূজার বাড়ীতে রীতিমত বড় পূজার দালান; আর তিন পার্শ্বে প্রথামত দোতালা চক বা চত্বর। মধ্যে বড় উঠান। এ মহলে কেহ বাস করে না। দুর্গোৎসবের সময়ে বড় ধূমধাম হয়, কিন্তু এখন উঠানে টালির পাশ দিয়া ঘাস গজাইতেছে। দালান, দরদালান, পায়রায় পূরিয়া পড়িয়াছে, কুঠারি সকল আসবাবে ভরা,—চাবি বন্ধ। তাহার পাশে ঠাকুরবাড়ী। সেখানে বিচিত্র দেবমন্দির, সুন্দর প্রস্তরবিশিষ্ট "নাট-মন্দির," তিন পাশে দেবতাদিগের পাকশালা, পূজারিদিগের থাকিবার ঘর এবং অতিথিশালা। সে মহলে লোকের অভাব নাই। গলায় মালা চন্দনতিলকবিশিষ্ট পূজারির দল, পাচকের দল, কেহ ফুলের সাজি লইয়া আসিতেছে, কেহ ঠাকুর স্নান করাইতেছে, কেহ ঘণ্টা নাড়িতেছে, কেহ বকাবকি করিতেছে, কেহ চন্দন ঘসিতেছে, কেহ পাক করিতেছে। দাসদাসীরা কেহ জলের ভার আনিতেছে, কেহ ঘর ধুইতেছে, কেহ চাল ধুইয়া আনিতেছে, কেহ ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে কলহ করিতেছে। অতিথিশালায় কোথাও ভস্মমাখা সন্ন্যাসী ঠাকুর, জটা এলাইয়া, চিত হইয়া শুইয়া আছেন। কোথাও ঊর্দ্ধবাহু, এক হাত উচ্চ করিয়া, দত্তবাড়ীর দাসীমহলে ঔষধ বিতরণ করিতেছেন। কোথাও শ্বেতশ্মশ্রু-বিশিষ্ট গৈরিকবসনধারী, ব্রহ্মচারী, রুদ্রাক্ষমালা দোলাইয়া,

নাগরী অক্ষরে হাতে লেখা ভগবদ্গীতা পাঠ করিতেছে। কোথাও বৈরাগীর দল শুষ্ক কণ্ঠে তুলসীর মালা আঁটিয়া, কপাল জুড়িয়া তিলক করিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতেছে, কোথাও বৈষ্ণবীরা রসকলি কাটিয়া খঞ্জনীর তালে "মধো কানের" কি "গোবিন্দ অধিকারীর" গীত গাইতেছে। কোথাও কিশোরবয়স্কা নবীনা বৈষ্ণবী প্রাচীনার সঙ্গে গাইতেছে। কোথাও অর্দ্ধ বয়সী বুড়া বৈরাগীর সঙ্গে গলা মিলাইতেছে। নাটমন্দিরের মাঝখানে পাড়ার নিষ্কর্ম্মা ছেলেরা লড়াই, ঝগড়া, মারামারি করিতেছে।

এই তিন মহল সদর। এই তিন মহলের পশ্চাতে তিন মহল অন্দর। কাছারি বাড়ীর পশ্চাতে যে অন্দর মহল তাহা নগেন্দ্রের নিজ ব্যবহার্য্য। তন্মধ্যে কেবল তিনি, তাঁহার ভার্য্যা ও তাঁহাদের নিজ ব্যবহার্য্য দ্রব্য সামগ্রী থাকিত। এই মহল নূতন, নগেন্দ্রের নিজের প্রস্তুত; এবং তাহার নির্ম্মাণ অতি পরিপাটি। তাহার পাশে পূজার বাড়ীর পশ্চাতে সাবেক অন্দর। তাহা পুরাতন, কুনির্ম্মিত, ঘর সকল অনুচ্চ, ক্ষুদ্র এবং অপরিষ্কৃত। এই পুরী বহুসংখ্যক আত্মীয়-কুটুম্ব-কন্যা, মাসী, মাসীত ভগিনী, পিসী, পিসীত ভগিনী. বিধবা মাসী. সধবা ভাগিনেয়ী, পিসীত ভাইয়ের স্ত্রী, মাসীত ভাইয়ের মেয়ে, ইত্যাদি নানাবিধ কুটুম্বিনীতে কাকসমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায়, দিবারাত্রি কল কল করিত। এবং অনুক্ষণ নানাপ্রকার চীৎকার. হাস্য পরিহাস, কলহ, গল্প, পরনিন্দা,

বালকের হুড়াহুড়ি, বালিকার রোদন, "জল্ আন" "কাপড় দে" "ভাত রাঁধ্‌লে না" "ছেলে খায় নাই" "দুধ কই" ইত্যাদি শব্দে সংক্ষুব্ধ সাগরবৎ শব্দিত হইত। তাহার পাশে, ঠাকুর বাড়ীর পশ্চাতে, রন্ধনশালা। সেখানে আরো জাঁক ! কোথাও কোন পাচিকা ভাতের হাঁড়িতে জ্বাল দিয়া পা গোট করিয়া, প্রতিবাসিনীর সঙ্গে তাহার ছেলের বিবাহের ঘটার গল্প করিতেছে। কোন পাচিকা বা কাঁচা কাঠে ফুঁ দিতে দিতে ধুঁয়ায় বিগলিতাশ্রুলোচনা হইয়া, বাড়ীর গোমস্তার নিন্দা করিতেছে, এবং সে যে টাকা চুরি করিবার মানসেই ভিজা কাঠ কাটাইয়াছে, তদ্বিষয়ে বহুবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছে। কেহ তপ্ত তৈলে মাছ দিয়া চক্ষু মুদিয়া, দশনাবলী বিকট করিয়া, মুখভঙ্গি করিয়া আছে, কেহ বা স্নানকালে বহু-তৈলাক্ত অসংযমিত কেশরাশি চূড়ার আকারে সীমন্তদেশে বাঁধিয়া ডালে কাটি দিতেছে। কোথাও বা বড় বঁটি পাতিয়া বামী, ক্ষেমী, গোপালের মা, নেপালের মা, লাউ, কুমড়া, বার্ত্তাকু, পটল, শাক কুটিতেছে; তাতে ঘস্ ঘস্ কচ্ কচ্ শব্দ হইতেছে। এবং কৈলাসীর জামাইয়ের বড় চাকরি হইয়াছে—সে দারোগার মুহুরি; গোপালে উড়ের যাত্রার মত পৃথিবীতে এমন আর কিছুই নাই, পার্ব্বতীর ছেলের মত দুষ্ট ছেলে আর বিশ্ববাঙ্গলায় নাই, ইংরেজেরা না কি রাবণের বংশ, ভগীরথ গঙ্গা এনেছেন, এইরূপ নানা বিষয়ের সমালোচন হইতেছে। কোন

কৃষ্ণবর্ণা স্থূলাঙ্গী, প্রাঙ্গণে এক মহাস্ত্ররূপী বঁটি ছাইয়ের উপর সংস্থাপিত করিয়া, মৎস্য জাতির সদ্যঃপ্রাণসংহার করিতেছে, চিলেরা বিপুলাঙ্গীর শরীরগৌরব এবং হস্তলাঘব দেখিয়া ভয়ে আগু হইতেছে না, কিন্তু দুই একবার ছোঁ মারিতেও ছাড়িতেছে না। কোন পক্ককেশা জল আনিতেছে, কোন ভীমদশনা বাটনা বাটিতেছে। কোথাও বা ভাণ্ডার মধ্যে, দাসী, পাচিকা এবং ভাণ্ডারের রক্ষাকারিণী এই তিন জনে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। ভাণ্ডার কর্ত্রী তর্ক করিতেছেন যে, যে ঘৃত দিয়াছি, তাহাই ন্যায্য খরচ—পাচিকা তর্ক করিতেছে যে, ন্যায্য খরচে কুলাইবে কি প্রকারে? দাসী তর্ক করিতেছে যে যদি ভাণ্ডারের চাবি খোলা থাকে, তাহা হইলে আমরা কোন রূপে কুলাইয়া দিতে পারি। ভাতের উমেদারীতে অনেকগুলি ছেলে মেয়ে, কাঙ্গালী, কুক্কুর বসিয়া আছে। বিড়ালেরা উমেদারী করে না—তাহারা অবকাশমতে বিনা অনুমতিতেই খাদ্য লইয়া যাইতেছে। কোথাও অনধিকারপ্রবিষ্টা কোন গাভী লাউয়ের খোলা, বেগুনের ও পটলের বোঁটা এবং কলার পাত অমৃতবোধে চক্ষু বুজিয়া চর্ব্বণ করিতেছে।

এই তিন মহল অন্দরমহলের পর পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যানের পরে, নীলমেঘখণ্ড তুল্য প্রশস্ত দীর্ঘিকা। দীর্ঘিকা প্রাচীরবেষ্টিত। ভিতর বাটীর তিন মহল ও পুষ্পোদ্যানের মধ্যে খিড়কীর পথ। তাহার দুই মুখে দুই দ্বার। সেই

দুই খিড়কী। ঐ পথ দিয়া অন্দরের তিন মহলেই প্রবেশ করা যায়।

বাড়ীর বাহিরে আস্তাবল, হাতীশালা, কুকুরের ঘর, গোশালা, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি স্থান ছিল।

কলিকাতার একটী ক্ষুদ্র পুরাতন বাটী।

বর্ষা কাল। দুই তিন দিন ধরিয়া বাদলার বিরাম নাই। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, কলিকাতার রাস্তায় ছাতির অরণ্য পড়িয়া গিয়াছে। সসঙ্কোচ পথিকদের সর্ব্বাঙ্গে কাদা বর্ষণ করিতে করিতে গাড়ি ছুটিতেছে।

মহেন্দ্র নরেন্দ্রের সন্ধানে বাহির হইয়াছেন। বড় রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করাইয়া একটি অতি সঙ্কীর্ণ অন্ধকার গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুই একটা খোলার ঘর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পড়িতেছে ও তাহার দুই প্রৌঢ়া অধিবাসিনী অনেকক্ষণ ধরিয়া বকাবকি করিয়া অবশেষে চুলাচুলি করিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। ভাঙ্গা হাঁড়ি, পচা ভাত, আমের আঁটি ও পৃথিবীর আবর্জ্জনা গলির যেখানে সেখানে রাশীকৃত রহিয়াছে।

একটি দুর্গন্ধ পুষ্করিণীর তীরে আস্তাবল রক্ষকের মহিলারা আঁচল ভরিয়া তাহাদের আহারের জন্য উদ্ভিজ্জ সঞ্চয় করিতেছে। হুঁচট খাইতে খাইতে—কখনো বা একহাঁটু কাদায়, কখনো বা এক হাঁটু ঘোলা জলে জুতা ও পেণ্টুলনটাকে পেন্সন দিবার কল্পনা করিতে করিতে—সর্ব্বাঙ্গে কাদামাখা দুই চারিটা কুকুরের নিকট হইতে অশ্রান্ত তিরস্কার শুনিতে শুনিতে মহেন্দ্র গোবর আচ্ছাদিত একটি অতিমুমূর্ষু বাটীতে গিয়া পোঁছিলেন। দ্বারে আঘাত করিলেন,

জীর্ণ শীর্ণ দ্বার বিরক্ত রোগীর মত মৃদু আর্ত্তনাদ করিতে করিতে খুলিয়া গেল। নরেন্দ্র গৃহে ছিলেন, কিন্তু বৎসর কয়েকের মধ্যে পুলিযের কনষ্টেবল ছাড়া নরেন্দ্রের গৃহে আর কোন অতিথি আসে নাই এই জন্য দ্বার খুলিবার শব্দ শুনিয়াই নরেন্দ্র অন্তর্ধান করিয়াছেন। দ্বার খুলিয়াই মহেন্দ্র আবর্জ্জনা ও দুর্গন্ধময় এক প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিলেন। সে প্রাঙ্গণের এক পাশে একটা কূপ আছে, সে কূপের কাছে কতকগুলা আমের আঁটি হইতে ছোট ছোট চারা উঠিয়াছে। সে কূপের উপরে একটা পেয়ার গাছ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। প্রাঙ্গণ পার হইয়া সঙ্কুচিত মহেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। এমন নিম্ন ও এমন সেঁৎসেঁতে ঘর বুঝি মহেন্দ্র আর কখন দেখে নাই, ঘর হইতে এক প্রকার ভিজা ভাপ্সা গন্ধ বাহির হইতেছে। বৃষ্টির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভগ্ন জানালায় একটা ছিন্ন দরমার আচ্ছাদন রহিয়াছে। সে গৃহের দেয়ালে যে এককালে বালি ছিল, সে পাড়ায় এইরূপ একটা প্রবাদ আছে মাত্র। এক জায়গায় ইঁটের মধ্যে একটি গর্ত্তে খানিকটা তামাক গোঁজা আছে। গৃহসজ্জার মধ্যে একখানি অবিশ্বাস-জনক তক্তা, তাহার উপরে মললিপ্ত মসীবর্ণ একখানি মাদুর ও তদুপযুক্ত বালিশ ও সর্ব্বোপরি স্বকার্য্যে অক্ষম দীনহীন একটি মশারি।

ব্যাধপল্লী।

আমি এই রূপে নীয়মান হইয়া অদূরে ব্যাধপল্লী দেখিতে পাইলাম। উহার ইতস্ততঃ ব্যাধ বালকেরা দলে দলে মৃগয়া করিতেছে। উহাদের বেশ অতিবীভৎস। উহাদের মধ্যে কেহ শূন্যপথে উড্ডীয়মান বর্ত্তক পক্ষীকে স্থির দৃষ্টিতে দেখিতেছে, কেহ মৃগচ্ছিন্ন জীর্ণ বাগুরা গ্রথনে ব্যগ্র এবং কেহ বা ছিন্ন কূটপাশে গ্রন্থি দিতেছে, উহাদের হস্তে শর ও শরাসন, কেহ রজ্জুবদ্ধ ভীষণ দণ্ডধারণ করিয়া আছে, কাহারও হস্তে ভল্ল, কাহারও লগুড়, কাহারও বা ছুরিকা, কেহ কেহ শিকারী পক্ষীকে পড়াইতেছে এবং কেহ বা কুক্কুরগণকে পাশমুক্ত করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করাইতেছে। ফলতঃ এই সকল ব্যাপার দেখিবামাত্র দূর হইতে উহা ব্যাধ-পল্লী বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ঐ পল্লীর ইতস্ততঃ দগ্ধ মাংসগন্ধ ধূম উত্থিত হওয়ায় চণ্ডালদিগের নিবিড় বংশ-বনাবৃত গৃহসন্নিবেশ সহজেই অনুমিত হইয়া থাকে। উহার পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই নরশির, কোথাও স্তূপাকার আবর্জ্জনা, কোথাও বা কঙ্কাল-রাশি, কুটীর প্রাঙ্গণে প্রচুর পরিমাণে মাংস, মেদ ও বর্ষার কর্দ্দম দৃষ্ট হইতেছে। মৃগয়াই ব্যাধগণের জীবিকা, ভোজন মাংসবহুল, নিহত পশুর বসাই ঘৃত বা তৈল, পরিধান কৌশেয় বস্ত্র, আস্তরণ পশুচর্ম্ম, কুক্কুরগুলি পরিবারের মধ্যে, বাহন ধেনু।

প্রধানতঃ রক্ত দ্বারা উহাদের দেবপূজা ও দেবোপহার সমাহিত হইয়া থাকে. এবং পশুবলিই ধর্ম্মক্রিয়া মধ্যে পরিগণিত। ঐ ব্যাধপল্লী যেন সমস্ত নরকের আকর. যেন সকল অমঙ্গলের কারণ, যেন সমস্ত শ্মশানের সমাবেশ স্থান. যেন সমস্ত পাপের আলয় এবং যেন সমস্ত যাতনার নিকেতন। উহার স্মরণও ভীতিজনক, শ্রবণও উদ্বেগকর এবং দর্শনও পাপপ্রদ। তত্রত্য সমস্ত লোক স্ব স্ব হীন জন্ম ও কর্ম্ম অপেক্ষাও মলিন, লোক অপেক্ষা লোকহৃদয় আরও ক্রূর এবং লোকহৃদয় অপেক্ষা লোকব্যবহার আরও নিষ্ঠুর। উহাতে কি বালক কি যুবা কি বৃদ্ধ সকলেই একাচার। ফলতঃ উহা যেন পাপের বিপণী। আমি দূর হইতে সেই ব্যাধপল্লী দেখিতে পাইলাম।

প্রাচীন অযোধ্যা।

স্রোতস্বতী সরযূর তীরে প্রচুর ধনধান্যসম্পন্ন আনন্দ-কোলাহলপূর্ণ অতিসমৃদ্ধ কোশল নামে এক জনপদ আছে। ত্রিলোকপ্রথিত অযোধ্যা উহার নগরী। মানবেন্দ্র মনু

স্বয়ং এই পুরী প্রস্তুত করেন। ঐ অযোধ্যা দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ও তিন যোজন বিস্তীর্ণ। উহা অতি সুদৃশ্য। ইতস্ততঃ সুপ্রশস্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজপথ ও বহিঃপথ সকল বিকসিত কুসুমসমলঙ্কৃত ও নিয়ত জলসিক্ত হইয়া উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ নগরীর চারি দিকে কপাট ও তোরণ এবং শ্রেণীবদ্ধ বিপণী। কোন স্থানে নানা প্রকার যন্ত্র ও অস্ত্র। কোন স্থানে শিল্পিগণ নিরন্তর বাস করিতেছে। অত্যুচ্চ অট্টালিকায় ধ্বজপট সকল বায়ুবেগে উড্ডীন এবং প্রাকাররক্ষণার্থ লৌহনির্ম্মিত শতঘ্নী নামক যন্ত্রবিশেষ উচ্ছ্রিত রহিয়াছে। উহাতে বধূগণের নাট্য-শালা সকল ইতস্ততঃ প্রস্তুত আছে। পুষ্পবাটিকা ও আম্র-বন সকল স্থানে স্থানে শোভা বিস্তার করিতেছে এবং নানা-দেশবাসী বণিকেরা আসিয়া বাণিজ্যার্থ আশ্রয় লইয়াছে। প্রাকার ও অতি গভীর দুর্গম জলদুর্গ ঐ নগরীর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং উহা শত্রু মিত্র উভয়েরই একান্ত দুরভিগম্য। উহার কোন স্থান হস্ত্যশ্ব খর উষ্ট্র ও গোগণে নিরন্তর পরিপূর্ণ আছে। কোথাও বা রত্ননির্ম্মিত প্রাসাদ পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান। কোন স্থানে সূত ও মাগধগণ বাস করিতেছে। কোন স্থানে বিহারার্থ গুপ্তগৃহও সপ্ততল গৃহ নির্ম্মিত আছে। তথাকার সুবর্ণখচিত প্রাসাদ সকল অবিরল ও ভূমি সমতল। উহা ধান্য তণ্ডুল ও নানা প্রকার রত্নে পরিপূর্ণ এবং দেবলোকে সিদ্ধগণের তপোবললব্ধ

বিমানের ন্যায় উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সৎপুরুষগণে নিরন্তর সেবিত আছে। তথাকার জল ইক্ষুরসের ন্যায় সুমিষ্ট। ঐ নগরীর স্থানে স্থানে দুন্দুভি মৃদঙ্গ বীণা ও পণব সকল নিরন্তর বাদিত হইতেছে। কোন স্থানে বা সামন্ত রাজগণ আসিয়া করপ্রদান করিতেছেন"। যাহারা সহায়হীন আত্মীয়স্বজন-বিহীন ও লুক্কায়িত হয় এবং যাহারা বিরোধ উপস্থিত করিয়া পলায়ন করে এইরূপ ব্যক্তিসকলকে যে সমস্ত ক্ষিপ্রহস্ত বীরেরা শরনিকরে বিদ্ধ করেন না, যাঁহারা শাণিত অস্ত্র ও বাহুবলে বনচারী প্রমত্ত ভীমনাদ সিংহ ব্যাঘ্র ও বরাহগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন এই প্রকার সহস্র সহস্র মহারথগণে ঐ মহানগরী পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সাগ্নিক গুণবান্ বেদবেদাঙ্গবেত্তা দানশীল সত্যপরায়ণ মহাত্মা মহর্ষিগণ তথায় নিরন্তর কালযাপন করিতেছেন। রাজ্যবিবর্দ্ধন রাজা দশরথ সেই অতুলপ্রভাসম্পন্ন সুর-নগরী অমরাবতীসদৃশ সর্ব্বালঙ্কারশোভিত অযোধ্যা পালন করিয়াছিলেন।

রামের বনবাসে অযোধ্যার অবস্থা।

রাম নিষ্ক্রান্ত হইলে অন্তঃপুরমধ্যে স্ত্রীলোকেরা হাহাকার করিয়া কহিতে লাগিলেন, হা! যিনি অনাথ, দুর্ব্বল ও শোচনীয় ব্যক্তির আশ্রয় ছিলেন, তিনি এখন কোথায় চলিলেন! যিনি অতিশয় শান্তস্বভাব, মিথ্যা দোষ প্রদর্শনেও যিনি ক্রোধ প্রকাশ করেন না, যিনি অপ্রীতিকর কথা কহেন না, যিনি ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে প্রসন্ন করেন, এবং লোকের দুঃখে দুঃখিত হন, তিনি এখন কোথায় চলিলেন! যিনি জননীনির্ব্বিশেষে আমাদিগকে দর্শন করিয়া থাকেন, যিনি আমাদের সকলের রক্ষক, তিনি কৈকেয়ী-নিপীড়িত রাজার নিয়োগে এখন কোথায় চলিলেন! হা! রাজা কি হতজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন; যিনি জীবলোকের আশ্রয় সত্যব্রতপরায়ণ ও ধার্ম্মিক তাঁহাকেও তিনি বনবাস দিলেন। এই বলিয়া রাজমহিষীরা বিবৎসা ধেনুর ন্যায় দুঃখিত মনে করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ দশরথ অন্তঃপুরমধ্যে স্ত্রীলোকদিগের এইরূপ ঘোরতর আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিয়া পুত্রশোকে যারপর নাই দুঃখিত ও সন্তপ্ত হইলেন। তৎকালে রামবিরহে আর কাহারই অগ্নিপরিচর্য্যায় প্রবৃত্তি রহিল না। দিবাকর উত্তাপদানে বিরত ও তিরোহিত হইলেন। সমীরণ উষ্ণভাবে বহিতে লাগিল। চন্দ্র প্রখর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। হস্তী

সকল মুখের গ্রাস পরিত্যাগ করিল। ধেনুগণ বৎসরক্ষায় বিরত হইল। ত্রিশঙ্কু, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও বুধ প্রভৃতি গ্রহ সকল চন্দ্রে সংক্রান্ত হইয়া অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। নক্ষত্র সকল নিস্তেজ ও শনৈশ্চর প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থ সকল নিষ্প্রভ হইয়া, বিপথে সধূমে প্রকাশিত হইতে লাগিল। জলদ-জাল প্রবল বায়ুবেগে নভোমণ্ডলে উত্থিত ও মহাসাগরের ন্যায় প্রসারিত হইয়া নগর কম্পিত করিয়া তুলিল। সমস্ত দিক আকুল, যেন ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। নগর-বাসিরা সহসা দীনভাবাপন্ন হইয়া পড়িল, আহার ও বিহারে আর কাহারই অভিরুচি রহিল না। শোকে সকলেই কাতর, বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস ও দশরথের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নাই। যাহারা রাজপথে ছিল তাহারা অনবরত রোদন করিতে লাগিল। কাহারই অন্তরে হর্ষের লেশ মাত্র রহিল না। সমস্ত জগত যার পর নাই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পুত্র পিতা মাতার, ভ্রাতা ভ্রাতার এবং স্বামী ভার্য্যার অপেক্ষা না রাখিয়া কেবল রামকে চিন্তা করিতে লাগিল। যাঁহারা রামের সুহৃৎ তাঁহারা দুঃখভারে আক্রান্ত ও হতজ্ঞান হইয়া রহিলেন। তখন সুররাজ পুরন্দরের বজ্রাস্ত্রে এই সশৈলা পৃথিবী যেমন কম্পিত হইয়াছিল, সেইরূপ রামবিরহে অযোধ্যা কম্পিত হইল এবং হস্তী অশ্ব ও যোদ্ধা সকল ভয় ও শোকে আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

চিত্রকূট প্রদেশ।

রাম বহু দিন চিত্রকূটে আছেন, তিনি আপনার চিত্তবিনোদন এবং জানকীর তুষ্টিসম্পাদন উদ্দেশে কহিলেন, জানকি! এই রমণীয় শৈলদর্শনে রাজ্যনাশ ও সুহৃদ্‌বিচ্ছেদ আর আমায় তাদৃশ কাতর করিতেছে না। পর্ব্বতের কি আশ্চর্য্য শোভা; ইহাতে বিহঙ্গেরা নিরন্তর বাস করিতেছে; শৃঙ্গ সকল আকাশভেদী; গৈরিকাদি নানাপ্রকার ধাতু আছে বলিয়া, ইহার কোন স্থান রজতবর্ণ, কোন স্থান রক্তবর্ণ, কোন স্থান পীত, কোন স্থান মঞ্জিষ্ঠা-রাগযুক্ত, কোথাও নীলকান্ত মণির ন্যায় প্রভা, কোথাও বা স্ফটিক ও কেতক পুষ্পের ন্যায় আভা, এবং কোন কোন স্থানে নক্ষত্র ও পারদের সদৃশ জ্যোতিও দৃষ্ট হইতেছে। এই পর্ব্বতে অহিংস্রক নানাপ্রকার মৃগ এবং ব্যাঘ্র ও তরক্ষু ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। আম্র, জম্বু, অসন, লোধ্র, পিয়াল, পনস, ধব, অঙ্কোল, ভব্যতিনিশ, বিল্ব, তিন্দুক, বেণু, কাশ্মরী, অরিষ্ট, বরণ, মধূক, তিলক, বদরী, আমলক, নীপ, বেত্র, ইন্দ্রযব ও বীজক প্রভৃতি ফলপুষ্প-সুশোভিত ছায়াবহুল মনোহর বৃক্ষ সকল বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ সমস্ত সুরম্য শৈলপ্রস্থে কিন্নরমিথুন পরমসুখে বিহার করিতেছে। অদূরে বিদ্যাধরীদিগের ক্রীড়াস্থান। ঐ স্থানে উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও খড়্গ সকল বৃক্ষশাখায় সংলগ্ন আছে।

কোথাও জলপ্রপাত, কোথাও উৎস, এবং কোথাও বা নিঃস্যন্দ, সুতরাং শৈল যেন মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে। গুহাগর্ভ হইতে সমীরণ ঘ্রাণতর্পণ কুসুমগন্ধ বহন করিয়া সকলকে পুলকিত করিতেছে। জানকি! তোমার ও লক্ষ্মণের সহিত যদি আমি বহুকাল এই পর্ব্বতে বাস করি, শোক কোনমতেই আমায় অভিভূত করিতে পারিবে না। এই ফলপুষ্পপূর্ণ বিহঙ্গকুল-কূজিত সুরম্য গিরিশৃঙ্গে আমি যথেষ্টই প্রীতিলাভ করিতেছি। তুমি আমার সহিত চিত্রকূট পর্ব্বতে বাক্য মন ও দেহের অনুকূল নানাপ্রকার বস্তু দর্শন করিয়া কি আনন্দিত হইতেছ না? এই পর্ব্বতে রজনীতে ওষধি সমুদায় স্বকান্তিপ্রভাবে অগ্নি-শিখার ন্যায় দৃশ্যমান হইয়া থাকে। ইহার চতুর্দ্দিকে নানা-বর্ণের বিশাল শিলা সকল রহিয়াছে, ইহার কোন স্থান গৃহসদৃশ ও কোন স্থান উদ্যানতুল্য। ঐ সমস্ত বিলাসিগণের আস্তরণ; উহা তগর, পুন্নাগ, ভূর্জ্জপত্র, ও উৎপলে বিরচিত হইয়াছে। ঐ দেখ, উহারা ফল ভক্ষণ করিয়াছে এবং পদ্মের মাল্য দলিত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। প্রিয়ে! বোধ হইতেছে যেন, এই চিত্রকূট পৃথিবী ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। ইহার শিখর অতি সুন্দর। কুবের নগরী বস্বৌ-কসারা, ইন্দ্রপুরী নলিনী, ও উত্তর কুরুকেও অতিক্রম করিয়া, ইহা সুশোভিত আছে। এক্ষণে আমি সুনিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক সৎপথে অবস্থান করিয়া, এই চতুর্দ্দশ বৎসর লক্ষ্মণ ও

তোমার সহিত যদি এই স্থানে অতিবাহিত করিতে পারি, তাহা হইলে কুলধর্ম্মপালনজনিত সুখ অবশ্যই প্রাপ্ত হইব, সন্দেহ নাই।

অনন্তর পদ্মপলাশলোচন রাম, চিত্রকূট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, চন্দ্রাননা জানকীকে কহিলেন, অয়ি প্রিয়ে! এই স্থানে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। এই নদীর পুলিন অতি রমণীয়, ইহাতে হংস ও সারসেরা নিরন্তর কলরব করিতেছে। তীরে ফলপুষ্পপূর্ণ নানাবিধ বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। ইহার অবতরণপথ অতি মনোহর। এক্ষণে তটের সন্নিহিত জল অত্যন্ত আবিল হইয়াছে, এবং তৃষ্ণার্ত্ত মৃগেরা আসিয়া উহা পান করিতেছে। ঐ দেখ, জটাজিনধারী ঋষিগণ যথাকালে এই নদীতে অবগাহন করিতেছেন। ঊর্দ্ধবাহু মুনিরা সূর্য্যোপস্থান এবং অন্যান্য সকলে জপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তীরস্থ বৃক্ষ সকল পুষ্প ও পল্লবে অলঙ্কৃত, উহাদের শাখাগ্র বায়ুভরে পরিচালিত হইতেছে; তদ্দর্শনে বোধ হয়, যেন পর্ব্বত স্বয়ংই নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। মন্দাকিনীর কোন স্থলে জল যেন মণির ন্যায় নির্ম্মল, কোন স্থলে পুলিন, কোন স্থলে বহু সংখ্য সিদ্ধ পুরুষ, কোন স্থলে বা পুষ্পরাশি; ঐ সকল পুষ্প বায়ুবেগে প্রবাহিত হইয়া বারংবার জলে নিমগ্ন হইতেছে। চক্রবাক সকল কলরব করিয়া পুলিনে আরোহণ করিতেছে। প্রিয়ে! বোধ হয়, মন্দাকিনী ও চিত্রকূট, পুরবাস ও তোমার দর্শন

অপেক্ষাও অধিকতর সুখাবহ। তপ সংযম ও শান্তিগুণসম্পন্ন নিষ্পাপ সিদ্ধেরা ইহার জলে প্রতিনিয়ত স্নানাদি করিয়া থাকেন, তুমি সখীর ন্যায় আমার সহিত ইহাতে অবগাহন এবং রক্ত ও শ্বেত পদ্ম সকল উত্তোলন কর। তুমি হিংস্র জন্তু সকলকে পৌরজনের ন্যায়, পর্ব্বতকে অযোধ্যার ন্যায় এবং মন্দাকিনীকে সরযূর ন্যায় অনুমান কর। ধর্ম্মপরায়ণ লক্ষ্মণ আমার আজ্ঞাকারী, এবং তুমিও আমার অনুকূল, এই উভয় কারণে এক্ষণে আমি যার পর নাই আনন্দিত হইতেছি। এই নদীতে ত্রিকালীন স্নান বনের ফল মূল ভক্ষণ ও মধুপান করিয়া আমি আজ তোমার সহিত অযোধ্যা কি রাজ্য কিছুই অভিলাষ করি না। বলিতে কি, নদীতে অবগাহন করিয়া গতক্লম না হয়, এমন কেহই নাই। রাম, মন্দাকিনিপ্রসঙ্গে জানকীকে এইরূপ কহিয়া, তাঁহারই সহিত কজ্জলের ন্যায় নীলপ্রভ চিত্রকূটে পাদচারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

অগস্ত্যাশ্রম।

অনন্তর সূর্য্য অস্তাচলে আরোহণ করিলেন, সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। তখন রাম লক্ষ্মণের সহিত সায়ংসন্ধ্যা সমাপন পূর্ব্বক আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ইধ্মবাহকে অভি-

বাদন করিলেন, এবং তথায় সাদরে গৃহীত হইয়া ফল মূল ভক্ষণ পূর্ব্বক এক রাত্রি বাস করিয়া রহিলেন। পরে রাত্রি প্রভাত ও সূর্য্যোদয় হইলে, তিনি ইধ্মবাহের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, তপোধন! আমি সুখে নিশাযাপন করিয়াছি। এক্ষণে আপনার জ্যেষ্ঠ মহর্ষি অগস্ত্যের দর্শনার্থ গমন করিব. আপনাকে অভিবাদন করি।

তখন রাম তাঁহার অনুমতি লইয়া, বিজন বন অবলোকন পূর্ব্বক যথানির্দ্দিষ্ট পথে গমন করিতে লাগিলেন। গমন কালে জলকদম্ব, পনস, অশোক, তিনিশ, নক্তমাল, মধূক, বিল্ব ও তিন্দুক প্রভৃতি কুসুমিত বন্য বৃক্ষ সকল দর্শন করিলেন। ঐ সমস্ত বৃক্ষ মঞ্জরিত লতাজালে বেষ্টিত আছে, হস্তিশুণ্ডে দলিত হইতেছে, বানরগণে শোভিত, এবং উন্মত্ত বিহঙ্গের কলরবে ধ্বনিত হইতেছে। তদ্দর্শনে পদ্মপলাশলোচন রাম পশ্চাদ্বর্ত্তী লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! যেমন শুনিয়াছিলাম এস্থানে তদ্রূপই দেখিতেছি. বৃক্ষের পল্লব সকল সুচিক্কণ এবং মৃগ পক্ষিগণ শান্তস্বভাব। এক্ষণে বোধ হয়, মহর্ষির তপোবন আর অধিক দূরে নাই। যিনি স্বকর্ম্মগুণে অগস্ত্য নামে খ্যাত হইয়াছেন, ঐ তাঁহারই শ্রমনাশক আশ্রম। দেখ, প্রভূত ধূমে বনবিভাগ আকুল হইতেছে, কুশচীর শোভা পাইতেছে, মৃগযুথ নির্ব্বিরোধী, এবং নানাপ্রকার পক্ষী চারুস্বরে বিরাব করিতেছে। যিনি লোকহিতার্থ কৃতান্ততুল্য অসুরকে বিনাশ করিয়া এই

দক্ষিণ দিক বাসযোগ্য করিয়া দিয়াছেন, সেই পুণ্যশীল মহর্ষি অগস্ত্যেরই এই আশ্রম সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রভাবে রাক্ষসেরা এই দিকে কেবল দৃষ্টিপাতমাত্র করিয়া থাকে, ভয়ে কখন অগ্রসর হইতে পারে না। যাবৎ তিনি এই দিক আশ্রয় করিয়াছেন, তদবধি নিশাচরগণ বৈরশূন্য ও শান্তভাবাপন্ন হইয়া আছে। এইরূপ জনশ্রুতি শুনিয়াছি যে, অগস্ত্যের নাম গ্রহণ করিলে এই দিকে আর কোন বিপদ সম্ভাবনা থাকে না। গিরিবর বিন্ধ্য সূর্য্যের পথরোধ করিবার নিমিত্ত বর্দ্ধিত হইতেছিল, কিন্তু উহাঁরই আদেশে নিরস্ত হইয়াছে। লক্ষ্মণ! এই সেই প্রখ্যাতকীর্ত্তি দীর্ঘায়ু মহর্ষির রমণীয় আশ্রম। তিনি সাধু সকলের পূজনীয় এবং সজ্জনের হিতকারী। আমরা উপস্থিত হইলে তিনি আমাদিগের মঙ্গল বিধান করিবেন। আমি এই স্থানে তাঁহার আরাধনা করিয়া বনবাসের অবশিষ্ট কাল অতিবাহন করিব। এখানে দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ আহারসংযম পূর্ব্বক নিয়ত তাঁহার উপাসনা করেন; এখানে মিথ্যাবাদী ক্রূর শঠ ও পাপাত্মা জীবিত থাকিতে পারে না; এখানে দেবতা যক্ষ পতঙ্গ ও উরগগণ মিতাহারী হইয়া ধর্ম্মসাধনমানসে বাস করিতেছেন; এখানে সুরগণ সকলের শুভকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষত্ব অমরত্ব ও রাজ্য প্রদান করেন; এবং এখান হইতেই মহর্ষিগণ তপঃসিদ্ধ হইয়া দেহবিসর্জ্জন ও নূতন দেহধারণপূর্ব্বক সূর্য্যপ্রভ

বিমানে স্বর্গে আরোহণ করিয়া থাকেন। লক্ষ্মণ! আমরা সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলাম, এক্ষণে তুমি সর্ব্বাগ্রে প্রবিষ্ট হও এবং জানকী ও আমার আগমন সংবাদ মহর্ষিকে প্রদান কর।

প্রস্রবণ পর্ব্বতে বর্ষা।

অনন্তর রাম কহিলেন, বৎস! এই ত বর্ষাকাল উপস্থিত। আকাশ পর্ব্বতপ্রমাণ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে। উহা সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সমুদ্রের রসপান করিয়া নয় মাস গর্ভ ধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে জল প্রসব করিতেছে। এই মেঘরূপ সোপান দিয়া আকাশে আরোহণ পূর্ব্বক কুটজ ও অর্জুন পুষ্পের মাল্য দ্বারা সূর্য্যকে সজ্জিত করিতে পারা যায়। দেখ, মেঘ হইতে সন্ধ্যারাগ নিঃসৃত হইতেছে, উহার প্রান্তভাগ পাণ্ডুবর্ণ এবং উহা একান্তই স্নিগ্ধ, এই মেঘরূপ ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা গগনের ব্রণমুখ যেন সংযত রহিয়াছে। আকাশ যেন বিরহী, মৃদুল বায়ু উহার নিশ্বাস, সন্ধ্যা চন্দন এবং জলদশ্রী পাণ্ডুতা। পৃথিবী উত্তাপ সহ্য করিতেছিলেন, এক্ষণে নূতন জলে সিক্ত হইয়া উষ্মা ত্যাগ করিতেছেন। বায়ু একান্ত মৃদু ও মন্দ, কেতকগন্ধী ও কর্পূরদলবৎ শীতল,

এখন ইহা অঞ্জলি দ্বারা অনায়াসেই পান করা যায়। পর্ব্বতে অর্জ্জুন ও কেতকী পুষ্প ফুটিয়াছে, উহা নিঃশত্রু সুগ্রীবের ন্যায় বৃষ্টিজলে অভিষিক্ত হইতেছে। পর্ব্বতের মেঘরূপ কৃষ্ণাজিন, ধারারূপ যজ্ঞসূত্র, গুহামুখ বায়ুসংযোগে ধ্বনিত হইতেছে, সুতরাং উহাকে অধ্যয়নশীল বিপ্রের ন্যায় বোধ হয়। নভোমণ্ডল বিদ্যুৎরূপ কনক কশাপ্রহারে অশ্বের ন্যায় মেঘরবে গর্জ্জন করিতেছে। বিদ্যুৎ সুনীল জলদে বিরাজমান। গ্রহ ও চন্দ্র আর দৃষ্ট হয় না, ভোগীর প্রিয় দিঙ্মণ্ডল মেঘে লিপ্ত হইয়া আছে।

ঐ দেখ, গিরিশৃঙ্গে কুটজ পুষ্প বিকসিত, উহা পৃথিবীর উষ্মায় আবৃত হইয়া, যেন বর্ষার আগমনে পুলকিত হইতেছে। কুত্রাপি ধূলি নাই, বায়ু অতিমাত্র শীতল, গ্রীষ্মের উত্তাপদোষ প্রশান্ত, রাজগণ যুদ্ধযাত্রায় এককালে ক্ষান্ত, প্রবাসিরা স্বদেশে যাইতেছে। এখন চক্রবাক সকল মানস সরোবরবাসে লোলুপ হইয়া প্রিয়া সমভিব্যাহারে চলিয়াছে। পথে বিলক্ষণ কর্দ্দম, সুতরাং এসময় যানের আর গমনাগমন নাই। আকাশ কোথাও সুপ্রকাশ, কোথাও বা মেঘাচ্ছন্ন, সুতরাং উহা শৈলনিরুদ্ধ প্রশান্ত সাগরের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। গিরি নদী অত্যন্ত খরবেগ, সর্জ ও কদম্ব পুষ্প প্রবাহে ভাসিতেছে, জল ধাতু সংযোগে অতিশয় রক্তবর্ণ, ময়ূরগণ তীরে কেকারব করিতেছে। ঐ সমস্ত রসপূর্ণ ভৃঙ্গতুল্য জম্বুফল ঐ সকল সুপক্ক নানাবর্ণ আম্র পবনবেগে পতিত হইতেছে।

এই দেখ, গিরি শৃঙ্গাকার মেঘ বিদ্যুৎরূপ পতাকা ও বকশ্রেণীরূপ মালায় শোভিত হইয়া, যুদ্ধস্থিত হস্তীর ন্যায় গভীর রবে গর্জ্জন করিতেছে। অপরাহ্লে বনের কি শোভা, ভূমি তৃণাচ্ছন্ন, বর্ষার জলে সিক্ত, এবং ময়ূরেরা নৃত্য করিতেছে। মেঘ জলভারে পূর্ণ হইয়া, পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে পুনঃ পুনঃ বিশ্রাম পূর্ব্বক গভীর গর্জ্জন সহকারে গমন করিতেছে। ঐ সকল বক মেঘে অনুরাগ বশত আহ্লাদের সহিত উড্ডীন হইয়া, গগনে পবনচালিত পদ্মমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। ভূমি তৃণাচ্ছন্ন, স্থানে স্থানে ইন্দ্রগোপ কীট, উহা শুকশ্যামল লাক্ষারঞ্জিত কম্বল দ্বারা রমণীর ন্যায় সুদৃশ্য হইয়াছে। নিদ্রা নারায়ণকে, নদী সমুদ্রকে, হৃষ্ট বকশ্রেণী মেঘকে এবং কান্তা প্রিয়তমকে প্রাপ্ত হইতেছে। বনমধ্যে ময়ূরের নৃত্য, কদম্ব প্রস্ফুটিত হইয়াছে, শস্যক্ষেত্র একান্ত মনোহর হইয়াছে। ইতস্ততঃ মদমত্ত হস্তীর গর্জ্জন, বানরেরা যারপরনাই হৃষ্ট। মাতঙ্গগণ নির্ঝরশব্দে আকুল হইয়া, কেতকী পুষ্পের গন্ধ আঘ্রাণ পূর্ব্বক ময়ূরের সহিত সগর্ব্বে নৃত্য করিতেছে। ভৃঙ্গেরা কদম্বশাখায় লম্বিত হইয়া, উৎসব ভরে সমধিক পুষ্পরস পান পূর্ব্বক উদ্গার আরম্ভ করিয়াছে। জম্বুবৃক্ষে অঙ্গারখণ্ডতুল্য রসাল জম্বুফল শাখায় লম্ববান, যেন ভৃঙ্গেরা শাখা পান করিতেছে। মেঘে বিদ্যুৎরূপ পতাকা, দেখিলে উহা সমরোৎসুক হস্তীর ন্যায় বোধ হয়। ঐ একটী মাতঙ্গ বনপ্রবেশ করিতেছিল, ইত্য-

বসরে মেঘগর্জন শ্রবণে প্রতিদ্বন্দ্বীর আগমন আশঙ্কা করিয়া যুদ্ধার্থ তৎক্ষণাৎ ফিরিল। এক্ষণে এই বনের নানা ভাব, কোথাও ভৃঙ্গের গুণ গুণ স্বর, কোথাও ময়ূরের নৃত্য এবং কোথাও বা হস্তী সকল প্রমত্ত হইয়াছে। এই স্থান জলে পূর্ণ; কদম্ব, সর্জ, অর্জ্জুন ও কন্দল পুষ্প বিকশিত হইয়াছে; ইতস্ততঃ ময়ূরের নৃত্য গীত, বোধ হয়, যেন ইহাই পানভূমি।

বিহঙ্গগণের পক্ষ বৃষ্টিজলে বিবর্ণ হইয়াছে, উহারা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পল্লবদললগ্ন মুক্তাকার জলবিন্দু হৃষ্টমনে পান করিতেছে। ঐ শুন, অরণ্যে যেন সঙ্গীতলহরী উত্থিত হইয়াছে। ভৃঙ্গরব উহার মধুর বীণা, ভেকের ধ্বনি কণ্ঠতাল এবং মেঘগর্জনই মৃদঙ্গ। ময়ূরগণ পুচ্ছ বিস্তার করিয়া, কখন নৃত্য কখন গান এবং কখন বা বৃক্ষাগ্রে শরীরভার অর্পণ করিতেছে। নানারূপ নানা বর্ণের ভেক মেঘরবে ব্যাপক কালের নিদ্রা দূর করিয়া, ধারাপ্রহারে নানা প্রকার শব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নদীতে চক্রবাক প্রবাহিত, তীরদেশ স্খলিত হইতেছে, নদী সগর্ব্বে সমুদ্রে যাইতেছে। সজল নীল মেঘে ঐরূপ মেঘ সংলগ্ন, যেন জ্বলন্ত শৈল আসক্ত হইয়াছে। ভৃঙ্গেরা ধৌতকেসর পদ্মকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কেসরশোভিত কদম্বে গিয়া বসিতেছে। মাতঙ্গ মদমত্ত, বৃষ সকল হৃষ্ট, পর্ব্বত রমণীয়, রাজগণ নিশ্চেষ্ট, এ সময় ইন্দ্র মেঘ লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। মেঘ জল-

ভারে গগনতলে লম্বিত, সমুদ্রবৎ গভীররবে গর্জ্জন করিতেছে এবং জলধারায় নদী, তড়াগ, দীর্ঘিকা, সরোবর ও সমস্ত পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়া দিতেছে। বৃষ্টির অত্যন্ত বেগ, বায়ু অতিশয় প্রবল, নদীতট উৎপাটন ও পথরোধ পূর্ব্বক খরপ্রবাহে চলিতেছে। পর্ব্বত নৃপতির ন্যায় ইন্দ্রপ্রদত্ত পবনোপনীত মেঘরূপ জলকুম্ভ দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া যেন আপনার সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি প্রদর্শন করিতেছে। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, গ্রহ নক্ষত্র আর কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না। পৃথিবী নূতন জলধারায় তৃপ্ত, দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারে লিপ্ত হইয়া একান্ত অপ্রকাশ আছে। পর্ব্বতশৃঙ্গ ধৌত, প্রবল জলপ্রপাত মুক্তামালার ন্যায় উহাতে শোভা পাইতেছে। নির্ঝরবেগ প্রস্তরখণ্ডে স্খলিত হইয়া, ছিন্ন হারের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। চতুর্দ্দিকে জলধারা, ক্রীড়াকালে স্বর্গরমণীগণের মুক্তাহার ছিন্ন হইয়াই যেন পড়িতেছে। বিহঙ্গেরা বৃক্ষে লীন, পদ্মদল মুকুলিত এবং মালতী পুষ্প বিকসিত, বোধ হইতেছে, সূর্য্য অস্তাচলে চলিলেন। এক্ষণে রাজগণ যুদ্ধযাত্রায় পরাঙ্মুখ, সেনাগণ গমনপথেই অবস্থিত আছে, বলিতে কি, বৃষ্টি, শত্রুতা ও পথ এককালে রোধ করিয়া রাখিয়াছে। যে সমস্ত সামগ ব্রাহ্মণ ভাদ্র মাসের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এই তাঁহাদের বেদপাঠ করিবার সময়। সরযূ বৃষ্টি জলে পরিপূর্ণ, প্রবাহবেগ বর্দ্ধিত হইতেছে; বর্ষার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি।

পঞ্চবটী ও পঞ্চবটীতে শীত ঋতু।

রাম সেই হিংস্র জন্তুপরিপূর্ণ পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! অগস্ত্যদেব যাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, আমরা সেই দেশে আগমন করিলাম। এই পুষ্পিতকানন পঞ্চবটী। তুমি এক্ষণে ইহার সর্ব্বত্র দৃষ্টি প্রসারণ করিয়া দেখ, কোন্ স্থানে মনোমত আশ্রম প্রস্তুত হইতে পারে। যথায় জানকী প্রীত হইবেন, এবং আমরাও সর্ব্বাংশে আরাম পাইব, যে স্থানে নিকটে জলাশয় ও জল স্বচ্ছ, যে স্থানে বন রমণীয় এবং সমিধ কুশ ও পুষ্পও সুলভ, তুমি এইরূপ একটি স্থান নির্ব্বাচন কর। বৎস! এ বিষয়ে তুমিই সুনিপুণ।

তখন সুধীর লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হইয়া জানকীর সমক্ষে রামকে কহিলেন, আর্য্য! আপনি বিদ্যমানে আমি চিরকাল আপনারই কিঙ্কর হইয়া থাকিব। এক্ষণে স্বয়ং কোন এক প্রীতিকর স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন, এবং তথায় আমাকে আশ্রম নির্ম্মাণার্থ আদেশ করুন।

রাম লক্ষ্মণের কথায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বিশেষ বিবেচনা করিয়া সর্ব্বগুণোপেত একটি স্থান মনোনীত করিলেন। পরে তথায় গমন ও লক্ষ্মণের হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! এই স্থানে বিস্তর পুষ্পবৃক্ষ আছে, এবং ইহা সমতল ও সুন্দর। তুমি এখানে যথাবিধানে এক

সুরম্য আশ্রম নির্ম্মাণ কর। ইহার অদূরেই রমণীয় সরোবর, উহাতে তরুণ সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ সুগন্ধী পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। মহর্ষি অগস্ত্য যাহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন ঐ সেই গোদাবরী। ঐ নদী নিতান্ত নিকটে বা দূরে নহে। উহা হংস সারস ও চক্রবাকে শোভিত আছে, পিপাসার্ত্ত বহুসংখ্য মৃগে ব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং উহার তীরে কুসুমিত বৃক্ষ সকল দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, কন্দরবহুল পর্ব্বতশ্রেণী, উহা অত্যন্ত উচ্চ, ময়ূরগণ মুক্তকণ্ঠে কেকারব করিতেছে; ঐ পর্ব্বতে পর্য্যাপ্ত সুবর্ণ রজত ও তাম্র আছে বলিয়া, উহা যেন নানাবর্ণচিত্রিত মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে, এবং সাল, তাল তমাল, খর্জ্জুর, পনস, জলকদম্ব, তিনিশ, আম্র, অশোক, তিলক, চম্পক, কেতকী, স্যন্দন, চন্দন, কদম্ব, লকুচ, ধব, অশ্বকর্ণ, খদির, শমী, কিংশুক, ও পাটল প্রভৃতি কুসুমিত লতাগুল্মজড়িত বৃক্ষে শোভিত হইতেছে। বৎস! এই স্থান অতিশয় পবিত্র ও রমণীয়, এখানে মৃগপক্ষী যথেষ্ট আছে, অতঃপর আমরা এই বিহঙ্গরাজ জটায়ুর সহিত এই স্থানেই বাস করিব।

তখন মহাবল লক্ষ্মণ অনতিবিলম্বে তথায় সুপ্রশস্ত উৎকৃষ্ট স্তম্ভ-শোভিত সমতল ও সুরম্য এক পর্ণশালা প্রস্তুত করিলেন। উহার ভিত্তি মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত, ও বৃহৎ বংশে বংশকার্য্য সম্পাদিত হইল; এবং উহা শমীশাখা কুশ কাশ শর ও পত্রে আচ্ছাদিত হইয়া সুদৃঢ় পাশে সংযত

হইল। লক্ষ্মণ এইরূপে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া গোদাবরীতে গমন করিলেন, এবং তথায় স্নান করিয়া পদ্ম উত্তোলন ও পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষের ফল গ্রহণ পূর্ব্বক আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পুষ্পবলি প্রদান ও যথাবিধি বাস্তুশান্তি করিয়া রামকে কুটীর প্রদর্শন করাইলেন। কুটীর দেখিয়া, রাম ও জানকীর অত্যন্ত সন্তোষ জন্মিল। তৎকালে রাম তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া স্নেহবাক্যে কহিলেন, বৎস! প্রীত হইলাম, তুমি অতি মহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছ। এক্ষণে আমি পারিতোষিক স্বরূপ কেবল তোমাকে আলিঙ্গন করিলাম। চিত্তপরিজ্ঞানে তোমার বিলক্ষণ নিপুণতা আছে। তুমি ধর্ম্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ; তোমার তুল্য পুত্র যখন বিদ্যমান, তখন পিতা লোকান্তরিত হইলেও জীবিত রহিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

অনন্তর রাম সুরলোকে দেবতার ন্যায় তথায় কিছুকাল পরম সুখে বাস করিয়া রহিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণও নানা প্রকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শরৎকাল অতীত ও হেমন্ত সমুপস্থিত হইল। তখন রাম একদা রাত্রি প্রভাতে স্নানার্থ রমণীয় গোদাবরীতে যাইতেছেন, বিনীত লক্ষ্মণও কলশ লইয়া জানকীর সহিত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছেন। তিনি গমনকালে কহিলেন, প্রিয়ম্বদ! যে ঋতু আপনার প্রিয়, এক্ষণে তাহাই উপস্থিত। ইহার প্রভাবে সংবৎসর যেন অলঙ্কৃত

হইয়া শোভিত হইতেছে। নীহারে সর্ব্ব শরীর কর্কশ হইয়াছে, পৃথিবী শস্যপূর্ণ, জল স্পর্শ করা দুষ্কর, এবং অগ্নি সুখসেব্য হইতেছে। এই সময় সকলে নবান্ন ভক্ষণার্থ আগ্রয়ণ নামক যাগের অনুষ্ঠান দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিয়া নিষ্পাপ হইয়াছে। জনপদে ভোগ্য দ্রব্য সুপ্রচুর, গব্যের অভাব নাই; জয়লাভার্থী ভূপালগণও দর্শনার্থ তন্মধ্যে সতত পরিভ্রমণ করিতেছেন। এক্ষণে সূর্য্যের দক্ষিণায়ন, সুতরাং উত্তর দিক তিলকহীন স্ত্রীলোকের ন্যায় হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। স্বভাবত হিমালয় হিমে পূর্ণ, তাহাতে আবার সূর্য্য অতিদূরে, সুতরাং স্পষ্টতই উহার হিমালয় এই নাম সার্থক হইতেছে। দিবসের মধ্যাহ্নে রৌদ্র অত্যন্ত সুখসেব্য, গমনাগমনে কিছুমাত্র ক্লান্তি নাই, কেবল জল ও ছায়া সহ্য হয় না। সূর্য্যের তেজ মৃদু হইয়াছে, হিম যথেষ্ট, অরণ্য শূন্যপ্রায়, এবং পদ্ম নীহারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে রজনী তুষারে সতত ধূসর হইয়া থাকে, কেহ অনাবৃত স্থানে শয়ন করিতে পারে না, পুষ্য নক্ষত্র দৃষ্টে রাত্রিমান অনুমান করিতে হয়, শীত যৎপরোনাস্তি, এবং প্রহর সকল সুদীর্ঘ। চন্দ্রের সৌভাগ্য সূর্য্যে সংক্রমিত হইয়াছে, এবং চন্দ্রমণ্ডলও হিমাবরণে আচ্ছন্ন থাকে, ফলতঃ এক্ষণে উহা নিঃশ্বাসবাষ্পে আবিল দর্পণতলের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হয়। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না হিমজালে ম্লান হইয়াছে, সুতরাং উহা উত্তাপমলিনা সীতার

ন্যায় লক্ষিত হইতেছে, কিন্তু বলিতে কি, তাদৃশ শোভিত হইতেছে না। পশ্চিমের বায়ু স্বভাবতই অনুষ্ণ, এক্ষণে আবার হিমপ্রভাবে প্রাতে দ্বিগুণ শীতল হইয়া বহিতে থাকে। অরণ্য বাষ্পে আচ্ছন্ন, যব ও গোধূম উৎপন্ন হইয়াছে, এবং সূর্য্যোদয়ে ক্রৌঞ্চ ও সারস কলরব করাতে বিশেষ শোভিত হইতেছে। কনককান্তি ধান্য খর্জ্জুর পুষ্পের ন্যায় পীতবর্ণ তণ্ডুলপূর্ণ মস্তকে কিঞ্চিৎ সন্নত হইয়া শোভা পাইতেছে। কিরণ নীহারে জড়িত হইয়া ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হওয়াতে দ্বিপ্রহরেও সূর্য্য শশাঙ্কের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। প্রাতের রৌদ্র নিস্তেজ ও পাণ্ডুবর্ণ, উহা নীহারমণ্ডিত তৃণশ্যামল ভূতলে পতিত হইয়া অতিসুন্দর হয়। ঐ দেখুন, বন্য মাতঙ্গেরা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সুশীতল জল স্পর্শ পূর্ব্বক শুণ্ড সঙ্কোচ করিয়া লইতেছে। যেমন ভীরু ব্যক্তি সমরে অবতীর্ণ হয় না, সেইরূপ হংস সারস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গেরা তীরে সমুপস্থিত হইয়াও জলে অবগাহন করিতেছে না। কুসুমহীন বনশ্রেণী রাত্রিকালে হিমান্ধকারে এবং দিবাভাগে নীহারে আবৃত হইয়া যেন নিদ্রায় লীন হইয়া আছে। নদীর জল বাষ্পে আচ্ছন্ন, বালুকা রাশি হিমে আর্দ্র হইয়াছে, এবং সারসগণ কলরবে অনুমিত হইতেছে। তুষারপাত, সূর্য্যের মৃদুতা, ও শৈত্য এই সমস্ত কারণে জল শৈলাগ্রে থাকিলেও সুস্বাদু বোধ হয়। কমলদল হিমে নষ্ট হইয়া মৃণালমাত্রে অবশিষ্ট আছে, উহার কেশর ও

কর্ণিকা শীর্ণ, এবং জরাপ্রভাবে পত্র সকল জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে উহার আর পূর্ব্ববৎ শোভা নাই। আর্য্য! এই সময় নন্দিগ্রামে ধর্ম্মপরায়ণ ভরত দুঃখে সমধিক কাতর হইয়া জ্যেষ্ঠ ভক্তিনিবন্ধন তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। তিনি রাজ্য মান ও বিবিধ ভোগে উপেক্ষা করিয়া আহার সংযম পূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করেন। বোধ হয়, এখন তিনিও স্নানার্থ প্রকৃতিবর্গে পরিবৃত হইয়া সরযূতে গমন করিতেছেন। ভরত অত্যন্ত সুখী সুকুমার, জানি না, এই রাত্রিশেষে হিমে নিপীড়িত হইয়া কি প্রকারে সরযূতে অবগাহন করিতেছেন।

সমুদ্র।

উহাদের সম্মুখে বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র প্রচণ্ড বায়ুবেগে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলিত হইতেছে। উহার কোথাও উদ্দেশ নাই, চতুর্দ্দিক অবাধে প্রসারিত হইয়া আছে। উহা ঘোর জলজন্তুগণে পূর্ণ; প্রদোষকালে অনবরত ফেন উদ্গার পূর্ব্বক যেন হাস্য করিতেছে এবং তরঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন পূর্ব্বক যেন নৃত্য করিতেছে। তৎকালে চন্দ্র উদিত হওয়াতে মহাসমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং প্রতিবিম্বিত

চন্দ্র উহার বক্ষে ক্রীড়া করিতেছে। সমুদ্র পাতালের ন্যায় ঘোর ও গভীরদর্শন; উহার ইতস্ততঃ তিমি তিমিঙ্গিল প্রভৃতি জলজন্তুসকল প্রচণ্ডবেগে সঞ্চরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শৈল; উহা অতলস্পর্শ; ভীম অজগরগণ গর্ভে লীন রহিয়াছে। উহাদের দেহ জ্যোতির্ম্ময়; সাগর-বক্ষে যেন অগ্নিচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সমুদ্রের জলরাশি নিরবচ্ছিন্ন উঠিতেছে ও পড়িতেছে। সমুদ্র আকাশতুল্য এবং আকাশ সমুদ্রতুল্য; উভয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই; আকাশে তারকাবলী এবং সমুদ্রে মুক্তাস্তবক; আকাশে ঘনরাজি এবং সমুদ্রে তরঙ্গজাল; আকাশে সমুদ্র ও সমুদ্রে আকাশ মিশিয়াছে। প্রবল তরঙ্গের পরস্পর সঙ্ঘর্ষনিবন্ধন মহাকাশে মহাভেরীর ন্যায় অনবরত ভীম রব শ্রুত হইতেছে। সমুদ্র যেন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ; উহা রোষভরে যেন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে এবং উহার ভীম গম্ভীর রব বায়ুতে মিশ্রিত হইতেছে।

হিমালয় পর্ব্বত।

বর্ষা শেষ হইয়াছে। শরৎ উপস্থিত। আকাশ পরিষ্কার, মেঘের লেশমাত্রও নাই। নীল—সুনীল—গাঢ়নীল—বর্ণনার অতীত মনোমোহন নীলরঙের ছটার মাঝে বড় বড়

তারা জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। তারকারাজিমধ্যে ছায়াপথ সমস্ত আকাশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া শেষে নিজেও ভাগ হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর কাদা শুকাইয়া আসিয়াছে, গাছ পালা সতেজে বাড়িয়া উঠিতেছে, আর সবুজরঙের ছটায় পৃথিবীর নবযৌবন প্রকাশ করিয়া দিতেছে। উপরে সব গাঢ় নীল, নীচে গাঢ় সবুজ; যেখানে এই দুইয়ে মিশিয়াছে, সেখানে বোধ হইতেছে যেন এক ফ্রেমে দুই মহৎ চিত্র আঁটিয়া দর্শকের জন্য মাঝখানে একটু স্থান রাখিয়া দিয়াছে।

যখন আকাশ নির্ম্মেঘ, যখন ধুন্ধুলার * সম্পর্কমাত্র নাই, সেই সময়ে—সেই সুখের শরৎ সময়ে—কেহ হিমালয়ের মধুরিমা দেখিয়াছ কি? এক দিকে সমস্ত হিন্দুস্থান শতযোজনব্যাপী মাঠের ন্যায়, এক দিকে পর্ব্বতশ্রেণীর পর পর্ব্বতশ্রেণী, তাহার পর পর্ব্বতশ্রেণী, তাহার পরে—কত পরে বরফের পাহাড় দেখিয়াছ কি? সেই শ্বেত স্বচ্ছ বরফের উপর সূর্য্যকিরণ পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে, বোধ হইতেছে যেন রাজপুত্রের আগমনে বিশাল নগরীসমূহ নানা দীপমালায় মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে, দেখিয়াছ কি? পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কেবল দেখিবে চূড়ার পর চূড়া, তাহার পর চূড়া, তাহার পর আবার চূড়া; শেষ নাই, বিরাম নাই,

* পশ্চিমাঞ্চলে যে ধূলায় গ্রীষ্মকালে আকাশ আচ্ছন্নপ্রায় থাকে তাহার নাম ধুন্ধুলা।

অনন্ত বলিলেও হয়। বর্ষা সম্প্রতি শেষ হইয়াছে, চারি দিকে ঝরণা হইতে ঝম্ ঝম্ রবে দুধের ফেনার মত শাদা জল বেগে পড়িতেছে, কোথাও তাহার উপর সূর্য্যের আলোকে রামধনু দেখা যাইতেছে, কোথাও কোন নির্ঝরিণী চির-অন্ধকারমধ্য দিয়া চিরকাল অলক্ষিতভাবে প্রবাহিত হইতেছে, কেহ দেখিতেছে না অথচ গতিরও বিরাম নাই। যেখানে ঝরণা সেইখানেই গাছপালা বন, আর যেখানে নাই, সেখানে ভীষণাকার প্রস্তর, কাছে গেলে বোধ হয় এখনই ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। এখানে এই ভয়ানক উচ্চতা, আবার পরক্ষণেই গভীর খড; তাহার তলা কোথায়?—দেখা যায় না, যদি দেখা যায়, দেখিবে একটী ক্ষুদ্র নদী চলিয়া যাইতেছে, উপলে উপলে জল লাফাইতেছে, নাচিতেছে, আর চলিতেছে। স্থানে স্থানে নীরস কঠিন তরুবর সহস্র বৎসরেরও অধিককাল কালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে, আর সেঁউতিলতা তাহাকে জড়াইয়া জড়াইয়া পাঁচ শত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া রহিয়াছে।

এই হিমালয় তুমি আজি যেমন দেখিতেছ, ইহা অনন্তকাল এইরূপ, অনন্তকাল ধরিয়া বরফের পাহাড় এইরূপই আছে, ঝরণা এইরূপই বহিতেছে, আকাশও এইরূপ গাঢ় নীল, সবই এইরূপ।

পাঁচখানি পুরাতন চিত্র

১

এই সেদিনকার কথা বলিতেছি, সেদিন তুমি আমিও একটু একটু দেখিয়াছি—সেইদিনকার সেই পিতামহ ঠাকুরের কথা বলিতেছি। পিতামহ ঠাকুরের গৃহে লোক ধরে না—স্ত্রী পুত্র কন্যা ভাই ভাইপো আছেই ত। কিন্তু আরো যে কত আছে তাহা বলিতে পারি না। আহা! জ্ঞাতি কুটুম্বের মধ্যে স্ত্রী বল পুরুষ বল যে যেখানে নিরন্ন নিরাশ্রয় হইয়াছে সেই আমার পিতামহ ঠাকুরের গৃহে পুত্র কন্যা অপেক্ষাও প্রিয়, গৃহদেবতা অপেক্ষাও সমাদৃত, গুরুদেব অপেক্ষাও সম্মানিত। পিতামহ ঠাকুরের বেশভূষা নাই—তাঁহার পায়ে একটি যোড়া খড়ম, পরণে এক খানি থান কাপড়, স্কন্ধে একখানি সেইরূপ উত্তরীয়। তাঁহার ভোগবিলাস নাই--তিনি গাড়ী ঘোড়া কখনও চক্ষে দেখেন নাই, আতর গোলাপের নাম শুনিয়াছেন মাত্র, ভোজন করেন আশ্রিত অনাথা অনাথিনীরা যা তাই, তাহার চেয়ে খারাপ ত ভাল নয়। তাঁহার বিষয় সম্পদের ভাবনা নাই-তিনি মনুষ্যমধ্যে অন্নপূর্ণা—তাঁহার একমাত্র ভাবনা, কিসে তাঁহার সেই অন্নের কাঙ্গালগুলি অন্ন পাইবে। তিনি সকলের পেটের জ্বালা বোঝেন, কিন্তু তাঁহার আপনার পেটের জ্বালা নাই। বেলা দুই প্রহর হইয়াছে, তখনও তিনি

আহার করেন নাই, কেন না তখনও তিনি অনুসন্ধান করিতেছেন পাড়ার হাড়ি মুচি কাওরা কৈবর্ত্তের মধ্যে কাহারো অন্ন জুটিল কি না। যাহার অন্ন জুটে নাই তাহাকে অন্ন দিয়া তবে আপনি বেলা প্রায় তিন প্রহরের সময় স্বয়ং এক মুটা ভক্ষণ করিলেন। তিনি মনুষ্যমধ্যে অন্নপূর্ণা।

২

আর সেই রাঙ্গাদিদির কথা মনে পড়ে কি? সেই অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না সেই কালের-ছায়া-মাখা-রক্তপদ্ম-রূপিণী বালবিধবা রাঙ্গাদিদিকে মনে পড়ে কি? যদি মনে না পড়ে তবে সেই কৈলাসবাসিনী ভিখারী ভূতনাথের অন্ন-পূর্ণাকে মনে কর, তাহা হইলেই সেই বঙ্গের বালবিধবা রাঙ্গাদিদিকে মনে করা হইবে। "তিনি যখন শুভ্র পট্টবস্ত্র পরিধানে আলুথালু কাল কেশরাশি কপালের উপরভাগে এলো বন্ধনে, রাঙ্গা হস্তে দর্ব্বী ভরিয়া গৃহপ্রাঙ্গণে শত শত বালক বালিকাকে স্বহস্তে অন্ন বিতরণ করিতেন, সকলে কাণাকাণি করিত যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা অবতীর্ণা হইয়াছেন। বিবাহ শ্রাদ্ধ ক্রিয়াকলাপে সমস্ত গৃহকার্য্যনির্ব্বাহকারিণী, রাঙ্গা ঠাকুরাণীই প্রধান ভাণ্ডারিণী ছিলেন, তিনি নিজ হস্তে যাহাকে যাহা দিতেন তাহাই তৃপ্তিকর, তাহার দিগুণ অপ-রের হস্ত হইতে প্রাপ্ত হইলেও কেহ সুখী হইত না।

আম হউক বা কুল হউক, রাঙ্গাঠাক্‌রুণ বাঁটিয়া না দিলে কাহারো মঞ্জুর নাই। আজ অন্নমেরু, কাল তুলা, পরশ্ব সাবিত্রীব্রতদানে রাঙ্গাদিদির রাঙ্গা অথচ নিয়ত ম্লান মুখটি কখন কখন প্রফুল্লতায় উজ্জ্বল হইত। স্বয়ং নিঃসন্তান, কিন্তু দেশের ছেলে তাঁহার সন্তান ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।*

৩

আমার মেজকাকী আর একটী অন্নপূর্ণা। মেজ কাকীর বয়স চল্লিশের বেশি, কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, পাতলা ছিপ্‌ছিপে, যেন ক্ষুদ্র চাঁপার কলিটি। মেজকাকী গৃহের মধ্যে এক-জন গৃহিণী কিন্তু অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী, ছেলেপুলেরাও তাঁহার মুখখানি ভাল করিয়া দেখিতে পায় না। মেজকাকীর গলা নাই তিনি এখনও আস্তে আস্তে ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কন। মেজকাকীর ছেলেপুলে নাই, মেজকাকীর ঝাড়া হাত পা। কিন্তু মেজকাকীর ঘরে ছেলে ধরে না। ঘোষে-দের ছেলে, মিত্রদের ছেলে, সরকারদের ছেলে, গ্রামের সকলের ছেলেমেয়ে, মেজকাকীর ঘরে সদাই ছেলের হাট।

* জটাধারীর রোজনামচা নামক গ্রন্থের ৬৩ পৃষ্ঠা। রাঙ্গাদিদি কবির কল্পনা নয়, এক সময়ে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে রাঙ্গাদিদি যথার্থই জীবিত ছিলেন, একথা আমরা জানি। রাঙ্গাদিদির আসল নাম ছিল অন্নপূর্ণা।

মেজকাকী কোন ছেলেকে খাওয়াইতেছেন, কোন ছেলেকে পরাইতেছেন, কোন ছেলেকে ঘুম পাড়াইতেছেন, কোন ছেলের গা মুছাইয়া দিতেছেন। মেজকাকী উপর হইতে নীচে যাইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ সাতটা ছেলে যাইতেছে; নীচে হইতে উপরে আসিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ সাতটা ছেলে আসিতেছে। মেজকাকী ঠাকুর প্রণাম করিতেছেন, তাঁহার এপাশে ওপাশে সাম্‌নে পিছনে ছেলের পালও 'ঠাকুল বাল কল' বলিয়া টিপ্ টিপ্ করিয়া ঠাকুর প্রণাম করিতেছে। রাত্রি এক প্রহর, তখনও মেজকাকীর ঘরে পাঁচটা ছেলে। মেজকাকী তাহাদিগকে দুধ খাওয়াইয়া গুণ গুণ স্বরে গান গাইয়া ঘুম পাড়াইলেন, ছেলেদের মায়েরা আসিয়া তাহাদিগকে লইয়া গেল। একটি ছেলে মেজকাকীর ঘরেই রহিল। সে ছেলেটা বড় দুরন্ত এবং তাহার মার আর পাঁচটা ছেলে আছে। তাহার মা তাহাকে মেজকাকীর কাছে রাখিয়া বাঁচিল। মেজকাকীর একটি পয়সাও খরচের দরকার নাই। কিন্তু খেলনায় ও সন্দেশ মিঠাই খৈ বাতাসায় তাঁহার মাসে পনর ষোল টাকা ব্যয় হয়। মেজকাকা একটু একটু আফিঙ্গ খান, তাই তাঁহার প্রতিদিন সেরটাক্ দুধের দরকার, তার বেশি নয়, কিন্তু প্রতিদিন তাঁহার ঘরে পাঁচ ছয় সের দুধ খরচ হয়। মেজ-কাকীর ঝাড়া হাত পা, কিন্তু দিনে রেতে তাঁহার অবকাশ নাই—এমন কি মেজকাকা পাঁচ বার চাহিয়াও একবার

এক ঘটি জল পান না। মেজকাকী জগদ্ধাত্রী, যাহার ধাত্রীর আবশ্যক সেই তাঁহার কাছে আসে। তিনি অন্নপূর্ণা, স্নেহ সুধা পান করান।

আর ঐ ছোট দাদা? উনিও অন্নপূর্ণা। দশ ঘর জ্ঞাতির মধ্যে উনিও এক ঘর। কিন্তু এক ঘর হইয়াও উনি সকল ঘরেই সমান। আপনার ঘরেও যেমন, জ্ঞাতির ঘরেও তেমনি। ওঁর আপনার ছেলে মেয়ে ভাই ভাইপোও যেমন, জ্ঞাতির ছেলে মেয়ে ভাই ভাইপোও তেমনি। জ্ঞাতি সুখী হইলে ওঁর সুখ উথলিয়া উঠে। জ্ঞাতি কষ্ট পাইলে ওঁর প্রাণ কাঁদিতে থাকে। জ্ঞাতিও যেমন ওঁর আপনার, গ্রাম শুদ্ধ লোকও তেমনি ওঁর আপনার। উনি সকলেরই ছোট দাদা। বাপও উঁহাকে ছোট দাদা বলে, ছেলেও উঁহাকে ছোট দাদা বলে, উনি 'কোম্পানির ছোট দাদা'। ওঁর গুণে সমস্ত গ্রাম খানি একটি কোম্পানি—এক পথে চলে, এক সুরে কাঁদে, এক সুরে হাসে। উহাঁকে ধরিয়া গ্রাম-খানি বাঁচিয়া আছে। উনি গ্রামখানির প্রাণ। উনি গ্রামের অন্নপূর্ণা। কিন্তু হায়! উহাঁকে এখন আর দেখিতে পাই না। তখন বঙ্গের গ্রামে গ্রামে কোম্পানির দাদা, কোম্পা-নির কাকা দেখিতে পাইতাম। এখন আর বড় পাই না।

৫

রঘুনাথ দিব্য জোয়ান পুরুষ—বয়স ৩০।৩৫। রঘুনাথ অসহায়ের সহায়, দুর্ব্বলের বল। তোমার বাড়ীতে আজ একটী বৃহৎ ক্রিয়া। তোমার লোকবল নাই। রঘুনাথ আসিয়া তোমার জিনিসপত্র ক্রয় করিয়া দিল, ঘরবাড়ী পরিষ্কার করাইয়া দিল, চালাচুল্লী প্রস্তুত করাইয়া দিল, লোকজন খাওয়াইয়া দিল। দশ দিন ধরিয়া রঘুনাথ এই সব করিল। তুমি রঘুনাথকে আশীর্ব্বাদ করিলে। রঘুনাথ তোমাকে নমস্কার করিয়া গিয়া পরদিন হইতে আবার ঐ সিংহ মহাশয়ের কন্যার বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। রঘুনাথ চিরকালই এইরূপ করে—শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, অসূয়া নাই, অভিমান নাই। রঘুনাথকে কি কখনও দেখ নাই? ঐ যে মিত্র মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধে ঐ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সহস্রাধিক লোক একেবারে ভোজন করিতে বসিয়াছে, আর ঐ যে রঘুনাথ—যুবা রঘুনাথ, দীর্ঘাকার রঘুনাথ, বলিষ্ঠ রঘুনাথ—কোমরে গামছা বাঁধিয়া পৌষ মাসের দারুণ শীতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অসুর বিক্রমে ঐ সহস্রাধিক ভোক্তাকে অন্ন ব্যঞ্জন ক্ষীর দধি মিঠাই মোণ্ডা পরিবেশন করিতেছে। প্রশস্ত প্রাঙ্গণ তাহার পদভরে টলমল করিতেছে। আবার মিত্র মহাশয়ের অন্দরে যাও—সেখানে রঘুনাথের মাকে দেখিবে, তিনিও এক দিক্‌পাল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নান করিয়া তিনি রন্ধন আরম্ভ করি-

য়াছেন। দ্বাদশটা চুল্লী জ্বলিতেছে, রনঘুাথের মা রন্ধন করিতেছেন। বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত, এখনও রন্ধন করিতেছেন। কোমরে অঞ্চল জড়ান, মস্তকোপরি কেশ চূড়ার আকারে বাঁধা, মুখ রক্তবর্ণ, শরীর ঘর্ম্মাক্ত—এখনও রঘুনাথের মা অসীম উৎসাহে অসীম তেজে রন্ধন করিতেছেন। মিত্র বাড়ীর গৃহিণী বারম্বার বলিতেছেন—রঘুর মা এক ফোঁটা চিনিরপানা গলায় দিয়া যাও। রঘুর মা এখন উন্মাদিনী, সে কথায় তাঁহার কাণ নাই।

রঘুনাথকে দিবাভাগে কেহ তাহার আপন বাড়ীতে দেখিতে পায় না। পূর্ব্বাহ্নে হউক অপরাহ্নে হউক, যখন হউক, রঘুনাথের বাড়ীতে গিয়া রঘুনাথকে ডাকিলে। রঘুনাথের সাড়া শব্দ পাইলে না। আবার ডাকিলে, একটি ছেলে আসিয়া বলিল—বাবা বাড়ীতে নাই, ঘোষেদের বাড়ীতে আছেন। ঘোষেদের বাড়ীতে গিয়া দেখিলে রঘুনাথ ভিয়ানশালায় ভোক্তার সংখ্যার সহিত হিসাব করিয়া মিষ্টান্নের পরিমাণ ঠিক্ করিতেছেন। রঘুনাথ কখন্ একটি বার বাড়ীতে আসিয়া চারিটী ভাত খাইয়া যায় কেহ জানে না, কেহ বলিতে পারে না। রাত্রিকালে রঘুনাথের নিদ্রা বড় কম। যে নিদ্রাটুকু হয় তাহাও কাকনিদ্রাবৎ, একটা টিক্‌টিকির শব্দে সে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। নিদ্রায়ও রঘুনাথের কর্ণ চারিদিকে। রাত্রি ঘোর অন্ধকার, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপ্‌টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, মেঘ গর্জ্জন

করিতেছে, বিদ্যুৎ চম্‌কাইতেছে। দিক্‌পাল রঘুনাথ ঘুমাইয়াও জাগ্রত। রোদনধ্বনি শুনিয়া বুঝিলেন, অনাথিনী হরসুন্দরীর পুত্রটি প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অমনি শয্যা ত্যাগ করিয়া আপনার ন্যায় আরো ২।৩টী দিক্‌পালকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া, মৃত পুত্রটির সৎকার্য্য করিয়া আসিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রামায়ণের কথা।

বনবাসাজ্ঞা সম্বন্ধে রাম ও লক্ষ্মণের কথোপকথন।

লক্ষ্মণ রামের এইরূপ রাজ্যনাশ ও বনবাস আলোচনা করিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন। রামের দুর্দ্দশা তাঁহার কোন মতেই সহ্য হইল না; নেত্রযুগল ক্রোধে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তখন সুধীর রাম ক্রোধাবিষ্ট হস্তীর ন্যায় প্রিয়মিত্র সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে সম্মুখীন করিয়া অবিকৃতমনে কহিতে লাগিলেন, বৎস! এক্ষণে ক্রোধ শোক এবং এই অবমাননাকে হৃদয়ে স্থান প্রদান করিও না। আমার নিমিত্ত যে অভিষেকের আয়োজন হইয়াছে, ধৈর্য্য ও হর্ষের সহিত তাহা বিদূরিত কর এবং এই বনগমন-রূপ অবিনশ্বর যশের সাহায্যে প্রবৃত্ত হও। আমার অভি-ষেকের দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তুমি যেরূপ যত্ন স্বীকার করিয়াছিলে, অভিষেক নিবৃত্তির নিমিত্তও সেই রূপ যত্ন কর। রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়া যাঁহার সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছে, আমাদিগের সেই মাতা কৈকেয়ীর

যাহাতে শঙ্কা দূর হয়, তুমি সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। তাঁহার অন্তরে যে অনিষ্ট-আশঙ্কা-মূলক দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে, আমি মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত তাহা উপেক্ষা করিতে পারি না। জ্ঞান বা অজ্ঞান বশতই হউক পিতা মাতার নিকট যে সামান্য মাত্র অপরাধ করিয়াছি, ইহা কদাচই আমার স্মরণ হয় না। আমার পিতা সত্যবাদী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ। তিনি পরলোক-ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার ভয় দূর হউক। আমি অভিষেকের ইচ্ছায় ক্ষান্ত না হইলে পিতা আপনার কথা রক্ষা হইল না দেখিয়া যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ পাইবেন, তাঁহার দুঃখ আমাকেও মর্ম্মবেদনা দিবে; এই কারণে আমি রাজ্যলোভ পরিত্যাগ করিয়া এখনই এই পুরী হইতে নির্গত হইবার ইচ্ছা করি। আমি নির্গত হইলে আজ কৈকেয়ী কৃতকার্য্য হইয়া নিষ্কণ্টকে আপনার পুত্র ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিবেন। আমি জটাবল্কল ধারণ পূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিলে তিনি মনের সুখে কাল-যাপন করিতে পারিবেন। যিনি কৈকেয়ীকে এই বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, তিনিই আবার এই বুদ্ধির অনুযায়ী কার্য্যসাধনে তাঁহাকে অটল রাখিয়াছেন; সুতরাং আমি কোনও মতে দেবীর মনঃক্ষোভ জন্মাইতে পারিব না, এখনই বনবাসোদ্দেশে প্রস্থান করিব। লক্ষ্মণ! প্রাপ্তরাজ্যের পুনঃ প্রত্যাহরণ ও আমার নির্ব্বাসন এই দুই বিষয়ে দৈবই কারণ সন্দেহ নাই। আমার প্রতি কৈকেয়ীর মনের ভাব

যে এইরূপ কলুষিত হইয়াছে, দৈবই ইহার কারণ, তাহা না হইলে কৈকেয়ী আমায় দুঃখ দিবার নিমিত্ত কখনই এই রূপ অধ্যবসায় করিতেন না। ভাই! তুমি ত জানই যে আমি কোন কালে মাতৃগণের মধ্যে কাহাকেই ইতর বিশেষ করি নাই, আর কৈকেয়ীও আমাকে ও ভরতকে কখন ভিন্ন ভাবে দেখেন নাই; সুতরাং তিনি অতি কঠোর বাক্যে যে আমার রাজ্যনাশ ও বনবাস প্রার্থনা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে দৈব ভিন্ন অন্য কোন কারণই দেখি না। দেবী কৈকেয়ী সৎস্বভাবা ও গুণবর্তী হইয়া ভর্ত্তৃসমক্ষে সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় যে আমায় ক্লেশকর বাক্য প্রয়োগ করিবেন, দৈব ভিন্ন ইহার অন্য কোন কারণই দেখি না। যাহা অচিন্তনীয় তাহাই দৈব। এই দৈব প্রভাবেই কৈকেয়ীর ভাব-বৈপরীত্য ও আমার রাজ্যনাশ উপস্থিত হইয়াছে। বৎস! কর্ম্মফল ব্যতীত যাহার জ্ঞেয় আর কিছুই নাই, সেই দৈবের সহিত কোন্ ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা কবিতে সাহসী হইবে। সুখ দুঃখ ভয় ক্রোধ ক্ষতি লাভ বন্ধন ও মুক্তি এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে দুর্জ্ঞেয়-কারণ এমন যাহা কিছু ঘটিতেছে, তৎসমুদায়ের মূলই দৈব। দেখ উগ্রতপা তাপসেরা দৈব-বশতই কঠোর নিয়ম সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া কাম ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া থাকেন। এই জীবলোকে আরব্ধ কার্য্য প্রতিহত করিয়া অকস্মাৎ যে কোন অসংকল্পিত বিষয় প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা দৈবের বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহে।

লক্ষ্মণ! এক্ষণে যদিও অভিষেকের ব্যাঘাত ঘটিতেছে, কিন্তু এই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আপনাকে প্রবোধিত করিতে পারিলে তোমার আর কিছুমাত্র পরিতাপ উপস্থিত হইবে না। তুমি এই উপদেশবলে দুঃখ সংবরণ করিয়া আমার মতানুবর্ত্তী হও এবং অভিষেকের আয়োজনে শীঘ্র সকলকে নিরস্ত কর। আমার অভিষেক সাধনার্থ যে সকল জলপূর্ণ কলস স্থাপিত রহিয়াছে, এক্ষণে ঐ সমস্ত দ্বারা আমার তাপসব্রতের স্নানক্রিয়া সমাহিত হইবে। অথবা অভিষেক সংক্রান্ত এই সমুদায় দ্রব্যে দৃষ্টিপাত করিবার আর আবশ্যকতা নাই, আমি স্বহস্তেই কূপ হইতে জল উদ্ধৃত করিয়া বনবাস-ব্রতে দীক্ষিত হইব। ভাই! রাজ্যলক্ষ্মী হস্তগত হইল না বলিয়া তুমি দুঃখিত হইও না, রাজ্য ও বন এই উভয়ের মধ্যে বনই প্রশস্ত। দৈবের প্রভাব যে কিরূপ তুমি ত তাহা জ্ঞাত হইলে; সুতরাং এই রাজ্যনাশ বিষয়ে দৈবোপহত পিতা ও কনিষ্ঠা মাতার দোষাশঙ্কা করা আর তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না।

রাম এইরূপ কহিলে মহাবীর লক্ষ্মণ সহসা দুঃখ ও হর্ষের মধ্যগত হইয়া অবনতমুখে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং ললাটপট্টে ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক বিলমধ্যস্থ ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধভরে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার মুখমণ্ডল নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল এবং কুপিত সিংহের মুখের ন্যায় অতি ভীষণ বোধ

হইতে লাগিল। অনন্তর হস্তী যেমন আপনার শুণ্ড বিক্ষেপ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি হস্তাগ্র বিক্ষিপ্ত এবং নানা প্রকারে গ্রীবাভঙ্গি করিয়া বক্রভাবে কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! ধর্ম্মদোষ পরিহার এবং স্বদৃষ্টান্তে লোকদিগকে মর্য্যাদায় স্থাপন এই দুই কারণে বন গমনে আপনার যে আবেগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। আপনার যদি আবেগ উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে ভবাদৃশ ব্যক্তির মুখ হইতে কি এইরূপ বাক্য নির্গত হওয়া সম্ভব? আপনি অনায়াসেই দৈবকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি নিমিত্ত একান্ত শোচনীয় অকিঞ্চিৎকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন? মহারাজ অতি পাপাত্মা, রাজমহিষী, কৈকেয়ী অতি পাপীয়সী, ইহাদিগের পাপস্বভাবে আপনার কেন বিশ্বাস জন্মিতেছে না? ধর্ম্মাত্মন্! আপনি কি জানেন না যে, এই জীবলোকে অনেকেই কেবল ধর্ম্মের ভান করিয়া কালাতিপাত করিয়া থাকে? দেখুন, মহারাজ ও কৈকেয়ী স্বার্থের অনুরোধে ভবাদৃশ সচ্চরিত্র পুত্রকে শঠতা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতেছেন। শঠতা দ্বারা আপনাকে বঞ্চিত করা তাঁহাদিগের অভিপ্রায় না হইলে, তাঁহারা রাজ্যাভিষেকের উদ্‌যোগ করিয়া কদাচ তাহার বিঘ্নাচরণ করিতেন না। আর যদি বরপ্রসঙ্গ সত্যই হইত, তবে অভিষেক আরম্ভের পূর্ব্বেই কেন তাহার সূচনা না হইল? যাহাই হউক

জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠকে রাজ্যাভিষেক করা নিতান্ত গর্হিত, মহারাজ তাহারই অনুষ্ঠান করিতেছেন। বীর! এই জঘন্য ব্যাপার আমার কিছুতে সহ্য হইতেছে না। এক্ষণে আমি মনের দুঃখে যাহা কিছু কহিতেছি, আপনি ক্ষমা করিবেন। আরও আপনি যে ধর্ম্মের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া মুগ্ধ হইতেছেন, যাহার প্রভাবে আপনার মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে, আমি সেই ধর্ম্মকেই দ্বেষ করি। আপনি কর্ম্মক্ষম, তবে কি কারণে সেই স্ত্রৈণ রাজার ঘৃণিত অধর্ম্মপূর্ণ বাক্যের বশীভূত হইবেন? এই যে রাজ্যাভিষেকের বিঘ্ন উপস্থিত হইল, বরদানের ছলই ইহার কারণ; কিন্তু আপনি যে তাহা স্বীকার করিতেছেন না, ইহাই আমার দুঃখ। ফলতঃ আপনার এই ধর্ম্মবুদ্ধি নিতান্তই নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। আপনি অকারণে রাজ্য-পদ পরিত্যাগ করিয়া যে অরণ্যে প্রস্থান করিবেন, ইহাতে ইতর সাধারণ সকলেই আপনার অযশ ঘোষণা করিবে। মহারাজ ও কৈকেয়ী কেবল নামমাত্রে পিতা মাতা, বস্তুত তাঁহারা পরম শত্রু, যাহাতে আমাদিগের অনিষ্ট হয়, প্রতি-নিয়ত তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকেন। আপনি ব্যতিরেকে মনে মনেও তাঁহাদিগের সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে কেহই সম্মত নহে। তাঁহারা আপনার রাজ্যাভিষেকে বিঘ্নাচরণ করি-লেন, আপনিও তাহা দৈবকৃত বিবেচনা করিতেছেন, অনু-রোধ করি, এখনই এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন, এই

প্রকার দৈব কিছুতেই আমার প্রীতিকর হইতেছে না। যে ব্যক্তি নিস্তেজ, নির্ব্বীর্য্য, সেই দৈবের অনুসরণ করে. কিন্তু যাঁহারা বীর, লোকে যাঁহাদিগের বল বিক্রমের শ্লাঘা করিয়া থাকে, তাঁহারা কদাচ দৈবের মুখাপেক্ষা করেন না। যিনি স্বীয় পুরুষকার দ্বারা দৈবকে নিরস্ত করিতে পারেন দৈববলে তাঁহার স্বার্থহানি হইলেও অবসন্ন হন না। আর্য্য! আজ লোকে দৈববল এবং পুরুষের পৌরুষ উভয়ই প্রত্যক্ষ করিবে। অদ্য দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই বলাবল পরীক্ষা হইবে। যাহারা আপনার রাজ্যাভিষেক দৈবপ্রভাবে প্রতিহত দেখিয়াছে, আজ তাহারাই আমার পৌরুষের হস্তে তাহাকে পরাস্ত দেখিবে। আজ আমি উচ্ছৃঙ্খল দুর্দ্দান্ত মদস্রাবী মত্ত হস্তীর ন্যায় দৈবকে স্বীয় পরাক্রমে প্রতিনিবৃত্ত করিব। পিতা দশরথের কথা দূরে থাক, সমস্ত লোকপাল, অধিক কি ত্রিজগতের সমস্ত লোকও আপনার রাজ্যাভিষেকে ব্যাঘাত দিতে পারিবে না। যাহারা পরস্পর একবাক্য হইয়া আপনার অরণ্যবাস সিদ্ধান্ত করিয়াছে, আজ আমি তাহাদিগকেই চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত নির্ব্বাসিত করিব। আপনার অনিষ্ট সাধন করিয়া ভরতকে রাজ্য দিবার নিমিত্ত রাজা ও কৈকেয়ীর যে আশা উপস্থিত হইয়াছে, আজ আমি তাহাই নির্ম্মূল করিব। যে আমার বিরোধী, আমার দুর্ব্বিষহ পৌরুষ যেমন তাহার দুঃখের কারণ হইবে, তদ্রূপ দৈববল কদাচই তাহার সুখের কারণ

হইবেক না। আর্য্য! আপনি সহস্র বৎসর অন্তে বন প্রবেশ করিলে, আপনার পুত্রেরাই রাজসিংহাসন অধিকার করিবে। পুত্র অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালনে সমর্থ হইলে তাহার হস্তে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক পূর্ব্বরাজর্ষিগণের দৃষ্টান্তানুসারে বন প্রস্থান করাই শ্রেয়। মহারাজ চপলতা-দোষে প্রতিকূল হইলে পাছে রাজ্য হস্তান্তর হয়, এই আশ-ঙ্কায় রাজসিংহাসন গ্রহণে আপনি অসম্মত হইবেন না। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমিই আপনার রাজ্য রক্ষা করিব, নতুবা চরমে যেন আমার বীরলোক লাভ না হয়। তীরভূমি যেমন মহাসাগরকে রক্ষা করিতেছে, তদ্রূপ আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করিব। এক্ষণে আপনি স্বয়ংই যত্নবান হইয়া মাঙ্গলিক দ্রব্যে অভিষিক্ত হউন। ভূপালগণ যদি কোন প্রকার বিরোধাচরণ করেন, আমি একাকীই তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। আর্য্য! আমার যে এই ভুজ-দণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কি শরীরের সৌন্দর্য্য সম্পাদনার্থ? যে কোদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কি কেবল শোভার্থ? এই খড়্গ কি কাষ্ঠ বন্ধন ও এই শরে কি কাষ্ঠভার অবতরণ করা হয়?—মনেও করিবেন না; এই চারিটি পদার্থ শত্রু বিনাশার্থই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে বজ্রধারী ইন্দ্র কেন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হউন না বিদ্যুতের ন্যায় ভাস্বর তীক্ষ্ণ-ধার অসি দ্বারা তাঁহাকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব। হস্তীর শুণ্ড অশ্বের ঊরুদেশ এবং পদাতির মস্তক আমার খড়্গে চূর্ণ

হইয়া সমরাঙ্গন একান্ত গহন ও দুরবগাহ করিয়া তুলিবে। অদ্য বিপক্ষেরা আমার অসিধারায় ছিন্নমস্তক হইয়া শোণিত-লিপ্ত দেহে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় বিদ্যুদ্দামশোভিত মেঘের ন্যায় রণক্ষেত্রে নিপতিত হইবে। আমি যখন গোধাচর্ম্ম-নির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ ও শরাসন ধারণ করিয়া সমরসাগরে অবতীর্ণ হইব, তখন পুরুষের মধ্যে এমন কে আছে যে, বীর-দর্পে জয়ী হইতে পারিবে। আমি বহু সংখ্য শরে এক ব্যক্তিকে এবং একমাত্র শরে বহু ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া হস্তী অশ্ব ও মনুষ্যের মর্ম্মদেশ অনবরত বিদ্ধ করিব। অদ্য মহারাজের প্রভুত্ব নাশ এবং আপনার প্রভুত্ব সংস্থাপন এই উভয় কারণে আমার অস্ত্রপ্রভাব প্রদর্শিত হইবে। যে হস্ত চন্দনলেপন, অঙ্গদধারণ, ধনদান ও সুহৃদ্বর্গের প্রতি-পালনের সম্যক্ উপযুক্ত, অদ্য সেই হস্ত আপনার অভিষেক বিঘাতকদিগের নিবারণ বিষয়ে স্বীয় অনুরূপ কার্য্য সাধন করিবে। এক্ষণে আজ্ঞা করুন আপনার কোন্ শত্রুকে ধন প্রাণ ও সুহৃদ্গণ হইতে বিযুক্ত করিতে হইবে। আমি আপ-নার চিরকিঙ্কর, আদেশ করুন, যেরূপে এই বসুমতী আপ-নার হস্তগত হয়, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।

রঘুবংশাবতংস রাম লক্ষ্মণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বারংবার তাঁহাকে সান্ত্বনা ও তাঁহার অশ্রুজল মার্জনা করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি পিতৃ আজ্ঞা পালন করিব সর্ব্বাবয়বে ইহাই সৎপথ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।

বনগমন সম্বন্ধে রাম ও সীতার কথোপকথন।

অনন্তর রাম জননীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া দেহ-প্রভায় জনসঙ্কুল রাজপথ সুশোভিত এবং গুণগ্রামে তত্রত্য সকলের হৃদয় চমকিত করত তথা হইতে জানকীর আবাসাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে জানকী রামের বনবাস বৃত্তান্ত কিছুই জানিতে পারেন নাই, অদ্য তাঁহার যৌবরাজ্য হস্তগত হইবে মনের এই উল্লাসেই মগ্ন হইয়া আছেন। তিনি ঐ সময় রাজধর্ম্মের অনুরূপ আচার অবলম্বন পূর্ব্বক প্রীত মনে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে দেবপূজা সমাপন করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন. এই অবসরে রাম লজ্জাবনত বদনে তথায় প্রবেশ করিলেন। তখন জানকী প্রিয়তমকে একান্ত চিন্তিত ও শোকসন্তপ্ত দেখিয়া কম্পিত কলেবরে উত্থিত হইলেন। জানকীর সমক্ষে রামের মনোগত শোক আর গোপন রহিল না, আকার ইঙ্গিতে যেন সুস্পষ্টই তাহা প্রকাশ পাইতে লাগিল।

অনন্তর জানকী রামের মুখকান্তি মলিন দেখিয়া দুঃখিত মনে কহিলেন, নাথ! এখন কেন তোমার এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত? অদ্য চন্দ্রের সহিত পুষ্যানক্ষত্রের যোগ হইয়াছে, এই শুভলগ্নে বৃহস্পতি দেবতা আছেন, বিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা

কহিতেছেন, আজিকার দিনই রাজ্যাভিষেকে প্রশস্ত, তবে কেন তুমি এইরূপ বিমনা হইয়াছ? শতশলাকা-রচিত শ্বেত-ছত্রে তোমার এই সুকুমার মুখকমল কেন আবৃত নাই। শশাঙ্ক ও হংসের ন্যায় ধবল চামরযুগল লইয়া ভৃত্যেরা কি নিমিত্ত বীজন করিতেছে না। সূত মাগধ ও বন্দিগণ প্রীত-মনে মঙ্গল গীতি গান করিয়া আজ কৈ তোমায় স্তুতিবাদ করিল! বেদপারগ বিপ্রেরা স্নানান্তে কেন তোমার মস্তকে মধু ও দধি প্রদান করেন নাই! গ্রাম ও নগরের প্রজাবর্গ এবং প্রধান প্রধান সমস্ত পারিষদ বেশভূষা করিয়া অভি-ষেকান্তে কি কারণে তোমার অনুসরণ করিলেন না! সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুষ্পরথ চারিটি সুসজ্জিত বেগবান অশ্বে যোজিত হইয়া কি নিমিত্ত তোমার অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইল না! মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতাকার সুদৃশ্য সুলক্ষণা-ক্রান্ত হস্তী কেন তোমার অগ্রে নাই! পরিচারকেরা সুবর্ণ-নির্ম্মিত ভদ্রাসন স্কন্ধে লইয়া কৈ তোমার অগ্রে অগ্রে আগ-মন করিল! যখন অভিষেকের সমস্তই প্রস্তুত, তোমার মুখশ্রী কেন মলিন হইল! কেনই বা সেইরূপ মধুর হাস্য আর দেখিতে পাই না!

রাম জানকীর এইরূপ করুণ বিলাপ কর্ণগোচর করিয়া কহিলেন, জানকি! পূজ্যপাদ পিতা আমাকে অরণ্যে নির্ব্বা-সিত করিতেছেন। আজ যে সূত্রে আমার ভাগ্যে এই ঘটনা উপস্থিত হইল, কহিতেছি শ্রবণ কর।

সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতা পূর্ব্বে দেবী কৈকেয়ীকে দুইটী বরদান অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। আজ তিনি আমায় রাজ্যে নিয়োগ করিবার বাসনায় সকল আয়োজন করিলে কৈকেয়ী তাঁহাকে বরসংক্রান্ত পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দেন। মহারাজ ধর্ম্মত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সুতরাং তদ্বিষয়ে আর দ্বিরুক্তি করিতে পারেন নাই। এক্ষণে সেই বরপ্রভাবে আমার চতুর্দ্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্যবাস আদেশ হইয়াছে। যৌবরাজ্য ভরতেরই হইল। প্রিয়ে! আমি এক্ষণে বিজন বনে গমন করিব, এই কারণেই তোমায় একবার দেখিতে আইলাম। সাবধান, তুমি ভরতের নিকট কদাচ আমার প্রশংসা করিও না। যাহারা বিভবশালী হয়, অন্যের গুণানুবাদ তাহারা কখনই সহ্য করিতে পারে না। তুমি যদি সর্ব্বাংশে অনুকূল হইতে পার, তবেই ভরতের নিকট তিষ্ঠিতে পারিবে। মহারাজ তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিলেন, এক্ষণে তিনিই রাজা, সুতরাং তাঁহাকে প্রসন্ন রাখা তোমার কর্ত্তব্য। জানকি! আমি পিতার অঙ্গীকার রক্ষার্থ এখন বনে চলিলাম, কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। আমি অরণ্যবাস আশ্রয় করিলে তুমি ব্রত উপবাস লইয়া থাকিবে। প্রতিদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিধানানুসারে দেবপূজা করিয়া আমার সর্ব্বাধিপতি পিতার পাদবন্দন করিবে। আমার জননী অতি দুঃখিনী, বিশেষত তাঁহার শেষ দশা উপস্থিত, তুমি কেবল ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া তাঁহাকে সেবা ভক্তি করিবে।

আমার মাতৃগণের মধ্যে সকলেই আমাকে এক রূপে স্নেহ ও ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান করিয়া থাকেন, তুমি প্রতিদিন তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবে। প্রাণাধিক ভরত ও শত্রুঘ্নকে ভ্রাতা ও পুত্রের ন্যায় দেখিবে। ভরত এই দেশ ও বংশের অধীশ্বর হইলেন, দেখিও তুমি কখনই তাঁহার অপকার করিও না। সৌজন্য ও যত্নে মনোরঞ্জন করিতে পারিলে মহীপালগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন, বৈপরীত্য ঘটিলে কুপিত হন। তাঁহারা আপনার ঔরসজাত পুত্রকে অহিতকারী দেখিলে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু সুযোগ্য হইলে এক জন নিঃসম্বন্ধ লোককেও আদর করিয়া থাকেন। জানকি! আমি এই কারণেই কহিতেছি, তুমি রাজা ভরতের মতে থাকিয়া এই স্থানে বাস কর। আমি অরণ্যে চলিলাম, আমার অনুরোধ এই, আমি তোমায় যে সকল কথা কহিলাম, তাহার একটিও যেন বিফল না হয়।

তখন প্রিয়বাদিনী জানকী প্রণয়কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! তুমি কি জঘন্য ভাবিয়া আমায় ঐরূপ কহিতেছ? তোমার কথা শুনিয়া যে, আর হাস্য সংবরণ করিতে পারি না। তুমি যাহা কহিলে, ইহা এক জন শাস্ত্রজ্ঞ মহাবীর রাজকুমারের নিতান্ত অযোগ্য, একান্তই অপযশের, বলিতে কি, এ কথা শ্রবণ করাই অসঙ্গত বোধ হইতেছে। নাথ! পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র ও পুত্রবধূ ইহারা আপন আপন কর্ম্মের ফল আপনারাই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু একমাত্র

ভার্য্যাই স্বামীর ভাগ্য ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং যখন তোমার দণ্ডকারণ্যবাস আদেশ হইয়াছে, তখন ফলে আমারও ঘটিতেছে। দেখ, অন্যান্য স্বসম্পর্কীয়ের কথা দূরে থাক, স্ত্রীলোক, আপনিও আপনাকে উদ্ধার করিতে পারে না, ইহলোক বা পরলোকে কেবল পতিই তাহার গতি। প্রাসাদ শিখর, স্বর্গের বিমান ও আকাশগতি হইতেও বঞ্চিত হইয়া স্বামীর চরণছায়ায় আশ্রয় লইবে। পিতা মাতাও উপদেশ দিয়াছেন যে, সম্পদে বিপদে স্বামীর সহগামিনী হইবে। অতএব নাথ! তুমি যদি অদ্যই গহন বনে গমন কর, আমি পদতলে পথের কুশকণ্টক দলন করিয়া তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব। অনুরোধ রহিল না বলিয়া ক্রোধ করিও না। পথিকেরা যেমন পানাবশেষ জল লইয়া যায়, তদ্রূপ তুমি অশঙ্কিত মনে আমায় সঙ্গী করিয়া লও। আমি তোমার নিকট কখন এমন কোন অপরাধই করি নাই, যে আমায় রাখিয়া যাইবে। আমি ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য চাহি না, তোমার সহবাসই বাঞ্ছনীয়। তোমায় ছাড়িয়া স্বর্গের সুখও আমার স্পৃহনীয় নহে। এক্ষণে এই উপস্থিত বিষয়ে আমি যাহা করিব, তাহাতে আমায় কোন কথাই কহিও না।

জীবিতনাথ! আমার একান্ত অভিলাষ যে, যে স্থানে মৃগ ও ব্যাঘ্র সকল বাস করিতেছে পুষ্পের মধুগন্ধ চারিদিক আমোদিত করিতেছে, সেই নিবিড় নির্জ্জন অরণ্যে তাপসী হইয়া নিয়ত তোমার চরণ সেবা করি। যে জলাশয়ে কমল-

দল প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, হংস ও কারণ্ডব সকল কলরব করিতেছে, প্রতিদিন নিয়ম পূর্ব্বক তথায় অবগাহন করি। সেই বানরসঙ্কুল বারণবহুল প্রদেশে পিতৃগৃহের ন্যায় অক্লেশে তোমার চরণযুগল গ্রহণ পূর্ব্বক তোমারই আজ্ঞানুবর্ত্তিনা হইয়া থাকি এবং তোমার সহিত নির্ভয়ে শৈল সরোবর ও পল্বল সকল দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই। জানি, তুমি আমাকে বনেও সুখে প্রতিপালন করিতে পারিবে। আমার কথা দূরে থাকুক, অসংখ্য লোকের ভার লইলেও তোমার কোন আশঙ্কা হইবে না। এই কারণে কহিতেছি, আজ কিছুতেই তোমার সঙ্গ ছাড়িব না। তুমি কোন মতেই আমাকে পরাঙ্মুখ করিতে পারিবে না। ক্ষুধা পাইলে বনের ফলমূল আছে, আমি উৎকৃষ্ট অন্ন পানের নিমিত্ত তোমার কোন কষ্টই দিব না। তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব এবং তোমার আহারান্তে আহার করিব। এইরূপে বহুকাল অতিক্রান্ত হইলেও দুঃখ কিছুই জানিতে পারিব না।

নাথ! আমি একান্তই ত্বৎসংক্রান্তমনা ও অনন্যপরায়ণা হইয়া আছি। যদি আমায় ত্যাগ করিয়া যাও, এ প্রাণ আর কিছুতেই রাখিব না। এখন আমার অনুরোধ রক্ষা কর, আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া চল, দেখ আমারে লইলে তোমার কিছুই ভার বোধ হইবে না।

অনন্তর ধর্ম্মবৎসল রাম মনে মনে বনবাসের দুঃখ সকল আলোচনা করিয়া সীতাকে সমভিব্যাহারে লইতে অভিলাষী

হইলেন না এবং তাঁহাকে এই বিষয়ে বিরত করিবার আশয়ে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, জানকি! তুমি অতি মহৎ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠাও আছে; এক্ষণে আমার প্রতীক্ষায় এই স্থানে থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ কর, তাহা হইলেই আমি সুখী হই। যাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে, আমি সেই বিবেচনা করিয়াই কহিতেছি, তুমি বনগমনের বাসনা এককালেই পরিত্যাগ কর। প্রিয়ে! অরণ্যে বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। তথায় গিরি-কন্দর-বিহারী সিংহ নিরন্তর গর্জ্জন করিতেছে, উহা নির্ঝরজলের পতনশব্দে মিশ্রিত হইয়া কর্ণকুহর বধির করিয়া তুলে। দুর্দ্দান্ত হিংস্র জন্তু সকল উন্মত্ত হইয়া নির্ভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে, তাহারা সেই জনশূন্য প্রদেশে আমাদিগকে দেখিলেই বিনাশ করিতে আসিবে। নদী সকল নক্রকুম্ভীরসংকুল, নিতান্ত পঙ্কিল, উন্মত্ত মাতঙ্গেরাও সহজে পার হইতে পারে না। গমনপথে অনবরত কুক্কুট-রব শ্রুতিগোচর হয় এবং উহা কণ্টকাকীর্ণ ও লতাজালে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, পানীয় জলও সর্ব্বত্র সুলভ নহে। সমস্ত দিন পর্য্যটনের পর রাত্রিতে বৃক্ষের গলিত পত্রে শয্যা প্রস্তুত করিয়া ক্লান্তদেহে শয়ন এবং মিতাহারী হইয়া ভোজনকালে স্বয়ংপতিত ফলে ক্ষুধা শান্তি করিতে হয়। শক্তি অনুসারে উপবাস, জটাভার বহন, বল্কল ধারণ একং প্রতিদিন দেবতা পিতৃ ও অতিথি-গণকে বিধি পূর্ব্বক অর্চ্চনা করা আবশ্যক। যাঁহারা দিবা-

ভাগে নিয়মাবলম্বন করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে প্রতিদিন ত্রিকালীন স্নান এবং স্বহস্তে কুসুম চয়ন করিয়া বানপ্রস্থ-দিগের প্রণালী অনুসারে বেদিতে উপহার প্রদান করাও কর্ত্তব্য। তথায় বায়ু সততই প্রবলবেগে বহিতেছে; কুশ ও কাশ আন্দোলিত এবং কণ্টক বৃক্ষের শাখা সকল কম্পিত হইতেছে। রজনীতে ঘোরতর অন্ধকার ক্ষুধার, উদ্রেক সর্ব্বক্ষণ হয়, আশঙ্কাও বিস্তর। তন্মধ্যে বিবিধাকার বহু-সংখ্য সরীসৃপ আছে, তাহারা পথে সদর্পে ভ্রমণ করিতেছে। স্রোতের ন্যায় বক্রগতি নদী গর্ভস্থ উরগেরা গমনপথ অব-রোধ করিয়া রহিয়াছে। বৃশ্চিক কীট এবং পতঙ্গ ও দংশ মশকের যন্ত্রণা সর্ব্বদাই ভোগ করিতে হয়, কায়ক্লেশও বিস্তর, এই কারণেই কহিতেছি অরণ্য সুখের নহে। তথায় ক্রোধ লোভ পরিত্যাগ ও তপস্যায় মনোনিবেশ করিতে হইবে, এবং ভয়ের কারণ সত্বেও নির্ভয় হইতে হইবে, এই কারণেই কহিতেছি অরণ্য সুখের নহে। নিবারণ করি, তুমি তথায় যাইও না। বনবাস তোমায় সাজিবে না। জানকি! আমি এখন হইতেই দেখিতেছি তথায় বিপদেরই আশঙ্কা অধিক।

অনন্তর সীতা রামের নিবারণ না শুনিয়া দুঃখিতমনে সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন নাথ! তোমার স্নেহ যখন আমায় অগ্রসর করিয়া দিতেছে তখন এই মাত্র বনবাসের যে সকল দোষের উল্লেখ করিলে ঐ গুলি আমার পক্ষে গুণেরই,

হইবে। দেখ, তোমায় সকলেই ভয় করে; বন মধ্যে সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী শরভ * চমর গবয় প্রভৃতি যে সকল বন্য জন্তু আছে তাহারা তোমাকে দেখে নাই, দেখিলেই পলায়ন করিবে। আমি এক্ষণে গুরুজনের অনুমতি লইয়া তোমার সঙ্গে যাইব। তোমার বিরহ সহ্য হইবে না; নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিব। নাথ! তোমার সন্নিহিত থাকিলে সুররাজ ইন্দ্রও আমায় পরাভব করিতে পারিবেন না। তুমি অরণ্যে যে সকল দুঃখের কথা কহিলে, তাহা সত্য; কিন্তু স্ত্রীলোক স্বামি-বিরহে কিছুতেই জীবিত থাকিতে পারে না। উপদেশকালে তুমিই আমাকে এইরূপ কহিয়াছ, সুতরাং তোমার সহিত গমন করা সর্ব্বতোভাবে আমার শ্রেয় হই-তেছে। আরও পূর্ব্বে পিত্রালয়ে দৈবজ্ঞদিগের মুখে শুনি-য়াছি যে, আমার অদৃষ্টে নিশ্চয় বনবাস আছে, তদবধি বন-বাস বিষয়ে আমারও বিশেষ আগ্রহ রহিয়াছে। দৈবজ্ঞেরা যাহা সূচনা করিয়াছেন, তাহা অবশ্য ফলিবে; সময়ও উপ-স্থিত, এক্ষণে আমি কোনমতেই ক্ষান্ত হইব না। তুমি বন-গমনে অনুমোদন কর, ব্রাহ্মণগণের বাক্যও যথার্থ হউক। নাথ! যে পুরুষ জিতেন্দ্রিয় নহে, স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে তাহা-কেই অরণ্যবাসের ক্লেশ পরম্পরা সহিতে হয়, কিন্তু তুমি নির্লোভ, সুতরাং তোমার কোন আশঙ্কাই নাই। শুনি-য়াছি, আমি যখন বালিকা ছিলাম, সেই সময় এক সাধুশীল

* অষ্টপদ মৃগ।

তাপসী আসিয়া মাতার নিকট আমার এই বনগমনের কথা কহিয়াছিলেন। তিনি তপোবলে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কি অলীক? তোমার সহিত বনবাসে আমার অত্যন্তই অভিলাষ, আমি পূর্ব্বে এমন অনেক দিন অনুনয় করিয়া তোমার নিকট ইহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তুমিও সম্মত হও, এই কারণেই এক্ষণে তথায় তোমার পরিচর্য্যা করা আমার একান্ত প্রীতিকর হইতেছে। নাথ! স্বামী স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, সুতরাং প্রীতিভাবে তোমার অনুগমন করিলে আমি নিষ্পাপ হইব। ইহলোকের কথা কি, লোকান্তরেও তোমার সমাগম আমার সুখের কারণ হইয়া উঠিবে। যে স্ত্রী দানধর্ম্মানুসারে যাহার হস্তে জলপ্রোক্ষণ পূর্ব্বক প্রদত্ত হইয়াছে, পরলোকে সে তাহারই হইবে, আমি যশস্বী ব্রাহ্মণগণের মুখে এই পবিত্র শ্রুতি শ্রবণ করিয়াছি। অতএব তুমি কি কারণে সুশীলা পতিব্রতা স্বীয় দয়িতাকে সঙ্গে লইতে অভিলাষ করিতেছ না। আমি তোমার সুখে সুখী ও তোমারই দুঃখে দুঃখী, আমি তোমার একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত অনুরক্ত, দীনভাবে কহিতেছি আমারে সমভিব্যাহারে লইয়া চল। যদি তুমি এই দুঃখিনীকে না লইয়া যাও, তাহা হইলে নিশ্চয় বিষপান না হয় অগ্নি বা সলিলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

জানকী বনগমনের নিমিত্ত এইরূপ বহুপ্রকার কহিলেও রাম কোনমতেই সম্মত হইলেন না। তখন সীতা প্রিয়-

ত্তমকে একান্ত অসম্মত দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। নয়নজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া গেল। তৎকালে রামও তাঁহাকে বনবাস রূপ অধ্যবসায় হইতে বিরত করিবার নিমিত্ত সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর উৎকণ্ঠিতা সীতা প্রীতিভরে অভিমান সহকারে মহাবীর রামকে উপহাস পূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! আমার পিতা যদি তোমাকে আকারে পুরুষ ও স্বভাবে স্ত্রীলোক বলিয়া জানিতেন, তাহা হইলে তোমার হস্তে কখনই আমায় সম্প্রদান করিতেন না। লোকে কহিয়া থাকে যে রামের যেরূপ তেজ প্রখর সূর্য্যেরও সে প্রকার নাই, এই কথা এক্ষণে বৃথা প্রলাপ মাত্র হইয়া উঠিবে। তুমি কি কারণে বিষণ্ণ হইয়াছ, কিসেরই বা এত আশঙ্কা যে অনন্যপরায়ণা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত হইতেছ? তুমি আমাকে দ্যুমৎসেনতনয় সত্যবানের সহধর্ম্মিণী সাবিত্রীর ন্যায় তোমারই বশবর্ত্তিনী জানিও। আমি কুল-কলঙ্কিনীর ন্যায় তোমা ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখনও মনেও দর্শন করি নাই। এই কারণে কহিতেছি, আমি তোমার সমভিব্যাহারে গমন করিব। তুমি আমাকে অনন্যপূর্ব্বা জানিয়াই আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছ, বহুদিন হইল, আমি তোমার আলয়ে অবস্থান করিতেছি, এক্ষণে জায়াজীবের ন্যায় আমাকে কি অন্য পুরুষের হস্তে সমর্পণ করা তোমার শ্রেয় হইতেছে?

নাথ! সতত যাহার হিতাভিলাষ করিতেছ, যাহার

নিমিত্ত রাজ্য লাভে বঞ্চিত হইলে তুমিই সেই ভরতের বশ-বর্ত্তী হইয়া থাক, আমাকে তদ্বিষয়ে কিছুতেই সম্মত করিতে পারিবে না। ভূয়োভূয়ঃ কহিতেছি, আমি তোমার সমভি-ব্যাহারে গমন করিব। তোমার সহিত তপস্যা হউক, অরণ্য বা স্বর্গই হউক, কোনটিতে সঙ্কুচিত নহি। আমি যখন তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব, তখন পথ বিহার-শয্যার ন্যায় বোধ হইবে, তাহাতে কোন রূপ ক্লান্তি অনুভব করিব না। কুশ কাশ শর ও ইষীকা প্রভৃতি যে সকল কণ্টক বৃক্ষ আছে, আমি তাহা তূল ও মৃগচর্ম্মের ন্যায় সুখস্পর্শ বোধ করিব। প্রবল বায়ুবেগে যে ধূলিজাল উড্ডীন হইয়া আমায় আচ্ছন্ন করিবে, তাহা অত্যুত্তম চন্দনের ন্যায় জ্ঞান করিব। আমি যখন বনমধ্যে তৃণশ্যামল ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিব, পর্য্যঙ্কের চিত্র কম্বল কি তদপেক্ষা অধিকতর সুখের হইবে? ফল মূল পত্র অল্প বা অধিক হউক তুমি স্বয়ং যাহা আহরণ করিয়া দিবে, আমি অমৃতের ন্যায় তাহা মধুর বিবে-চনা করিব। বসন্তাদি ঋতুর ফল পুষ্প ভোগ করিয়া সুখী হইব। পিতা মাতার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইব না, গৃহের কথাও মনে আনিব না। এই সমস্ত ত্যাগ করিয়া দূরান্তরে থাকিব বলিয়া তোমায় কিছুমাত্র দুঃখ দিব না। এই কারণেই কহিতেছি, তুমি আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া চল। তোমার সহবাস স্বর্গ, বিচ্ছেদই নরক, এইটি তোমার হৃদয়-ঙ্গম হউক। অধিক কি, আমি বনবাসে কিছুই দোষ দেখি-

তেছি না, যদি তুমি আমায় না লইয়া যাও, আমি বিষপান করিব, কোনমতেই বিপক্ষ ভরতের বশবর্ত্তিনী হইয়া এই স্থানে থাকিব না। নাথ! তুমি বনে গমন করিলে তোমার বিরহে জীবন ধারণ করা আমার সুকঠিন হইবে। চতুর্দ্দশ বৎসরের কথা দূরে থাকুক, আমি মুহূর্ত্তেকের নিমিত্তও তোমার শোক সংবরণ করিতে পারিব না।

জনকনন্দিনী রামের প্রতিষেধ বাক্যে বিষাক্ত-বাণ-বিদ্ধ করিণীর ন্যায় একান্ত আহত হইয়াছিলেন। তিনি সন্তপ্ত মনে করুণ বচনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া প্রিয়তমকে গাঢ়তর আলিঙ্গন পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। অরণি কাষ্ঠ যেমন অগ্নি উদ্গার করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহার নেত্র হইতে বহুকাল-সঞ্চিত অশ্রু উদ্গত হইল। কমলদল হইতে যেমন নীরবিন্দু নিঃসৃত হয়, তদ্রূপ ঐ সময় তাঁহার নেত্র হইতে স্ফটিক ধবল জলধারা দরদরিত ধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং প্রবল শোকানলে সেই বিশাললোচনার পূর্ণ-চন্দ্র-সুন্দর মুখমণ্ডল বৃন্তচ্ছিন্ন পঙ্কজের ন্যায় একান্ত ম্লান হইয়া গেল।

তখন রাম জানকীকে দুঃখ শোকে বিচেতনপ্রায় দেখিয়া কণ্ঠালিঙ্গন ও আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! তোমায় যন্ত্রণা দিয়া আমি স্বর্গও প্রার্থনা করি না। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার ন্যায় আমার কুত্রাপি ভয়-সম্ভাবনা নাই। তোমার প্রকৃত অভিপ্রায় কি আমি তাহা জানিতাম না, তোমাকে

রক্ষা করিতে আমার সামর্থ্য থাকিলেও কেবল এই কারণে আমি এতক্ষণ সম্মত হই নাই। এক্ষণে বুঝিলাম, তুমি আমার সহিত বনগমনে সম্যক প্রস্তুত হইয়াছ, সুতরাং আত্মজ্ঞ যেমন দয়া ত্যাগ করিতে পারেন না, সেইরূপ আমি ও তোমায় ত্যাগ করিয়া যাইতে পারি না। পূর্ব্বে সদাচারপরায়ণ রাজর্ষিগণ সস্ত্রীক হইয়া এই বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমি তাহাই করিব। তুমি সূর্য্যানুসারিণী সুবর্চ্চলার ন্যায় আমার অনুগমন কর। পিতা সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া যখন আমায় আদেশ করিতেছেন, তখন আমি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। জানকি! পিতা মাতার বশ্যতা স্বীকার করাই পুত্রের পরম ধর্ম্ম। আমি তাহা লঙ্ঘন করিয়া জীবন ধারণ করিতে চাহি না। দৈব অপ্রত্যক্ষ, ধ্যান ধারণাদি সাধন দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিতে হয়, কিন্তু পিতা প্রত্যক্ষ দেবতা, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া দৈবের শরণাপন্ন হওয়া শ্রেয়স্কর নহে, এই কারণে পিতৃ আজ্ঞায় উপেক্ষা ও দৈবেরমুখাপেক্ষা করিয়া এই স্থানে বাস করা উচিত বোধ করি না। পিতার উপাসনা করিলে ত্রিলোকের উপাসনা করা হয় এবং ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনই উপলব্ধ হইয়া থাকে। এই জীবলোকে ইহা অপেক্ষা পবিত্র বিষয় আর কিছুই নাই। এই কারণেই আমি পিতার আদেশ পালনে যত্নবান্ হইয়াছি। দেখ, পিতৃসেবার ন্যায় সত্য দান মান ও ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞও পরলোকে হিতকর হয়

না। পিতার চিত্তবৃত্তি অনুবৃত্তি করিলে স্বর্গ ধন ধান্য বিদ্যা পুত্র ও সুখ সুলভ হইয়া থাকে। যে সমস্ত মহাত্মা মাতা পিতার শরণাগত হন, তাঁহাদিগের দেবলোক গন্ধর্ব্বলোক গোলোক ব্রহ্মলোক ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়। সুতরাং সত্যপরায়ণ পিতা যেরূপ আদেশ করিতেছেন, আমি তাহাই করিব, ইহাই আমার যথার্থ ধর্ম্ম। জানকি! তোমার দণ্ডকারণ্য গমনে আমার অভিলাষ ছিল না, কিন্তু তুমি যখন তদ্বিষয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছ তখন অবশ্যই সঙ্গে লইব। এক্ষণে আমি কহিতেছি, যাহা আমার ধর্ম্ম, তুমিও তৎসাধনে প্রবৃত্ত হও। প্রিয়ে! তুমি যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছ, তাহা সর্ব্বাংশে উত্তম এবং আমাদের বংশেরও অনুরূপ হইয়াছে। এক্ষণে বনগমনের উপযুক্ত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। ব্রাহ্মণগণকে রত্ন এবং ভক্ষণার্থী ভিক্ষুকদিগকে ভোজ্য প্রদান কর। মহামূল্য অলঙ্কার উৎকৃষ্ট বস্ত্র ক্রীড়াসাধন রমণীয় উপকরণ শয্যা যান এবং আমার ও তোমার অন্যান্য যা কিছু আছে, বিপ্রগণকে দান করিয়া অবশিষ্ট সমুদায়ই ভৃত্যবর্গকে বিতরণ কর। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, এখনই প্রস্তুত হও।

তখন জানকী বনগমনে রামের সম্মতি পাইয়া অবিলম্বে হৃষ্টমনে সমস্ত দান করিতে লাগিলেন।

বনগমন কালে রামের প্রতি কৌশল্যার আশীর্ব্বচন।

অনন্তর কৌশল্যা শোক সংবরণ পূর্ব্বক পবিত্র সলিলে আচমন করিয়া রামের নিমিত্ত নানা প্রকার মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে কিছুতেই নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিলাম না। এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর, কিন্তু শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিও। তুমি প্রীতিভরে নিয়ম সহকারে যে ধর্ম্ম প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, সেই ধর্ম্ম তোমায় রক্ষা করুন। তুমি দেবালয়ে যে সমস্ত দেবতাকে প্রতিনিয়ত প্রণাম করিয়া থাক, বনমধ্যে তাঁহারা তোমায় রক্ষা করুন। ধীমান বিশ্বামিত্র তোমাকে যে সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাও তোমায় রক্ষা করুন। বৎস! পিতৃসেবা মাতৃসেবা ও সত্যপালনের প্রভাবে রক্ষিত হইয়া চিরজীবী হও। সমিধ, কুশ, পবিত্র বেদি আয়তন, স্থণ্ডিল, পর্ব্বত, বৃক্ষ, হ্রদ, পতঙ্গ, পন্নগ, ও সিংহ সকল তোমায় রক্ষা করুন। সাধ্য, বিশ্বদেব, মরুত, ইন্দ্রাদি লোকপাল, বসন্তাদি ছয় ঋতু, মাস, সংবৎসর, দিন রাত্রি, মুহূর্ত্ত, কলা, এবং বিরাট, বিধাতা, পুষা, ভগ, অর্য্যমা, শ্রুতি, স্মৃতি ও ধর্ম্ম তোমায় রক্ষা করুন। ভগবান স্কন্দ, সোম, বৃহস্পতি, সপ্তর্ষি, নারদ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ তোমায়

রক্ষা করুন। প্রসিদ্ধ অধিপতির সহিত দিক সমুদায় আমার স্তুতিবাদে প্রসন্ন হইয়া বনমধ্যে প্রতিনিয়ত তোমায় রক্ষা করুন। তুমি যখন মুনিবেশে বনমধ্যে পর্য্যটন করিবে, তখন কুলপর্ব্বত, বরুণদেব, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, স্থির ও অস্থির বায়ু, সমস্ত নক্ষত্র, অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত গ্রহ সমুদয় এবং উভয় সন্ধ্যা তোমায় রক্ষা করিবেন। দেবতা ও দৈত্যেরা তোমাকে নিরন্তর সুখে রাখিবেন। ক্রূরকর্ম্ম-পর ভীষণ রাক্ষস পিশাচ ও মাংসভোজী অন্যান্য হিংস্র জন্তু হইতে যেন তোমার কোন রূপ ভয়সঞ্চার না হয়। বানর বৃশ্চিক দংশ মশক সরীসৃপ ও কীট সকল বনমধ্যে তোমার যেন কোনরূপ অনিষ্টাচরণ না করে। হস্তী ব্যাঘ্র বিশাল-দশন ভল্লুক শৃঙ্গসম্পন্ন করালদর্শন মহিষ এবং অন্যান্য মাংস-ভোজী ভয়ঙ্কর জন্তু সকলকে আমি এই স্থান হইতে পূজা করিব, তাহারা যেন তোমায় প্রাণে বিনাশ না করে। তোমার পরাক্রম সিদ্ধ হউক, পথের বিঘ্ন দূর হউক। তুমি প্রচুর পরিমাণে ফলমূল প্রাপ্ত হইয়া নিরাপদে প্রস্থান কর। আকাশচর ও পার্থিব প্রাণী এবং যে সমস্ত দেবতা তোমার প্রতিকূল হইতে পারেন তাঁহারা তোমার মঙ্গল বিধান করুন। শুক্র, সোম, সূর্য্য, কুবের, যম, অগ্নি, বায়ু, ধূম, এবং ঋষি-মুখোচ্চারিত মন্ত্র সকল স্নানকালে তোমায় রক্ষা করুন। সর্ব্বলোকপ্রভু ভূতভাবন ভগবান স্বয়ম্ভু এবং অন্যান্য দেব-তারা তোমায় রক্ষা করুন।

বিশাললোচনা কৌশল্যা রামকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া মাল্য গন্ধ ও স্তুতিবাদ দ্বারা দেবগণকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। পরে বহ্নিস্থাপন পূর্ব্বক রামের শুভোদ্দেশে বিপ্রগণ দ্বারা হোম করাইবার সংকল্প করিলেন এবং এই কার্য্য সমাধা হইবার জন্য ঘৃত শ্বেত মাল্য সমিধ ও সর্ষপ আনাইয়া দিলেন। তখন উপাধ্যায় শান্তি ও আরোগ্য উদ্দেশ করিয়া বিধানানুসারে প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন এবং হুতাবশেষ দ্বারা লোকপালাদি বলি সমাধান ও ব্রাহ্মণগণকে মধুপর্ক প্রদান করিয়া রামের বন বাসোদ্দেশে স্বস্তিবাচন করাইলেন।

অনন্তর যশস্বিনী কৌশল্যা উপাধ্যায়কে ইচ্ছানুরূপ দক্ষিণা দান করিয়া রামকে কহিলেন, বৎস! বৃত্রাসুর বিনাশ কালে সর্ব্বদেব-পূজিত দেবরাজ ইন্দ্রের যে শুভ লাভ হইয়াছিল, তোমার তাহাই হউক। পূর্ব্বে বিনতা অমৃতপ্রার্থী বিহগরাজ গরুড়ের যে শুভ কামনা করিয়াছিলেন, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। অমৃতোদ্ধার সময়ে বজ্রধর ইন্দ্র দৈত্যদলনে প্রবৃত্ত হইলে দেবী অদিতি তাঁহার নিমিত্ত যে শুভ অনুধ্যান করিয়াছিলেন, তুমি তাহাই লাভ কর। অতুলবল বামন স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আক্রমণ করিবার কালে যে শুভ লাভ করিয়াছিলেন, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। মহাসাগর দ্বীপ ত্রিলোক বেদ ও দিক সমুদায় তোমার মঙ্গল করুন। এই বলিয়া দেবী কৌশল্যা রামের মস্তকে

অক্ষত প্রদান, সর্ব্বাঙ্গে গন্ধ লেপন এবং মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পরীক্ষিত ওষধি ও শুভ বিশল্যকরণী হস্তে বন্ধন করিয়া দিলেন।

পরে তিনি বারংবার রামকে আলিঙ্গন এবং তাঁহার মস্তক আনমন ও আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে, মনের সহিত নহে, বাঙ্মাত্রে দুঃখিতা হুই-য়াও যেন হৃষ্টার ন্যায় কহিলেন, বৎস! এক্ষণে তোমার যথায় ইচ্ছা প্রস্থান কর। তুমি নীরোগে অভীষ্ট সাধন পূর্ব্বক অযোধ্যায় আসিয়া রাজা হইবে, আমি পরম সুখে তাহাই দেখিব। তুমি আমার নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিয়া বধূ জানকীর বাসনা পূর্ণ করিবে আমি তাহাই দেখিব। আমি রুদ্রাদি দেবগণ ভূতগণ ও উরগগণকে অর্চ্চনা করি-য়াছি তুমি এক্ষণে বহুদিনের নিমিত্ত বনবাসী হইতেছ, ইহাঁরা তোমার শুভসাধন করুন। এই বলিয়া কৌশল্যা স্বস্ত্যয়ন সমাপন পূর্ব্বক জলধারাকুল লোচনে রামকে প্রদ-ক্ষিণ করিলেন এবং তাঁহাকে বারংবার আলিঙ্গন করিয়া একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

বনগমন সম্বন্ধে দশরথের প্রতি রামের উক্তি।

আমি এই ধনধান্যপূর্ণ লোকসঙ্কুল রাজ্যবহুল বসুমতীকে ত্যাগ করিতেছি, আপনি ভরতকেই ইহা প্রদান করুন। অদ্য বনবাসের যে সংকল্প করিয়াছি, তাহা কিছুতেই বিচলিত হইবে না। অতঃপর আপনি সুরাসুর সংগ্রামকালে দেবী কৈকেয়ীর নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিয়া সত্যবাদী হউন। আর আমি আপনার আজ্ঞাপালনার্থ চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে থাকিয়া, তাপসগণের সহিত কালযাপন করি। পিতঃ! আপনি আমার বাক্যে কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না, স্বচ্ছন্দে ভরতকে রাজ্য দান করুন। আমি নিজের বা আত্মীয় স্বজনের সুখাভিলাষে রাজ্যলাভে লোলুপ নহি। আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, তাহা সাধন করাই আমার উদ্দেশ্য। এক্ষণে আপনার দুঃখ দূর হউক, আর রোদন করিবেন না। সুগভীর সমুদ্র কখনই নিজের সীমা অতিক্রম করে না। পিতঃ! আমি এই সমস্ত ভোগ্য বস্তু, স্বর্গ ও জীবনকেও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করি। আমি আপনার সমক্ষে সত্য ও সুকৃতির উল্লেখ পূর্ব্বক শপথ করিতেছি, আপনার কথার যে অন্যথা হয় ইহা আমার ইচ্ছা নহে। এই জন্য এক্ষণে আমি এই পুর-

মধ্যে ক্ষণকালও আর থাকিতে পারিতেছি না। দেবী কৈকেয়ী আমার আরণ্যবাস প্রার্থনা করিবামাত্র আমি কহিয়াছিলাম 'চলিলাম।' এখন সেই সত্য পালন করা আমার আবশ্যক, ইহার অন্যথা কোনমতেই হইবে না। এক্ষণে আপনি আমার বিয়োগশোক সংবরণ করুন, আর উৎকণ্ঠিত হইবেন না। যথায় হরিণেরা প্রশান্ত ভাবে সঞ্চরণ এবং বিহঙ্গেরা কলকণ্ঠে কূজন করিতেছে, আমরা সেই কানন মধ্যে পরম সুখে পর্য্যটন করিব। শাস্ত্রে কহে যে, পিতা দেবগণেরও দেবতা; সেই দেবতা বলিয়াই আমি পিতৃবাক্য পালনে তৎপর হইতেছি। পিতঃ! চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলেই আবার প্রত্যাগমন করিব, তবে কেন আপনি অকারণ সন্তপ্ত হইতেছেন? দেখুন, আমার নিমিত্ত সকলেই ক্রন্দন করিতেছেন। ইহাদিগকে শান্ত করিয়া রাখা আপনার উচিত, কিন্তু আপনি নিজেই যদি অধীর হন তবে ইহা আর কিরূপে হইবে? মহারাজ! আমি এক্ষণে সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিতেছি, আপনি ইহা ভরতকে প্রদান করুন। ভরত নিরাপদ প্রদেশে অবস্থান করিয়া এই শৈল-কাননশোভিত গ্রামনগরপূর্ণ পৃথিবীকে শাসন করুন। আপনি কৈকেয়ীর নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা সফল হউক। উদার রাজভোগে আমার অভিলাষ নাই, প্রীতিকর কোন পদার্থেরই স্পৃহা রাখি না; আপনার শিষ্টা-নুমোদিত আদেশই আমার শিরোধার্য্য। আপনি আমার

জন্য আর পরিতাপ করিবেন না। আমি আপনাকে মিথ্যা-বাদিতা-দোষে লিপ্ত করিয়া আজ বিপুল রাজ্য অতুল ভোগও প্রিয়তমা জানকীকেও চাহি না। অধিক কি, আপনি যে আমার নিমিত্ত এত চিন্তিত হইয়াছেন, আমি আজ আপনারও মুখাপেক্ষা করিতে পারি না। পিতঃ! আপনার সঙ্কল্প সত্য হউক। আমি গহন কাননে প্রবেশ করিয়া ফলমূল ভক্ষণ এবং সরিৎ সরোবর ও শৈল দর্শন করিয়াই সুখী হইব, আপনি নির্ব্বিঘ্নে থাকুন।

রামের বনগমন।

অনন্তর রাম রাজা দশরথকে বিনয় সহকারে কহিলেন, পিতঃ! আমি ভোগসুখ ও অন্যান্য সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া যখন বনমধ্যে ফলমূল মাত্র ভক্ষণ পূর্ব্বক প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চলিলাম তখন সৈন্যসামন্ত লইয়া আর আমার কি হইবে? হস্তী দান করিয়া বন্ধন রজ্জুর মমতা করা নিরর্থক। এক্ষণে আমি সমস্তই ভরতকে দিতেছি। অতঃপর কেহ আমার অরণ্যগমনের নিমিত্ত চীরবস্ত্র, খনিত্র ও পেটক আনয়ন করিয়া দিন্।

রাম এইরূপ কহিবামাত্র কৈকেয়ী স্বয়ং গিয়া চীরবস্ত্র আনয়ন করিল এবং নির্লজ্জা হইয়া রামকে সেই সভামধ্যে

কহিল, রাম! আমি এই চীর আনয়ন করিলাম, তুমি ইহা পরিধান কর। তখন সেই পুরুষপ্রধান পরিধেয় সূক্ষ্ম বসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুনিবস্ত্র চীরগ্রহণ করিলেন। লক্ষ্মণ ও পিতার সমক্ষে তাপস-বেশ ধারণ করিলেন। অনন্তর কৌশেয়বসনা জানকী চীরগ্রহণ করিয়া বাগুরা দর্শনে হরিণীর ন্যায় অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং একান্ত বিমনায়মান হইয়া জলধারাকুল লোচনে গন্ধর্ব্বরাজপ্রতিম ভর্ত্তাকে কহিলেন, নাথ! বনবাসী ঋষিরা কিরূপে চীর বন্ধন করিয়া থাকেন? এই বলিয়া, তিনি কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া চীর বস্ত্রের এক খণ্ড কণ্ঠে ও অপর খণ্ড হস্তে লইয়া লজ্জাবনত বদনে দণ্ডায়মান রহিলেন। তদ্দর্শনে রাম সত্বর তাঁহার সন্নিহিত হইয়া স্বয়ংই কৌশেয় বস্ত্রের উপর চীর বন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। পুরনারীগণ জানকীর অঙ্গে রামকে চীর বন্ধন করিতে দেখিয়া কাতর মনে অনর্গল চক্ষের জল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, কহিলেন বৎস! জানকী তোমার ন্যায় বনবাসে নিযুক্ত হন নাই। তুমি নৃপতির অনুরোধে বনে গমন করিয়া যত দিন না আসিবে, তাবৎ সীতাকে দেখিয়া আমরা শীতল হইব। এক্ষণে তুমি সহচর লক্ষ্মণের সহিত প্রস্থান কর। সীতা তাপসীর ন্যায় বনবাস আশ্রয় করিতে পারিবেন না। তুমি ধর্ম্মপরায়ণ; তুমি স্বয়ং এই স্থানে থাকিতে সম্মত হইবে না, কিন্তু অনুরোধ করি, জানকীকে রাখিয়া যাও।

রাজকুমার রাম পুরনারীগণের এই কথায় বিরত হই-লেন না। তদ্দর্শনে কুলগুরু বশিষ্ঠ বাষ্পাকুললোচনে জানকীকে চীর ধারণে নিবারণ করিয়া কৈকেয়ীকে কহিলেন, দুষ্টে! তুমি মহারাজকে বঞ্চনা করিয়াছ। বঞ্চনা করিয়া যত দূর বাসনা ছিল, এক্ষণে তদপেক্ষাও অধিক করিতেছ। দুঃশীলে! দেবী জানকীর কখনই বনে গমন করা হইবে না। ইনিই রামের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া থাকিবেন। ভার্য্যা গৃহীদিগের অর্দ্ধাঙ্গ। সুতরাং সীতা রামের অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া রাজ্য পালন করিবেন। যদি ইনি রামের সহচারিণী হন, তাহা হইলে আমরা নগরের অন্যান্য সকলেরই সহিত যথায় রাম সেই স্থানেই যাইব। অন্তঃপুর-রক্ষকেরাও গমন করিবে। ভরত ও শত্রুঘ্ন চীরধারী হইয়া জ্যেষ্ঠ রামের অনু-সরণ করিবেন। জীবনযাত্রার উপযোগী অর্থ দাস দাসী কিছুই এই স্থলে থাকিবে না। অতঃপর এই রাজ্য নির্জ্জন, শূন্য এবং বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। তুমি প্রজাগণের অহিতকারিণী হইয়া একাকিনী ইহা শাসন কর। যথায় রাম রাজা নহেন তাহা রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না, এবং ইনি যে স্থানে অবস্থিতি করিবেন, সেই বনই রাজ্য হইবে। যখন মহারাজ অনুরুদ্ধ হইয়া এই রাজ্য দান করিতেছেন তখন ভরত ইহা কখন শাসন করি-বেন না, এবং তিনি যদি দশরথের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে তোমার প্রতি পুত্রোচিত ব্যবহার প্রদর্শনেও

পরাঙ্মুখ হইবেন। ভরত নিজের বংশাচার বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত আছেন, তুমি যদি ভূতল হইতে অন্তরীক্ষে উত্থিত হও তথাচ তাহার অন্যথাচরণ করিবেন না। সুতরাং তুমি এক্ষণে পুত্রের রাজ্য কামনা করিয়া পুত্রেরই অনিষ্ট সাধন করিলে। রামের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করে না এই জীবলোকে এমন লোকই নাই। তুমি আজই দেখিতে পাইবে, বনের পশু পক্ষীরাও রামের অনুসরণ করিতেছে, এবং বৃক্ষ সকল ইহাঁর প্রতি উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি জানকীর চীর অপনীত করিয়া ইহাঁকে উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রদান কর। মুনিবস্ত্র কোনরূপেই ইহাঁর যোগ্য বোধ হইতেছে না। দেখ, তুমি একমাত্র রামেরই বনবাস প্রার্থনা করিয়াছ, কিন্তু যিনি প্রতিনিয়ত বেশ বিন্যাস করিয়া থাকেন, সেই সীতা সুবেশে রামসহবাসে কালযাপন করিবেন, ইহাতে তোমার ক্ষতি কি? এক্ষণে এই রাজকুমারী উৎকৃষ্ট যান, পরিচারক, বস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ লইয়া গমন করুন। দেবি! বরগ্রহণ-কালে তুমি রামকেই লক্ষ্য করিয়াছিলে, কিন্তু সীতাকে তো লক্ষ্য কর নাই।

তৎকালে জানকী রামের ন্যায় মুনিবেশ ধারণে অভিলাষিণী হইয়াছিলেন, বিপ্রবর বশিষ্ঠ এইরূপ কহিলেও তিনি তদ্বিষয়ে কিছুতেই বিরত হইলেন না।

জনকনন্দিনী সনাথা হইয়াও অনাথার ন্যায় চীরধারণে প্রবৃত্ত হইলে তত্রত্য সকলেই দশরথকে ধিক্কার প্রদান

করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দশরথ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৈকেয়ীকে কহিলেন, কৈকেয়ি! জানকী সুকুমারী ও বালিকা এবং ইনি নিরবচ্ছিন্ন ভোগ সুখেই কাল হরণ করিয়া থাকেন। গুরুদেব কহিলেন, ইনি বনবাসের ক্লেশ সহিবার যোগ্য নহেন, এ কথা যথার্থই বোধ হইতেছে। এই সুশীলা রাজকুমারী কাহারও কোন অপকার করেন নাই। ইনি বনবাসিনী ভিক্ষুকীর ন্যায় চীরগ্রহণ করিয়া কিরূপে তাহা বিন্যাস করিতে হইবে তজ্জন্য বিমোহিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে ইনি ইহা পরিত্যাগ করুন, রামের ন্যায় ইহাঁকেও চীরবাস গ্রহণ করিতে হইবে, আমি কিছু পূর্ব্বে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করি নাই। এক্ষণে ইনি সকল প্রকার রত্নভার লইয়া বনে গমন করুন। আমি মুমূর্ষু হইয়াই শপথ পূর্ব্বক রামের বনবাস বিষয়ে নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি যে জানকীর তাপসী-বেশ অভিলাষ করিতেছ, ইহা তোমার অজ্ঞানতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পুষ্পোদ্গম হইলে বেণু যেমন বিনষ্ট হয় তদ্রূপ তোমার এই প্রবৃত্তিই আমার বিনাশের মূল হইবে। পাপীয়সি! স্বীকার করিলাম যে, রাম তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু বল দেখি, এই হরিণনয়না মৃদুস্বভাবা জানকী তোমার কি অপকার করিয়াছেন? রামের নির্ব্বাসনই তোমার পক্ষে যথেষ্ট হইতেছে, তাহার পর এই সমস্ত দুঃখাবহ পাতকের

অনুষ্ঠানে আর ফল কি ? রাম রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার অভিলাষে এই স্থানে আগমন করিলে তুমি ইহাঁকে জটাচীর-ধারী হইয়া বন গমনের আদেশ করিয়াছিলে, আমি তাহা-তেই সম্মত হইয়াছিলাম ; কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, তোমার অত্যন্ত দুরাশা উপস্থিত হইয়াছে, তুমি জানকীকেও চীরবাস পরিধান করাইবার বাসনা করিয়াছ। বলিতে কি, এইরূপ ব্যবহারে তোমায় অচিরাৎ নরকস্থ হইতে হইবে।

রাম রাজা দশরথের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অবনত মুখে কহিলেন, পিতঃ! এই উদারশীলা জননী কৌশল্যা আমাকে বনপ্রস্থানে উদ্যত দেখিয়াও আপনার কোনরূপ নিন্দাবাদ করিতেছেন না। ইনি কখন দুঃখ সহ্য করেন নাই, অতঃপর আমার বিয়োগ-শোকে অত্যন্তই কষ্ট পাই-বেন, এই কারণে কহিতেছি, আপনি ইহাঁকে সম্মানে রাখি-বেন। আমি যে চক্ষের অন্তরালে থাকি ইহাঁর সে ইচ্ছা নাই, এক্ষণে দেখিবেন যেন আমার শোকে ইহাঁকে প্রাণ-ত্যাগ করিতে না হয়।

মহারাজ দশরথ রামের এই কথা শ্রবণ এবং তাঁহার মুনিবেশ নিরীক্ষণ করিয়া পত্নীগণের সহিত হতজ্ঞান হইয়া রহিলেন। দুর্নিবার দুঃখ তাঁহার অন্তর দগ্ধ করিতেছিল, তৎ-কালে তিনি আর রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইলেন না ; দেখিলেও আর কথা কহিতে পারিলেন না, একান্তই বিমনা হইলেন এবং ক্ষণকাল যেন বিহ্বল হইয়া রহিলেন।

অনন্তর তিনি রামের চিন্তায় যার পর নাই আকুল হইয়া কহিলেন, হা! পূর্ব্বে আমি নিশ্চয় অনেক ধেনুকে বিবৎসা করিয়াছি, এবং অনেক জীবের প্রাণহিংসা করিয়াছি, সেই পাপেই আমার এই দুর্গতি ঘটিল। অনলের ন্যায় তেজস্বী রাম আমার সম্মুখে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তপস্বি-বেশ ধারণ করিলেন! হা! আমি স্বচক্ষেই তাহা দেখিলাম! বোধ হয় অসময়ে মৃত্যু হয় না, নতুবা কৈকেয়ী যে আমায় এত যন্ত্রণা দিতেছে, সম্ভবত ইহাতেই তাহা হইত। যে, বঞ্চনা দ্বারা আপনার স্বার্থ সাধন করিতেছে সেই এক কৈকেয়ী হইতেই এত লোক কষ্টে পড়িল।

রাজা দশরথ জলধারাকুল লোচনে কাতর মনে এইরূপ পরিতাপ করিয়া রামকে কহিলেন, রাম!

নাম গ্রহণ করিবামাত্র বাষ্পভরে আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। পরে মুহূর্ত্ত মধ্যে মনের আবেগ সংবরণ করিয়া সজল নয়নে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি বাহনোপযোগি রথ অশ্ব সমূহে যোজিত করিয়া আন এবং রামকে জনপদের বহির্ভূত করিয়া রাখিয়া আইস। এক জন সাধু মহাবীরকে পিতা মাতা নির্ব্বাসিত করিতেছেন ইহাই গুণবান্‌দিগের গুণের যথেষ্ট পরিচয় সন্দেহ নাই!

অনন্তর সুমন্ত্র ত্বরিত পদে নির্গত হইয়া রথ সুসজ্জিত ও অশ্ব যোজিত করিয়া আনিলেন। রথ আনীত হইলে দশরথ ধনাধ্যক্ষকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন দেখ, তুমি বৎসর

সংখ্যা করিয়া জানকীর নিমিত্ত শীঘ্র উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও অলঙ্কার আনয়ন কর।

রাজার আদেশ মাত্র ধনাধ্যক্ষ অবিলম্বে কোষগৃহে গমন ও বসন ভূষণ গ্রহণ পূর্ব্বক আসিয়া সীতাকে প্রদান করিল। অযোনিসম্ভবা জানকী সুশোভন অঙ্গে ঐ সমস্ত বিচিত্র আভরণ ধারণ করিলেন। প্রাতঃকালে উদিত দিবাকরের প্রভা যেমন নভোমণ্ডলকে রঞ্জিত করে সীতার কমনীয় কান্তি তৎকালে ঐ গৃহ সেইরূপ সুশোভিত করিল।

অনন্তর দেবী কৌশল্যা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া কহিলেন; বৎসে! যে নারী প্রিয়জনদিগের আদরভাজন হইয়াও বিপদে স্বামিসেবায় পরাঙ্মুখ হয়, সে ইহলোকে অসতী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এইরূপ অসতীদিগের স্বভাব এই যে উহারা স্বামীর সম্পদের সময় সুখ ভোগ করে কিন্তু বিপদ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে নানা দোষে দূষিত, অধিক কি, পরিত্যাগও করিয়া থাকে। উহারা মিথ্যা কহে, দুর্গম স্থানে গমন ও নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন করে এবং পতির প্রতি একান্ত বিরস বলিয়া অল্প কারণে বিরক্ত হইয়া উঠে। সকল স্ত্রীলোক অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত। উহারা কুলের অপেক্ষা রাখে না, বসন ভূষণে বশীভূত হয় না, কৃতঘ্ন হয়, ধর্ম্মজ্ঞান তুচ্ছ বিবেচনা করে, এবং দোষ প্রদর্শন করিলেও অস্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা গুরুজনের উপদেশ গ্রহণ এবং আপনার কুলমর্য্যাদা

পালন করেন, যাঁহারা সত্যবাদী ও শুদ্ধস্বভাব সেই সকল সতী একমাত্র পতিকেই পুণ্যসাধন জ্ঞান করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমার রাম যদিও নির্ব্বাসিত হইতেছেন, কিন্তু তুমি ইহাঁকে অনাদর করিও না। ইনি দরিদ্র বা সম্পন্ন হউন তুমি ইহাঁকে দেবতুল্য বিবেচনা করিবে।

জানকী দেবী কৌশল্যার এইরূপ ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য্যে! আপনি আমাকে যেরূপ আদেশ করিতেছেন আমি অবশ্যই তাহা পালন করিব। স্বামীর প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হয়, আমি তাহা জানি ও শুনিয়াছি। আপনি আমাকে অসতীদিগের তুল্য মনে করিবেন না। শশাঙ্ক হইতে রশ্মির ন্যায় আমি ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন নহি। যেমন তন্ত্রীশূন্য বীণা এবং চক্রশূন্য রথ নিরর্থক হয় সেইরূপ স্ত্রীলোক শত পুত্রের মাতা হইয়াও যদি ভর্ত্তৃহীন হয়, কদাচ সুখী হইতে পারে না। পিতা মাতা ও পুত্র পরিমিত বস্তুই দান করিয়া থাকেন কিন্তু জগতে স্বামী ভিন্ন অপরিমেয় পদার্থের দাতা আর কেহ নাই, সুতরাং তাঁহাকে কে না আদর করিবে? আর্য্যে! আমি কি কারণে স্বামীর অবমাননা করিব। পতিই আমার পরম দেবতা।

দেবী কৌশল্যা জানকীর এইরূপ হৃদয়হারি বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখ ও হর্ষ উভয় কারণেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ রাম সেই সর্ব্বজনপূজনীয়া জননীকে নিরীক্ষণ করিয়া মাতৃগণসমক্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে কহি-

লেন, মাতঃ! তুমি দুঃখ শোকে বিমনা হইয়া আমার পিতাকে দেখিও না। এই চতুর্দ্দশ বৎসর চক্ষের পলকেই অতিবাহিত হইবে। পরেই দেখিবে, আমি, জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত এই রাজধানী অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়াছি।

রাম অসন্দিগ্ধ বচনে জননীকে এইরূপ সান্ত্বনা করিয়া অনুক্রমে শোকার্ত্ত মাতৃগণকে দর্শন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীত বাক্যে কহিলেন, মাতৃগণ! একত্র অধিবাস নিবন্ধন ভ্রান্তি ক্রমেও যদি কখন রূঢ় ব্যবহার করিয়া থাকি, প্রার্থনা করি, ক্ষমা করিবেন।

শোকাতুরা রাজপত্নীরা সুধীর রামের এইরূপ ধর্ম্মানুকূল কথা শ্রবণ পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যে গৃহে মৃদঙ্গ ও পণব প্রভৃতি বাদ্য মেঘের ন্যায় ধ্বনিত হইত, তাহা এখন মহিলাগণের বিলাপ ও পরিতাপে আকুল হইয়া উঠিল।

অনন্তর রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দীনভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে মহারাজ দশরথের চরণে প্রণাম ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া শোকসন্তপ্তমনে জননীকে অভিবাদন করিলেন। তখন লক্ষ্মণ সর্ব্বাগ্রে কৌশল্যা পরে সুমিত্রাকে প্রণাম করিলে, সুমিত্রা তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক হিতাভিলাষে কহিলেন, বৎস! যদিও সকলের প্রতি তোমার অনুরাগ আছে, তথাচ আমি তোমাকে বনবাসের আদেশ দিতেছি। তোমার ভ্রাতা অরণ্যে চলিলেন, দেখিও তুমি সতত ইহাঁর সকল বিষয়ে

সতর্ক হইবে। রাম বিপন্ন বা সম্পন্ন হউন, ইনিই তোমার গতি। বাছা! জ্যেষ্ঠের বশবর্ত্তী হওয়াই ইহলোকের সদাচার জানিবে। বিশেষতঃ এইরূপ কার্য্য এই বংশের যোগ্য; দান যজ্ঞানুষ্ঠান ও সমরে দেহত্যাগ এই সমস্ত কার্য্য এই বংশেরই যোগ্য। এক্ষণে রামকে পিতা, জানকীকে জননী এবং গহন বনকে অযোধ্যা জ্ঞান করিও। সুমিত্রা প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, বাছা! তবে তুমি এখন স্বচ্ছন্দে বনে প্রস্থান কর।

অনন্তর সুমন্ত্র বিনীত ভাবে রামকে কহিলেন, রাজকুমার! এক্ষণে রথে আরোহণ কর। তুমি যে স্থানে বলিবে শীঘ্রই তথায় লইয়া যাইব। দেবী কৈকেয়ী অদ্য তোমাকে গমনের আদেশ দিয়াছেন, সুতরাং আজ হইতেই চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস কালের আরম্ভ করিতে হইতেছে।

তখন সীতা পুলকিত মনে সর্ব্বাগ্রে সেই সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল কনকখচিত রথে আরোহণ করিলেন। পরে রাম ও লক্ষ্মণ, পিতা বৎসর সংখ্যা করিয়া জানকীকে যে সমস্ত বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রদান করিয়াছেন সেই গুলি এবং বিবিধ অস্ত্র, বর্ম্ম, চর্ম্মপরিবৃত পেটক ও খনিত্র রথমধ্যে রাখিয়া উত্থান করিলেন। সুমন্ত্র বায়ুর ন্যায় বেগবান মনোমত অশ্বে কষাঘাত করিবামাত্র রথ ঘর্ঘর রবে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে নগরবাসীরা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিকে তুমূল আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। মাতঙ্গগণ উন্মত্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া

অনবরত গর্জ্জন করিতে লাগিল। সর্ব্বত্রই ভয়ঙ্কর কোলাহল। নগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া নীর দর্শনে উত্তাপ-তপ্ত পথিকের ন্যায় রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। বিস্তর লোক রথে লম্বমান হইয়া, অশ্রুপূর্ণ মুখে পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব হইতে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, সুমন্ত্র! তুমি অশ্বরশ্মি আকর্ষণ পূর্ব্বক মৃদু বেগে যাও, আমরা রাজকুমারের মুখকমল বহু দিন আর দেখিতে পাইব না, একবার ভাল করিয়া দেখিব। বোধ হয়, রামজননী কৌশল্যার হৃদয় লৌহময়, নতুবা এমন কার্ত্তিকেয়তুল্য তনয়কে বনে বিসর্জ্জন দিয়া কেন বিদীর্ণ হইল না। ধর্ম্মপরায়ণা জানকী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগতা হইয়া কৃতার্থা হইলেন। সূর্য্যপ্রভা যেমন সুমেরুকে পরিত্যাগ করে না, ইনিও সেইরূপ রামের সংসর্গ পরিত্যাগ করিলেন না। লক্ষ্মণ! তুমিই ধন্য, তুমি বনমধ্যে প্রিয়বাদী দেবপ্রভাব রামের পরিচর্য্যা করিবে। তুমি যে ইহাঁর অনুগমন করিতেছ, এই বুদ্ধি অতি প্রশংসনীয়, ইহাই তোমার উন্নতি এবং ইহাই স্বর্গের সোপান। এই বলিয়া সকলে রোদন করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে মহারাজ দশরথ রামকে দেখিবার আশয়ে দীন ভাবে ভার্য্যাদিগের সহিত গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। হস্তী বদ্ধ হইলে, করিণীরা যেমন আর্ত্তনাদ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সর্ব্বাগ্রে কেবল স্ত্রীলোকদিগেরই রোদনের মহাশব্দ

শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তৎকালে মহারাজ রাহুগ্রস্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিষাদে অবসন্ন হইয়া রহিলেন। অচিন্ত্যগুণ রামও সুমন্ত্রকে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র রথ লইয়া চল। এক দিকে রাম ত্বরা দিতে লাগিলেন, অন্য দিকে পৌরজন রথ-বেগ সংবরণ করিবার নিমিত্ত চীৎকার করিতে লাগিল, সুমন্ত্র কোন দিক্ রাখিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। লোকের চক্ষের জলে পথের ধূলিজাল নির্ম্মল হইয়া গেল। পুরমধ্যে সর্ব্বত্রই হাহাকার সকলেই বিচেতন। মৎস্যের আস্ফালনে পঙ্কজদল চঞ্চল হইলে যেমন তাহা হইতে নীরবিন্দু নিঃসৃত হয়, সেইরূপ স্ত্রীলোকদিগের নেত্র হইতে বারিধারা বহিতে লাগিল। রাজা দশরথ, নগরবাসিদিগের মনের ভাব দুঃখভরে একই প্রকার হইয়াছে দেখিয়া, ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রামের পশ্চাৎ ভাগে যে সকল লোক ছিল মহারাজকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া মহা কোলাহল করিয়া উঠিল। তাঁহাকে ভার্য্যাগণের সহিত মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া, কতকগুলি লোক হা রাম! অনেকে হা কৌশল্যা! এই বলিয়া শোক করিতে লাগিল।

অনন্তর রাম পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, জনক জননী বিষণ্ণ ও উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া পদব্রজে আগমন করিতেছেন। শৃঙ্খলবদ্ধ অশ্বশাবক যেমন মাতাকে দেখিতে পারে না, সেইরূপ তিনি সত্যপাশে সংযত হওয়াতে, তৎকালে

তাঁহাদিগকে আর সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পারিলেন না। পিতা মাতার দুঃখের সেই বিষণ্ণ মূর্ত্তি তাঁহার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। যাঁহারা যানে গমনাগমন করেন, আজ তাঁহারা পথে পদব্রজে; যাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগ করেন, আজ তাঁহাদের দুর্ব্বিষহ দুঃখ; তদ্দর্শনে রাম অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় একান্ত অসহিষ্ণু হইয়া, বারংবার সুমন্ত্রকে কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র রথ লইয়া চল। এ দিকে বদ্ধবৎসা ধেনু যেমন বৎসের উদ্দেশে গোষ্ঠাভিমুখে ধাবমান হয়, দেবী কৌশল্যা সেই রূপে ধাবমান হইলেন। তিনি কখন রামের কখন সীতার ও কখন বা লক্ষ্মণের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা দশরথ রথবেগ সংবরণ এবং রাম দ্রুত গমনে আদেশ করিতেছেন দেখিয়া, সুমন্ত্র যুদ্ধার্থী উভয়পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যগত পুরুষের ন্যায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে রাম তাঁহাকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি প্রত্যাগমন করিলে মহারাজ যদি তোমায় তিরস্কার করেন, লোকের কোলাহলে আদেশ শুনিতে পাও নাই বলিলেই চলিবে, কিন্তু বিলম্ব ঘটিলে আমায় বিষম ক্লেশ পাইতে হইবে। সুমন্ত্র সম্মত হইলেন এবং রথের সঙ্গে যে সকল লোক আসিতেছিল, তাহাদিগকে প্রতিগমন করিতে কহিয়া, অধিকতর বেগে অশ্বসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন রাজপরিবার ও অন্যান্য লোক মনে মনে রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন,

কিন্তু যে দিকে রাম সেই দিকেই তাঁহাদের মন প্রধাবিত হইল।

অনন্তর অমাত্যেরা কহিলেন, মহারাজ! যাহার পুনরাগমন অপেক্ষা করিতে হইবে, বহু দূর তাহার সমভিব্যাহারে গমন করা নিষিদ্ধ। সস্ত্রীক দশরথ অমাত্যগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, রামের অনুগমনে ক্ষান্ত হইলেন এবং তথায় ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বিষণ্ণ মুখে রামের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন।

নিষাদরাজ গুহ এবং সারথি সুমন্ত্র।

ঐ স্থানে গুহ নামে নিষাদ জাতীয় এক বলবান রাজা বাস করিতেন। তিনি রামের প্রাণসম সখা ছিলেন। রাম নিষাদরাজ্যে আসিয়াছেন, শুনিয়া গুহ বৃদ্ধ অমাত্য ও জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন, এবং যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! তুমি আমার এই রাজধানী, অযোধ্যার ন্যায় তোমারই বিবেচনা করিবে। বল, এক্ষণে তোমার কি করিব? ভবাদৃশ প্রিয় অতিথি ভাগ্যক্রমেই উপস্থিত হইয়া থাকেন।

এই বলিয়া নিষাদাধিপতি গুহ শীঘ্র নানাবিধ সুস্বাদু অন্ন ও অর্ঘ্য আনয়ন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! তুমি ত সুখে আসিয়াছ? এই নিষাদরাজ্য সমগ্রই তোমার, তুমি আমাদিগের ভর্ত্তা, আমরা তোমার ভৃত্য। এক্ষণে এই সমস্ত ভক্ষ্য ভোজ্য, উৎকৃষ্ট শয্যা এবং অশ্বের ঘাস আনীত হইয়াছে, গ্রহণ কর। রাম গুহের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নিষাদরাজ! তুমি যে, দূর হইতে পাদচারে আগমন এবং স্নেহ প্রদর্শন করিলে, ইহাতেই আমরা সৎকৃত ও সন্তুষ্ট হইলাম। এই বলিয়া তিনি বর্ত্তুল বাহু যুগল দ্বারা গুহকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, গুহ! ভাগ্যবশতই তোমাকে বন্ধু বান্ধবের সহিত নীরোগ দেখিলাম, এক্ষণে তোমার রাজ্য ও অরণ্য ত নির্ব্বিঘ্নে আছে? তুমি প্রীতি পূর্ব্বক আমাকে যে সকল আহার দ্রব্য উপহার দিলে, আমি কিছুতেই প্রতিগ্রহ করিতে পারি না। এক্ষণে চীর চর্ম্ম ধারণ ও ফল মূল ভক্ষণ পূর্ব্বক তাপসব্রত অবলম্বন করিয়া অরণ্যে ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে, সুতরাং কেবল অশ্বের ভক্ষ্য ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যই লইতে পারি না। এই সমস্ত অশ্ব, পিতা দশরথের অত্যন্ত প্রিয়, ইহারা তৃপ্ত হইলেই আমার সৎকার করা হইল। গুহ রামের এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র অধিকৃত পুরুষদিগকে অশ্বের আহার পান শীঘ্র প্রদান করিবার অনুমতি করিলেন।

অনন্তর রাম উত্তরীয় চীর গ্রহণ পূর্ব্বক সায়ং সন্ধ্যা সমাপন করিলেন। তাঁহার সন্ধ্যা সমাপ্ত হইলে লক্ষ্মণ পানার্থ জল আনিয়া দিলেন এবং রাম জল পান করিয়া জানকীর সহিত ভূমিশয্যায় শয়ন করিলে তিনি তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন করিয়া তরুমূলে আশ্রয় লইলেন।

লক্ষ্মণ রামকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অকৃত্রিম অনুরাগে রাত্রি জাগরণ করিতেছেন দেখিয়া, গুহ, সন্তপ্ত মনে কহিলেন, রাজকুমার! তোমার জন্য এই সুখশয্যা প্রস্তুত হইয়াছে, তুমি ইহাতে বিশ্রাম কর। আমরা অনায়াসে ক্লেশ সহিতে পারি, কিন্তু তুমি পারিবে না; এক্ষণে রামকে রক্ষা করিতে আমরাই রহিলাম। আমি শপথ পূর্ব্বক সত্যই কহিতেছি, রাম অপেক্ষা প্রিয়তম আমার আর নাই। ইহাঁর প্রসাদে ধর্ম্ম অর্থ কামের সহিত ইহলোকে যশোলাভ হইবে, ইহাই আমার বাঞ্ছা। এই স্থানে বহুসংখ্য নিষাদ আসিয়াছে, ইহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক পত্নীসহ প্রিয়সখাকে রক্ষা করিব। আমি নিরন্তর এই অরণ্যে বিচরণ করিয়া থাকি, ইহার কিছুই আমার অবিদিত নাই, যদি অন্যের চতুরঙ্গ সৈন্য আসিয়া আক্রমণ করে, সহজেই তাহা নিবারণ করিতে পারিব।

তখন লক্ষ্মণ গুহের এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন নিষাদরাজ! তোমার ধর্ম্মদৃষ্টি আছে; তুমি যখন রক্ষা-ভার গ্রহণ করিতেছ, তখন আমাদিগের কোন বিষয়েই

ভয় সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দেখ, এই রঘুকুল-তিলক রাম জানকীর সহিত ভূমি-শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, আর আমার আহার নিদ্রায় প্রয়োজন কি? কি বলিয়াই বা সুখভোগে রত হইব? রণস্থলে সমস্ত সুরাসুর যাঁহার বিক্রম সহ্য করিতে পারে না, আজ তিনিই পত্নীর সহিত পর্ণশয্যা গ্রহণ করিলেন। পিতা, মন্ত্র তপস্যা ও নানা প্রকার দৈবক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা ইহাঁকে পাইয়াছেন, ইনি আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ! ইহাঁকে বনবাস দিয়া, তিনি আর অধিক দিন দেহ ধারণ করিতে পারিবেন না; দেবী বসুমতীও অচিরাৎ বিধবা হইবেন। নিষাদরাজ! বোধ হয়, এতক্ষণে পুরনারীগণ আর্ত্তরবে চীৎকার করিয়া শ্রান্তিনিবন্ধন নিরস্ত হইয়াছেন, রাজভবনও নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে। হা! দেবী কৌশল্যা, জননী সুমিত্রা ও পিতা দশরথ যে জীবিত আছেন, আমি এরূপ সম্ভাবনা করি না, যদি থাকেন, তবে এই রাত্রি পর্য্যন্ত। আমার মাতা ভ্রাতা শত্রুঘ্নের মুখ চাহিয়া বাঁচিতে পারেন, কিন্তু বীরপ্রসবা কৌশল্যা যে, পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, ইহাই আমার দুঃখ। দেখ, আর্য্য রামের প্রতি পুরবাসিগণের বিশেষ অনুরাগ আছে; এক্ষণে পুত্রবিয়োগে রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে তাহারা অত্যন্তই কষ্ট পাইবে। হায়! জানি না, জ্যেষ্ঠ পুত্রের অদর্শনে, পিতার ভাগ্যে কি ঘটিবে। তিনি রামকে রাজ্যভার দিতে না পারিয়া ভগ্নমনোরথে 'সর্ব্বনাশ

হইল! সর্ব্বনাশ হইল!' কেবল এই বলিয়াই মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করিবেন! তাঁহার দেহান্তে দেবী কৌশল্যার লোকান্তর লাভ হইবে। তৎপরে আমার জননীও পতিহীনা হইয়া জীবন ত্যাগ করিবেন। পিতার মৃত্যু হইলে যাহারা তৎকালে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অগ্নিসংস্কার প্রভৃতি সমস্ত প্রেতকার্য্য সাধন করিবেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান। যথায় রমণীয় চত্বর ও প্রশস্ত রাজপথ সকল রহিয়াছে, যে স্থানে হর্ম্ম্য প্রাসাদ উদ্যান ও উপবন শোভা পাইতেছে এবং বারাঙ্গনারা বিরাজ করিতেছে, যথায় হস্তী অশ্ব রথ সুপ্রচুর আছে ও নিরন্তর তূর্য্যধ্বনি হইতেছে, যে স্থানে সকলেই হৃষ্ট পুষ্ট এবং সভা ও উৎসবে সততই সন্নিবিষ্ট, ঐ সমস্ত ব্যক্তি আমার পিতার সেই মঙ্গলালয় রাজধানী অযোধ্যায় পরম সুখে বিচরণ করিবে। হা! পিতা কি জীবিত থাকিবেন? আমরা অরণ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে কি আর দেখিতে পাইব? আমরা সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সহিত নির্ব্বিঘ্নে অযোধ্যায় কি পুনরায় আসিতে পারিব?

লক্ষ্মণ জাগরণ ক্লেশ সহ্য করিয়া দুঃখিত মনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, এই অবসরে রজনী প্রভাত হইয়া গেল। নিষাদরাজ, লক্ষ্মণের এই সমস্ত প্রকৃত কথা শ্রবণ করিয়া, বন্ধুত্ব নিবন্ধন অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া, অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

শর্ব্বরী প্রভাত হইলে, রাম শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! রাত্রি অতীত ও সূর্য্যোদয় কাল উপস্থিত হইল। ঐ দেখ, অরণ্যে কৃষ্ণবর্ণ কোকিল কুহূরব করিতেছে এবং ময়ূরগণের কণ্ঠধ্বনি শ্রুতি-গোচর হইতেছে। আইস, আমরা এক্ষণে গঙ্গা পার হই।

লক্ষ্মণ রামের অভিপ্রায় অনুসারে গুহ ও সুমন্ত্রকে নৌকা আনয়নের সঙ্কেত করিয়া, তাঁহারই সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন গুহ সচিবগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, তোমরা কর্ণ ও ক্ষেপণীযুক্ত নাবিক-সহিত এক খানি সুদৃঢ় তরণী শীঘ্র এই তীর্থে আনয়ন কর। নিষাদগণ গুহের আজ্ঞা মাত্র প্রস্থান করিল এবং এক রমণীয় নৌকা আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে সংবাদ দিল।

অনন্তর নিষাদরাজ কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিলেন, সখে! তরণী আনীত হইয়াছে, এক্ষণে আরোহণ কর; বল, অতঃপর আমায় আর কি করিতে হইবে? রাম কহিলেন, গুহ! তোমার প্রযত্নে আমি পূর্ণকাম হইলাম, এক্ষণে আমার এই সমস্ত দ্রব্য নৌকায় তুলাইয়া দেও। এই বলিয়া রাম বর্ম্ম ধারণ এবং তূণীর খড়্গ ও শরাসন গ্রহণ করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অবতরণপথ দিয়া নামিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সুমন্ত্র তাঁহার সম্মুখে গিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে কহিলেন, রাজকুমার! এক্ষণে আমি কি করিব, আদেশ কর।

তখন রাম দক্ষিণ করে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি পুনরায় ত্বরায় রাজার নিকট যাও, আমাকে রথে আনয়ন করা এই পর্য্যন্তই শেষ হইল; অতঃপর আমি পদব্রজে গহন বনে প্রবেশ করিব। সুমন্ত্র রামের এইরূপ আদেশ পাইয়া কাতরভাবে কহিলেন, রাজকুমার! সামান্য লোকের ন্যায় ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত তুমি যে, বনবাসী হইতেছ, ইহাতে অযোধ্যার কাহারই অভিলাষ নাই। তোমায় যখন এইরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হইল, তখন বোধ হয়, জগতে ব্রহ্মচর্য্য, অধ্যয়ন, মৃদুতা ও সরলতার কোন ফলই নাই, কিন্তু বলিতে কি, এই কার্য্যে তুমি ত্রিভুবন পরাজয় করিয়া সর্ব্বোৎকর্ষতা লাভ করিবে। এক্ষণে তুমি আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া চলিলে, সুতরাং আমরাই কেবল বিনষ্ট হইলাম। হা! অতঃপর এই হতভাগ্যদিগকে পাপীয়সী কৈকেয়ীর বশীভূত হইতে হইবে। সারথি সুমন্ত্র রামকে দূর দেশে যাইতে উদ্যত দেখিয়া, এইরূপ সুসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক দুঃখিতমনে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি বাষ্প বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আচমন করিয়া পবিত্র হইলে, রাম বারংবার তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! ঈক্ষ্বাকু-বংশে তোমার সদৃশ সুহৃৎ আর কাহাকেই দেখি না। এক্ষণে পিতা যাহাতে আমার নিমিত্ত অধীর না হন, তুমি তাহাই কর। আমার বিয়োগ-দুঃখে তিনি একান্তই আক্রান্ত হইয়াছেন এবং আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত

তিনি যেমন মহারাজের প্রতি আচরণ করিবেন, মাতৃগণের প্রতিও যেন সেইরূপ করেন। কৈকেয়ীকে যেমন দেখিবেন, সুমিত্রা ও কৌশল্যাকেও যেন সেইরূপ দেখেন। তিনি পিতার হিতোদ্দেশে যৌবরাজ্য শাসন করিয়া ইহলোক ও পরলোকে অবশ্যই শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।

সুমন্ত্র রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্নেহভরে কহিতে লাগিলেন, রাজকুমার! তোমার সহিত আমার যে সম্বন্ধ, তৎসত্ত্বেও আমি প্রগল্‌ভ হইয়া স্নেহ প্রযুক্ত যে কথা কহিব, ভক্ত বলিয়া তাহা ক্ষমা করিবে। দেখ, তোমার বিরহে নগরের তাবৎ লোক যেন পুত্রশোকে আকুল হইয়া আছে, এখন বল দেখি, তোমায় রাখিয়া তথায় কি রূপে প্রবেশ করিব। তুমি যখন নগর হইতে নির্গত হও, তৎকালে পুরবাসিরা তোমায় এই রথে নিরীক্ষণ করিয়াছিল, এখন ইহাতে তোমায় দেখিতে না পাইলে, উহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। যে রথের রথী রণে নিহত হইয়াছে, কেবল সারথিমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহা দর্শন করিলে স্বপক্ষ সৈন্যেরা যেমন কাতর হয়, পৌরগণ এই রথ দেখিয়া তদ্রূপই হইবে। তুমি যদিও বহুদূরে আসিয়াছ, কিন্তু কল্পনা বলে উহারা যেন তোমায় সম্মুখেই অবলোকন করিতেছে, আজ তুমি না যাইলে নিশ্চয়ই উহাদের প্রাণসংশয় ঘটিবে। রাম! নিষ্ক্রামণকালে তোমার শোকে উহারা যেরূপ বিষম ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছিল, তুমি ত তাহা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ

করিয়া আসিয়াছ। ঐ সময় সকলে তোমার বিরহদুঃখে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া যে রূপ চীৎকার করে, এক্ষণে কেবল আমায় দেখিলে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক করিবে। হা! আমি দেবী কৌশল্যাকে গিয়া কি কহিব, আমি তোমার রামকে মাতুল-কুলে রাখিয়া আইলাম, আর কাতর হইও না, তাঁহাকে কি এই বলিয়া প্রবোধ দিব? না, আমি প্রাণান্তে এইরূপ অসত্য কথা মুখাগ্রে আনিতে পারিব না। তোমায় বনে ত্যাগ করিয়া যাওয়া যদিও অলীক নহে, কিন্তু অত্যন্তই অপ্রিয়, ইহা আমি কোন্ সাহসে তাঁহার নিকট প্রকাশ করিব। রাম! আমার নিয়োগস্থ এই সমস্ত অশ্ব তোমার স্বজনবর্গকে বহন করিয়া থাকে, ইহারা এক্ষণে এই শূন্য রথ লইয়া কি রূপে যাইবে? যদি কাননে তুমি ইহাদিগকে আপনার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত কর, ইহাদের পরম গতি লাভ হইবে। যাহাই হউক, আমি তোমায় ফেলিয়া কদাচই অযোধ্যায় যাইতে পারিব না, তুমি আমাকে তোমার অনুসরণে অনুমতি প্রদান কর। আমি বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, যদি তুমি আমায় না লইয়া যাও, তৎক্ষণাৎ এই রথের সহিত অগ্নি প্রবেশ করিব। দেখ, অরণ্যে তোমার তপোবিঘ্ন ঘটিতে পারে, কিন্তু আমি থাকিলে রথী হইয়া তৎসমুদায় নিবারণ করিতে পারিব। তোমার জন্য রথচর্য্যা-কৃত সুখ লাভ করিয়াছি, আবার তোমারই প্রসাদে বনবাস-সুখ প্রাপ্ত হইব, এই আমার বাসনা। প্রসন্ন হও,

অরণ্যে তোমার সন্নিহিত থাকি, ইহাই আমার ইচ্ছা হই-য়াছে। আমি তথায় প্রাণপণে তোমার সেবা করিব, অযোধ্যা কি সুরলোকের নামও করিব না। এক্ষণে, অধিক আর কি, আজ আমি তোমায় ছাড়িয়া কোনমতে নগরে প্রবেশ করিতে পারিব না। বনবাসকাল অতিক্রান্ত হইলে আমার অভিলাষ এই যে, আমি এই রথে পুনরায় তোমাকে লইয়া অযোধ্যায় যাইব। তোমার সঙ্গে থাকিলে চতুর্দ্দশ বৎসর যেন পলকে অতিবাহিত হইয়া যাইবে, নচেৎ উহা শতগুণ বোধ হইবে সন্দেহ নাই। ভৃত্যবৎসল! প্রভু-পুত্রের নিকট ভৃত্যের যেরূপ থাকা আবশ্যক, আমি সেইরূপই আছি; আমি তোমার একজন ভক্ত, তুমিও আমায় ভৃত্যো-চিত মর্য্যাদা প্রদান করিয়া থাক, এক্ষণে আমাকে উপেক্ষা করা তোমার উচিত হইতেছে না।

রাম সুমন্ত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভর্তৃ-বৎসল! আমাতে যে তোমার অনুরাগ আছে, আমি তাহা জানি, এক্ষণে যে কারণে তোমায় নগরে প্রেরণ করিতেছি, শ্রবণ কর। দেখ, তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইলে কনিষ্ঠা মাতা কৈকেয়ী, আমার বনবাসে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইবেন, কিন্তু তুমি প্রতিনিবৃত্ত না হইলে, তিনি বিরস মনে ধার্ম্মিক রাজাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অযথা আশঙ্কা করিবেন। আমার মুখ্য অভিপ্রায়ই এই যে, কৈকেয়ী ভরতের রাজ্য পরম সুখে ভোগ করেন। অতএব তুমি আমার ও মহা-

রাজের জন্য অযোধ্যায় গমন কর। আমি তোমায় যাহা যাহা কহিয়া দিলাম, গিয়া সেই গুলি সকলকে অবিকল কহিও।

এই বলিয়া, রাম সুমন্ত্রকে সান্ত্বনা করিয়া, গুহকে কহিলেন, গুহ! অতঃপর এই সজন বনে থাকা আর আমার কর্ত্তব্য হইতেছে না, আশ্রম-বাস ও তদুপযুক্ত বেশ আবশ্যক। অতএব আমি, পিতার হিতকামনায় নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক সীতা ও লক্ষ্মণের মতানুসারে তাপসের ন্যায় গমন করিব। এক্ষণে তুমি আমার জটা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বটনির্য্যাস আনাইয়া দেও।

অনন্তর বটনির্য্যাস আনীত হইল। ঐ চীরধারী বীরযুগল বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনার্থ তদ্দ্বারা মস্তকে জটা প্রস্তুত করিয়া ঋষির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে প্রস্থান কাল সন্নিহিত হইলে রাম, পরম সহায় গুহকে কহিলেন, সখে! রাজা অতি দুঃখে রক্ষা করিতে হয়, অতএব তুমি সৈন্য কোশ দুর্গ ও জনপদে সততই সাবধান হইয়া থাকিবে। তিনি গুহকে এইরূপ কহিয়া তাঁহার সম্মতিক্রমে অনতিবিলম্বে ভাগীরথী তীরে গমন করিলেন এবং তথায় নৌকা দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি অগ্রে জানকীকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ং উত্থান কর। তখন লক্ষ্মণ অগ্রে সীতাকে উঠাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ং উত্থিত হইলেন। তৎপরে রামও আরোহণ করিলেন, এবং আপ-

নার শুভোদ্দেশে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি সাধারণ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণও যথাবিধি আচমন করিয়া সীতার সহিত, জাহ্নবীকে প্রীতমনে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর রাম, সুমন্ত্র ও গুহকে প্রতিগমনে অনুমতি করিয়া নাবিকদিগকে পার করিয়া দিতে বলিলেন। তরণী ক্ষেপণী-প্রক্ষেপ-বেগে শীঘ্র যাইতে লাগিল।

গুহালয়ে ভরতের বিলাপ।

ভরত, নিষাদরাজ গুহের মুখে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রীদিগের সহিত ইঙ্গুদীতলে গমন ও রামের শয্যা দর্শন পূর্ব্বক মাতৃগণকে কহিলেন, দেখ, এই ভূমিতে মহাত্মা রাম শয়ন করিয়া রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন, এই তাঁহার শয্যা। রাজকেশরী দশরথ হইতে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ভূতলে শয়ন করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। যিনি চর্ম্মাস্তরণকল্পিত শয্যায় নিশা অতিবাহন করিয়াছেন, তিনি এখন কি রূপে ভূতলে শয়ন করেন? যিনি বিমানসদৃশ প্রাসাদ, কূটাগার, উত্তরচ্ছদসম্পন্ন স্বর্ণ ও রজতময় কুট্টিম, এবং সুবর্ণভিত্তিশোভিত অগুরুচন্দনগন্ধী কুসুমসমলঙ্কৃত শুককুল-

মুখরিত শুভ্রমেঘসঙ্কাশ সুশীতল হর্ম্ম্যে শয়ন করিয়া প্রভাতে পরিচারিকাগণের নূপুররব ও গাত্রবাদ্যের শব্দে প্রতিবোধিত হইতেন, বন্দিবর্গ অনুরূপ গাথা ও স্তুতিবাদে যাঁহার বন্দনা করিত, তিনি এখন কি রূপে ভূতলে শয়ন করিয়া থাকেন। রামের ভূমিশয্যা কাহারই বিশ্বাসযোগ্য হইতেছে না; ইহা সত্য বলিয়াই আমার বোধ হইল না, শুনিয়া বিমোহিত হইতেছি, জ্ঞান হইতেছে যেন ইহা স্বপ্ন। কাল যে দৈব অপেক্ষা বলবান, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, তাহা না হইলে দশরথতনয় রাম ভূতলে শয়ন করিতেন না, এবং বিদেহরাজের কন্যা রাজা দশরথের পুত্রবধূ প্রিয়দর্শনা জানকীকেও ভূতলে শয়ন করিতে হইত না। এই আমার ভ্রাতা রামের শয্যা; সায়ংকালে তিনি শ্রান্তি নিবন্ধন যে অঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এই তাহার চিহ্ন। ঐ দেখ, তাঁহার অঙ্গঘর্ষণে কঠিন মৃত্তিকার উপর তৃণ সকল মর্দ্দিত হইয়া রহিয়াছে। বোধ হয়, এই শয্যাতে অলঙ্কৃতা সীতা শয়ন করিয়াছিলেন, কারণ ইহার ইতস্ততঃ সুবর্ণচূর্ণ পতিত হইয়া আছে। শয়নকালে সীতার উত্তরীয় এই স্থানে নিশ্চয়ই আসক্ত হইয়াছিল। ইহাতে এখনও কৌশেয় বসনের তন্তু সকল সংলগ্ন রহিয়াছে। স্বামীর শয্যা যেরূপই হউক স্ত্রীলোকের সুখকর হইয়া থাকে, নতুবা সেই সুকুমারী সতী কি কারণে দুঃখ অনুভব করেন নাই।—হায়! কি হইল! আমি কি পামর, কেবল আমারই নিমিত্ত ভ্রাতা রাম ভার্য্যার

সহিত অনাথের ন্যায় পর্ণশয্যায় শয়ন করিতেছেন। যিনি সর্ব্বাধিপতির কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি সকল লোকেরই হিতকারক ও সুখজনক, যিনি কখনই দুঃখ ভোগ করেন নাই, সেই ইন্দীবরশ্যাম আরক্তলোচন প্রিয়দর্শন কিরূপে ভূতলে শয়ন করিতেছেন। লক্ষ্মণই ধন্য, তিনি এই সঙ্কটকালে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন, জানকীও তাঁহার সঙ্গে গিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন; কেবল আমরাই তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া রহিলাম।— হা! পিতা স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন, রাম বনবাসী হইয়াছেন, এক্ষণে এই বসুন্ধরাকে কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় নিতান্ত নিরাশ্রয় বোধ হইতেছে। অরণ্যগত মহাত্মা রামের বাহুবলরক্ষিত এই পৃথিবীকে মনেও কেহ আকাঙ্ক্ষা করিতেছে না। এক্ষণে অযোধ্যার চতুঃপার্শ্বস্থ প্রাকারে প্রহরী নাই, পুরদ্বার অনাবৃত, হস্ত্যশ্ব সকল উন্মুক্ত, সৈন্য সমুদায় বিষণ্ণ, আজ বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় ইহাকে শত্রুরাও প্রার্থনা করিতেছে না। অদ্যাবধি আমি জটাচীর ধারণ ও ফলমূল ভক্ষণ পূর্ব্বক ভূতলে বা তৃণশয্যায় শয়ন করিব। রামের ব্রত স্বয়ং গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর পরম সুখে অরণ্যে থাকিব, ইহাতে তাঁহার সংকল্পের কোন রূপ ব্যতিক্রম ঘটিবে না। বনবাসকালে শত্রুঘ্ন আমার সঙ্গে থাকিবেন, আর আর্য্য রাম লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যা রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে রাজ্যে অভিষিক্ত হন, এই আমার অভি-

লাষ, দৈববলে ইহা সফল হউক। এক্ষণে আমি গিয়া, তাঁহাকে প্রত্যানয়ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার চরণে ধরিয়া, নানা প্রকারে প্রসন্ন করিব, যদি তিনি স্বীকার না করেন, তবে আমাকেও তাঁহার সঙ্গে বনে বাস করিতে হইবে, এই বিষয়ে তিনি আমাকে কোনমতেই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

কৌশল্যার প্রতি সুমিত্রার সান্ত্বনা বাক্য

ধর্ম্মশীলা সুমিত্রা কৌশল্যাকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আর্য্যে! তোমার রাম সদ্‌গুণসম্পন্ন, কুত্রাপি তাঁহার বিপদসম্ভাবনা নাই, তাঁহার নিমিত্ত দীনভাবে রোদন ও পরিতাপ করিবার প্রয়োজন কি? দেখ তোমার রাম সত্যবাদী পিতার সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার আশয়ে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিলেন। যাহার ফল লোকান্তরে হইবে, সেই সজ্জনাচরিত ধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ আছে, সুতরাং তাঁহার নিমিত্ত শোক করা কোন মতেই উচিত বোধ হয় না। দয়াশীল নিষ্পাপ লক্ষ্মণ নিরন্তর তাঁহার পুত্রবৎ পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন, ইহা

তাঁহার সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। যিনি নিরবচ্ছিন্ন ভোগ-বিলাসে কালযাপন করিয়া আসিয়াছেন. সেই জানকী অরণ্যবাস-দুঃখ সম্যক্ জানিতে পারিলেও ধর্ম্মপরায়ণ রামের অনুগমন করিয়াছেন। দেবি! যে সর্ব্বলোক পালক রাম ত্রিলোকে আপনার কীর্ত্তি প্রচার করিতেছেন, তিনি সত্যনিষ্ঠ, ইহাই কি তাঁহার যথেষ্ট হইতেছে না? সূর্য্য তাঁহার পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য জ্ঞাত হইয়া কঠোর কিরণে তাঁহাকে পরিতপ্ত করিতে সাহসী হইবেন না। সর্ব্বকাল-শুভ সুখস্পর্শ সমীরণ কানন হইতে নিঃসৃত হইয়া অনতি-শীত ও অনতিউষ্ণ ভাবে তাঁহার সেবা করিবেন। রজনীতে চন্দ্র তাঁহাকে শয়ান দেখিয়া, পিতার ন্যায় সন্তাপহর কর-জাল দ্বারা আলিঙ্গন ও আনন্দিত করিবেন। যিনি রণ-স্থলে অসুররাজ সম্বরের পুত্রকে বিনাশ করিয়া, ব্রহ্মা হইতে দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াছেন, সেই মহাবীর স্বভুজবীর্য্যে নির্ভয় হইয়া, অরণ্যেও গৃহের ন্যায় বাস করিতে সমর্থ হইবেন। শত্রু সকল যাঁহার শরাঘাতে দেহপাত করে, সকলকে শাসন করা তাঁহার নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। দেবি! রামের কি আশ্চর্য্য মঙ্গল ভাব। কি সৌন্দর্য্য! ইহা দ্বারাই বোধ হইতেছে যে, তিনি শীঘ্রই অরণ্য হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিবেন। তিনি সূর্য্যের সূর্য্য, অগ্নির অগ্নি, প্রভুর প্রভু, সম্পদের সম্পদ, কীর্ত্তির কীর্ত্তি, ক্ষমার ক্ষমা, দেবতার দেবতা, এবং ভূত সমুদায়ের মহাভূত; তিনি বনে

বা নগরে থাকুন, তাঁহার কোন দোষ কাহারই প্রত্যক্ষ হইবে না। তিনি পৃথিবী জানকী ও জয়শ্রীর সহিত অবিলম্বে অভিষিক্ত হইবেন। দেখ, অযোধ্যার অধিবাসীরা তাঁহাকে অত্যন্তই স্নেহ করিয়া থাকে। উহারা তাঁহাকে বনবাসার্থ নিষ্ক্রান্ত দেখিয়া, নিরবচ্ছিন্ন শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় জানকী যাঁহার অনুগমন করিলেন, তাঁহার আর ভাবনা কি? ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য স্বয়ং লক্ষ্মণ অসি শর ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া, যাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতেছে, তাঁহার আর অভাব কি? দেবি! দেখিবে, সেই উদিত চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন পুনরায় আসিয়া তোমার চরণ বন্দনা করিবেন। এক্ষণে আর দুঃখ শোক প্রকাশ করিও না; রামের অশুভ সম্ভাবনা কোন রূপই নাই। আর্য্যে! কোথায় তুমি আর আর সকলকে সান্ত্বনা করিবে, তা নয়, নিজেই বিকল হইলে। বলি, রাম যখন তোমার পুত্র, তখন কি তোমার শোক করা উচিত? রাম অপেক্ষা জগতে কেহ সাধু নাই। তিনি অবিলম্বেই লক্ষ্মণের সহিত আসিয়া তোমায় প্রণাম করিবেন এবং তুমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বর্ষার মেঘের ন্যায় দরদরিত ধারে আনন্দাশ্রু মোচন করিবে।

অনিন্দনীয়া সুমিত্রা এইরূপ প্রবোধ বাক্যে কৌশল্যাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বিরত হইলেন। কৌশল্যারও দুঃখ শোক শরদের জলশূন্য নীরদের ন্যায় বিলীন হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা।

ত্রেতাযুগে হরিশ্চন্দ্র নামে এক ধর্ম্মশীল রাজা ছিলেন তাঁহার শাসনকালে দুর্ভিক্ষ ব্যাধি ও অকালমৃত্যু কিছুই ছিল না। পুরবাসিরা ধর্ম্মভীরু। কেহই ধন বলবীর্য্য ও তপোমদে উন্মত্ত হইত না। একদা ঐ রাজা হরিশ্চন্দ্র মৃগের অনুসরণ প্রসঙ্গে অরণ্য পর্য্যটন করিতেছিলেন। এই অবসরে শুনিলেন কএকটী স্ত্রীলোক "পরিত্রাণ কর পরিত্রাণ কর" বলিয়া বার বার করুণ স্বরে চীৎকার করিতেছে। তখন রাজা মৃগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, ভয় নাই, আমার রাজ্যকালে কোন্ নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করে? আমি রাজা, আমার সমক্ষে কোন্ পাপাশয় বস্ত্রাঞ্চলে প্রদীপ্ত অগ্নিকে বন্ধন করিতে চায়? কাহারই বা আমার শরে মরিতে ইচ্ছা হইয়াছে?

ঐ সময় মহর্ষি বিশ্বামিত্র তপোবলে অসিদ্ধ বিদ্যা সাধন করিতেছিলেন। ঐ সমস্ত বিদ্যাই ভীত হইয়া এইরূপ ক্রন্দন করিতেছিল। কিন্তু বিশ্বামিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথায় অতিমাত্র কুপিত হইলেন। তিনি কুপিত হইবা মাত্র বিদ্যা সকলও বিনষ্ট হইল। ইত্যবসরে রাজা উহাঁকে দেখিতে পাইয়া ভয়ে

অশ্বত্থপত্রবৎ কাঁপিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র কহিলেন, দুরাত্মন্! দাঁড়া এখনই তোরে প্রতিফল দিতেছি। হরিশ্চন্দ্র সবিনয়ে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমার অপরাধ নাই, আর্ত্তকে রক্ষা করাই আমার ধর্ম্ম। আমি যখন স্বধর্ম্ম রক্ষণে ব্যগ্র তখন আপনি অকারণ ক্রোধ করিবেন না। যে রাজা ধর্ম্মশীল তিনি দান করিবেন, রক্ষা করিবেন, এবং আবশ্যক হইলে শাস্ত্রানুসারে যুদ্ধ করিবেন।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! তুমি ধর্ম্মভীরু, এক্ষণে বল, কাহাকে দান করিতে হয়? আর কাহারই বা সহিত যুদ্ধ করা আবশ্যক?

রাজা কহিলেন, তপোধন! ব্রাহ্মণ ও দীন দরিদ্রদিগকে দান করিবে, ভয়ার্ত্তকে রক্ষা করিবে এবং শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! যদি রাজধর্ম্ম-পালনে তোমার এতই যত্ন তবে আমাকে দান কর।

তখন হরিশ্চন্দ্র অতিমাত্র প্রীত হইলেন এবং কহিলেন, ভগবন্! আমায় কি দিতে হইবে আপনি অসঙ্কোচে বলুন। যদি তাহা দুষ্করও হয় তো বুঝিবেন তাহা দেওয়াই হইয়াছে। ধন রত্ন পুত্র কলত্র অধিক কি স্বদেহ যাহা আপনার অভিরুচি প্রার্থনা করুন। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! তুমি অগ্রে আমাকে রাজসূয়িকী দক্ষিণা দাও। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, আমি অবশ্যই তাহা দিব, এতদ্ব্যতীত আর যাহা আপনার অভিরুচি প্রার্থনা করুন। বিশ্বামিত্র কহিলেন,

রাজন্! তোমার ভার্য্যা পুত্র ও শরীর এবং পরলোক-সহচর ধর্ম্ম ব্যতীত সসাগরা পৃথিবী ও হস্ত্যশ্ব-রথ-সঙ্কুল সমস্ত রাজ্য আমাকে অর্পণ কর।

রাজা হরিশ্চন্দ্র অবিকৃত মুখে হৃষ্ট মনে তৎক্ষণাৎ এই বিষয়ে সম্মত হইলেন। তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! তুমি আমাকে সর্ব্বস্ব দান করিলে। এক্ষণে আমি রাজা, জিজ্ঞাসা করি অতঃপর প্রভুত্ব কাহার? হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে প্রভুত্ব আপনারই। বিশ্বামিত্র কহিলেন, যদি পৃথিবীতে আমার আধিপত্য হইল তবে আমার অধিকারে থাকা আর তোমার উচিত হয় না। তুমি অঙ্গের সমস্ত বসন ভূষণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বল্কল ধারণ করিয়া স্ত্রী পুত্রের সহিত এখনই আমার রাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হও। তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র মহর্ষির এই বাক্যে সম্মত হইয়া পত্নী শৈব্যা ও শিশু পুত্রের সহিত প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। ইত্যবসরে বিশ্বামিত্র উহাঁর পথ অবরোধ পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি আমাকে রাজসূয়িকী দক্ষিণা না দিয়া কোথায় যাও? হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আমার যা কিছু রাজ্য ও ধন সম্পত্তি ছিল সমস্তই আপনাকে দিয়াছি। এক্ষণে কেবল পত্নী পুত্র ও আমি এই দেহত্রয় মাত্র অবশিষ্ট। বিশ্বামিত্র কহিলেন, আমি কিছুই শুনিতে চাই না। তুমি আমায় যজ্ঞদক্ষিণা দেও। ব্রাহ্মণের নিকট অঙ্গীকার করিয়া দান না করিলে সর্ব্বনাশ হয়। রাজসূয় যজ্ঞে যা

কিছু ব্যয় তুমি এখনই আমাকে দাও। তুমি এইমাত্র কহিয়াছ সৎপাত্রে দান, শত্রুর সহিত যুদ্ধ ও কাতর ব্যক্তিকে রক্ষা করা রাজধর্ম্ম। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন ভগবন্! এখন তো আমার আর কিছুই নাই, আমি ইহা আপনাকে কালক্রমে দিব। আপনি আমার মনের সদ্ভাব বুঝিয়া প্রসন্ন হউন। বিশ্বামিত্র কহিলেন তবে শীঘ্র বল আমি ইহার জন্য কত দিন প্রতীক্ষা করিব। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! সম্প্রতি আমার কিছুই নাই, আপনি ক্ষমা করুন, আমি মাসান্তে আপনাকে সমস্তই দিব। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! তবে তুমি এখন নির্ব্বিঘ্নে যাও, এবং স্বধর্ম্ম রক্ষা কর।

রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের অনুজ্ঞা পাইয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নী শৈব্যা কখন পদব্রজে বহির্গত হন নাই। তিনি ও উহাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তখন পুরবাসী ও রাজভৃত্যেরা মহারাজকে সস্ত্রীক নগর পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া আর্ত্তস্বরে কহিতে লাগিল, হা নাথ! আমরা আপনার জন্য অতিমাত্র কাতর হইয়াছি, আপনি কেন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যান। আপনি ধর্ম্মপরায়ণ ও দয়ালু। যদি ধর্ম্মরক্ষা করা আপনার আবশ্যক হয় তবে আমাদিগকেও সঙ্গে লইয়া চলুন। আমরা জানি না আবার কবে আপনাকে দেখিতে পাইব। আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমরা আপনাকে দেখিয়া লই। হা! যাঁহার অগ্রে ও পশ্চাতে রাজারা যাইত এখন কেবলমাত্র

পত্নী একটি বালক পুত্রের হাত ধরিয়া তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। যাঁহার প্রস্থানকালে ভৃত্যেরা হস্তিপৃষ্ঠে অগ্রে অগ্রে যাইত সেই মহারাজ হরিশ্চন্দ্র পত্নীর সহিত পদব্রজে চলিয়াছেন। হা নাথ! পথের ধূলিজালে আপনার এই মুখচন্দ্র মলিন হইয়া যাইবে। আপনি দাঁড়ান, আমাদের স্ত্রী পুত্র ধনরত্নে প্রয়োজন কি। আমরা এই সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার দাস হইয়া যাইব। আপনি কেন আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন। অতঃপর যেখানে আপনি আমরাও সেইখানে। যেখানে আপনি সেই খানেই নগর ও স্বর্গ।

হরিশ্চন্দ্র সকলের এইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া দাঁড়াইলেন। নগরবাসিরা চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল! হরিশ্চন্দ্র তাহাদের দুঃখে অতিমাত্র আকুল হইলেন। ইত্যবসরে বিশ্বামিত্র রোষাকুল লোচনে কহিলেন, রে ক্ষত্রিয়াধম! তুই অতিদুষ্ট ও মিথ্যাবাদী, তোরে ধিক্। তুই আমায় সমস্ত রাজ্য দিয়া আবার অনুতপ্ত হইতেছিস্। হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের এইরূপ কঠোর কথা শুনিয়া কম্পিত দেহে কহিলেন, এই আমি চলিলাম। শৈব্যা অতিশয় সুকুমারী ও পথশ্রমে ক্লান্ত, হরিশ্চন্দ্র যাইবার জন্য তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছেন এই অবসরে বিশ্বামিত্র শৈব্যাকে দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা তাড়না করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে হরিশ্চন্দ্র অত্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইয়া কহিলেন, মহাশয়! আমরা যাইতেছি। এতদ্ব্যতীত তিনি আর কিছুই কহিলেন না।

অনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্র পত্নী ও শিশু পুত্রের সহিত দুঃখিত মনে মৃদু মন্দ গমনে যাত্রা করিলেন এবং বারানসীতে উপস্থিত হইয়া ভাবিলেন এই পুরী মনুষ্যভোগ্য নয়, ইহাতে শূলপাণি শিবের অধিকার। এই ভাবিয়া তিনি যেমন আকুল মনে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন অমনি দেখিলেন মহর্ষি বিশ্বামিত্র তথায় বর্ত্তমান। তখন রাজা তাঁহাকে দেখিয়া সবিনয়ে প্রণিপাত করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন! এই পুত্র এই পত্নী এবং আমার প্রাণ এই তিনটীর মধ্যে যাহাকে আপনি ইচ্ছা করেন গ্রহণ করুন এবং আমি আপনার কি করিব আজ্ঞা করুন।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে একমাস পূর্ণ হইয়াছে, যদি তোমার স্মরণ থাকে তো আমার রাজসূয়িকী দক্ষিণা দাও। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন; তপোধন! অদ্যই মাস পূর্ণ হইবে। অতএব আপনি দিবসের এই অবশিষ্ট কাল অপেক্ষা করুন, আমি দক্ষিণা সংগ্রহ করিতেছি। বিশ্বামিত্র কহিলেন, ভালই, আমি না হয় কল্যই যাইব, কিন্তু যদি তুমি আমাকে দক্ষিণা না দাও তবে আমি নিশ্চয় তোমাকে অভিসম্পাত করিব। এই বলিয়া বিশ্বামিত্র তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র ভাবিলেন, আমি প্রথমে অঙ্গীকার করিয়াছি এক্ষণে কিরূপে ইহাঁকে দক্ষিণা দিব। আমার ধনবান মিত্র নাই, এখন আমার অর্থই বা কোথায়? ক্ষত্রি-

য়ের পক্ষে প্রার্থনাও দোষাবহ। ইহাতে অধোগতি হইবে। হা। আমি কি প্রাণত্যাগ করিব! আমি নির্ধন. এখন কোথায় যাই। যদি অঙ্গীকার রক্ষা না করিয়া প্রাণত্যাগ করি তাহা হইলে আমি ব্রহ্মস্বাপহারী হইয়া থাকিব। আমি পাপাত্মা এবং অধমেরও অধম হইব। অথবা আমার এই দেহটী আছে। আমি আত্মবিক্রয় করিয়া অন্যের দাসত্ব স্বীকার করি। ইহাতে কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইবার সম্ভাবনা।

ঐ সময় রাজমহিষী শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রকে আকুল মনে দীন নয়নে অধোমুখে চিন্তিত দেখিয়া বাষ্পগদ্‌গদ বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! চিন্তিত হইও না, আপনার সত্য রক্ষা কর। যে ব্যক্তি সত্যরক্ষায় অসমর্থ তাহাকে অপবিত্র শ্মশানবৎ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। পুরুষের স্বসত্যপালন অপেক্ষা পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। যাহার বাক্য মিথ্যা তাহার অগ্নিহোত্র অধ্যয়ন ও দানাদি সমস্ত ক্রিয়া নিরর্থক হয়। সত্য যেমন উদ্ধারের জন্য, মিথ্যা সেই রূপ অধঃপাতের জন্য। পূর্ব্বে কৃতি নামে এক মহীপাল সপ্ত অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞ আহরণ করিয়া স্বর্গলাভ করেন কিন্তু একটী অসত্যের বলে স্বর্গভ্রষ্ট হন। নাথ! এই তোমার পুত্র—

এই বাক্য সম্পূর্ণ ওষ্ঠের বাহির হইতে না হইতেই রাজমহিষী শৈব্যার নেত্র বাষ্পে পূর্ণ হইল। তিনি মুক্ত-কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে হরিশ্চন্দ্র কহি-

লেন, দেবি! ভয় কি, এই যে বালক এই খানেই আছে, বল কি বলিবার ইচ্ছা করিতেছ। শৈব্যা কহিলেন, রাজন্! এই তোমার পুত্র ও আমি পত্নী; অতএব তুমি আমায় বিক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দাও।

হরিশ্চন্দ্র শৈব্যার এই কথা শুনিবামাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া দুঃখাবেগে কহিতে লাগিলেন, দেবি! কি কষ্ট! আজ তুমি আমায় এইরূপ কহিলে! আমি তোমার ঐ মুখের সহাস্য মধুরালাপ বিস্মৃত হই নাই, আজ সেই মুখে এই কথা কেমন করিয়া শুনিলাম। তুমি যাহা কহিলে ইহা বড় সুকঠিন ব্যাপার, আমি কিরূপে ইহা করিব।

এই বলিয়া হরিশ্চন্দ্র পুনঃ পুনঃ আপনাকে ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন শৈব্যা মহারাজকে ভূতলে শয়ান দেখিয়া দুঃখিত মনে করুণ বচনে কহিলেন, হা নাথ! তুমি যে ভূতলে শয়ান ইহা কাহার অভিসম্পাত। যিনি ব্রাহ্মণগণকে অজস্র ধন দান করিয়াছেন আমার সেই পতি পৃথিবীর অধিপতি ভূতলে শয়ন করিয়া আছেন! হা কি কষ্ট! রাজন্! তোমার ভাগ্যে এই ছিল! এই বলিয়া রাজমহিষী শৈব্যা দুঃসহ ভর্ত্তৃদুঃখে নিপীড়িত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

ঐ সময় হরিশ্চন্দ্রের শিশু পুত্র একান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল। সে অনাথ পিতা মাতাকে তদবস্থ দেখিয়া কাতর

স্বরে কহিল, পিতঃ! পিতঃ! আমাকে কিছু খাইতে দেও। আমার অত্যন্ত ক্ষুধা, জিহ্বা শুষ্ক হইতেছে।

ইত্যবসরে সহসা মহাতপা বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি হরিশ্চন্দ্রের মুখ চক্ষুতে জলসেক করিয়া চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। হরিশ্চন্দ্র চেতনা লাভ করিয়া বিশ্বামিত্রকে দেখিবামাত্র আবার মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন মহর্ষি কহিলেন, রাজন্! উঠ উঠ, আমায় অভীষ্ট যজ্ঞ-দক্ষিণা দাও। তুমি আমার নিকট ঋণী, সময়ও অতিবাহিত হইয়া যায়। তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র সুশীতল জলসেকে পুনর্বার সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং বিশ্বামিত্রকে দেখিয়া আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদ্দৃষ্টে মহর্ষি বিশ্বামিত্র কুপিত হইয়া কহিলেন, রাজন্! যদি তোমার ধর্ম্ম-দৃষ্টি থাকে তবে আমার রাজসূয়িকী দক্ষিণা দেও। দেখ, সত্যের বলে সূর্য্য উত্তাপ দিয়া থাকেন, এবং সত্যের বলেই পৃথিবী আছেন, সত্য পরম ধর্ম্ম, সত্যেই স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত। অথবা এইরূপ শিষ্টাচারেরইবা প্রয়োজন কি, রে নীচ, দুরাত্মা, মিথ্যাবাদী শোন্ যদি তুই আজ আমায় দক্ষিণা না দিস্ তো সূর্য্যাস্তের পরই তোরে নিশ্চয় অভিশাপ দিব। এই বলিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রস্থান করিলেন। তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র অতি-মাত্র ভীত হইলেন। তিনি এখন নিঃস্ব নির্ধন, ধনী তাঁহাকে পীড়ন করিতেছেন। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দশ দিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। তখন শৈব্যা পুনর্ব্বার তাঁহাকে

কহিলেন, রাজন্! তুমি ব্রাহ্মণের শাপানলে দগ্ধ ও বিনষ্ট হইও না। আমি তোমাকে যাহা কহিতেছি তাহাই কর। রাজা হরিশ্চন্দ্র বারংবার শৈব্যার এইরূপ অনুরোধের কথা শুনিয়া কহিলেন, দেবি! সম্মত হইলাম, আমি তোমায় বিক্রয় করিব। অতি নিষ্ঠুরও যাহা করিতে পারে না এই নির্ঘৃণ নির্লজ্জ তাহা করিবে।

অনন্তর তিনি নগরের পথে পথে বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, নাগরিকগণ! শুন; তোমরা কি বলিতেছ? আমি কে? আমি নিষ্ঠুর অমানুষ অতি কঠোর রাক্ষস অথবা তদপেক্ষাও পাপাত্মা। আমি প্রাণপ্রিয়া স্ত্রীকে বিক্রয় করিতে আসিয়াছি। এই গর্হিত কার্য্যে আসিয়াও জীবিত আছি। যদি তোমাদের মধ্যে কাহারও দাসী ক্রয় করিবার আবশ্যক থাকে তো আমি জীবিত থাকিতে এই বেলা শীঘ্র আসিয়া বল।

ঐ সময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রকে কহিল, তুমি আমাকে দাসীটি দেও, আমি অর্থ দিয়া উহাকে কিনিব। আমার অতুল ঐশ্বর্য্য আছে, আমার ব্রাহ্মণী সুকুমারী, সে গৃহকর্ম্ম কিছু মাত্র করিতে পারে না, অতএব তুমি উহাকে আমায় দেও। তোমার স্ত্রী কর্ম্মিষ্ঠা ও রূপযৌবনসম্পন্না, তুমি উহার অনুরূপ অর্থ লও, এবং উহাকে আমায় দেও।

শুনিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল।

তিনি মনোদুঃখে কোন কথা ওষ্ঠের বাহির করিতে পারিলেন না। তখন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজা হরিশ্চন্দ্রের পরিধেয় বল্কলের প্রান্তে অর্থ সুদৃঢ় বন্ধন করিয়া দিল এবং রাজপত্নী শৈব্যার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তথা হইতে লইয়া চলিল। শৈব্যা কহিলেন, পিতঃ! আপনি আমাকে একটু ছাড়িয়া দিন, আমি বালকটীকে আর দেখিতে পাইব না, একবার দেখিয়া লই। বৎস! দেখ তোমার মা এইরূপ দাসী হইয়া চলিল। রাজকুমার! তুমি আর আমায় স্পর্শ করিও না। এখন আমি তোমার অস্পৃশ্যা।

তখন ঐ বালক জননীকে বল পূর্ব্বক কেশে আকৃষ্ট দেখিয়া জলধারাকুললোচনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ব্রাহ্মণ উহাকে ধাবমান দেখিয়া ক্রোধভরে পাদ প্রহার করিল। কিন্তু বালক কিছুতেই তাহার জননীকে ছাড়িল না, সে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। তখন শৈব্যা ঐ ব্রাহ্মণকে কহিলেন, পিতঃ! প্রসন্ন হউন, আমার এই বালকটীকেও ক্রয় করুন। আপনি যদিও আমায় ক্রয় করিয়াছেন কিন্তু এই বালক ব্যতীত আমি আপনার কার্য্য করিতে পারিব না। আমি অতি হতভাগিনী। আপনি আমার প্রতি কৃপা করুন এবং আমার সহিত এই বালকটীকেও লউন। তখন ব্রাহ্মণ হরিশ্চন্দ্রকে কহিল, তবে তুমি এই অবশিষ্ট অর্থ লইয়া, আমায় এই বালক বিক্রয় কর। আমি তোমায় যা দিলাম শাস্ত্রানুসারে ইহা।

ঠিকই হইয়াছে। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ রাজা হরিশ্চন্দ্রের পরিধেয় বল্কলে অর্থ বন্ধন করিয়া দিল এবং মাতার সহিত পুত্রকে এক রর্জ্জুতে বন্ধন করিয়া স্বস্থানে লইয়া চলিল। তদ্দৃষ্টে হরিশ্চন্দ্র দুঃখ শোকে অতিশয় কাতর হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হা! যাঁহাকে চন্দ্র সূর্য্য ও সামান্য লোকে কখন দেখিতে পায় নাই আজ তিনিই অন্যের দাসী হইলেন! হা! ঐ কোমলহস্ত কোমলাঙ্গুলি সূর্য্যবংশীয় বালকও বিক্রীত হইল! আমি নরাধম, আমায় ধিক্। হা প্রিয়ে! হা বৎস! এই অনার্য্য নীচের দুর্নীতিক্রমে তোমাদের এই শোচনীয় দশা ঘটিল! আমার এখনও মৃত্যু হইল না! আমায় ধিক্।

এ দিকে ক্রেতা ব্রাহ্মণ হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী পুত্র লইয়া সত্বর বৃক্ষ গৃহাদির আবরণে অদৃশ্য হইল। মহর্ষি বিশ্বামিত্রও অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া হরিশ্চন্দ্রের নিকট দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন। হরিশ্চন্দ্র স্ত্রী পুত্র বিক্রয়ে সঞ্চিত সমস্ত অর্থ তাঁহাকে দিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র ঐ অর্থ যৎসামান্য দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, রে অনার্য্য! যদি তুই এই অল্প মাত্র অর্থ আমার যজ্ঞদক্ষিণার অনুরূপ বুঝিয়া থাকিস্ তবে এখনই আমার তপোবল দেখ্। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি কিছু অপেক্ষা করুন, আমি দিতেছি। পত্নী ও শিশু পুত্র বিক্রয় করিলাম। আর আমার কিছু নাই। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রে নরাধম!

এক্ষণে দিবসের চতুর্থ ভাগ অবশিষ্ট, আমি এই কালটুকু প্রতীক্ষা করিব, অতঃপর আর কোন কথা শুনিব না। বিশ্বামিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্রকে এইরূপ নিষ্ঠুর কথা কহিয়া রোষকষায়িত লোচনে দ্রুত পদে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর হরিশ্চন্দ্র নগরের পথে পথে এই কথা ঘোষণা করিতে লাগিলেন, মানবগণ! আমায় ক্রয় করিয়া যদি কাহারও দাস রাখিবার ইচ্ছা থাকে তবে যাবৎ সূর্য্যাস্ত না হইতেছে তিনি আসিয়া শীঘ্র বলুন। হরিশ্চন্দ্র পথে পথে এইরূপ ঘোষণা করিতেছেন ইত্যবসরে তথায় দ্রুতবেগে এক বিকৃতাকার চণ্ডাল উপস্থিত হইল। উহার সর্ব্বাঙ্গে দুর্গন্ধ, কেশ রুক্ষ, মুখে শ্মশ্রুজাল, নেত্রদ্বয় মদরাগে আরক্ত উদর লম্বিত ও বর্ণ কৃষ্ণ। উহার হস্তে মৃত পক্ষিপুঞ্জ, সঙ্গে এক ভীষণ কুক্কুর। সে বহুভাষী ও কর্কশ। ঐ ভীমমূর্ত্তি চণ্ডাল লগুড়হস্তে উপস্থিত হইয়া কহিল, রে দাস! অল্প বা বিস্তর যতই তোর বেতন হউক, শীঘ্র বল্ আমি তোরে লইব। রাজা হরিশ্চন্দ্র ঐ ক্রূরদর্শন নিষ্ঠুর দুঃশীলকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে? চণ্ডাল কহিল, আমি চণ্ডাল, এই নগরে প্রবীর নামে খ্যাত, আমি মৃত দেহের কম্বল আহরণ করিয়া দিনপাত করি। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, ঘৃণিত চণ্ডালের দাসত্ব করিতে আমার ইচ্ছা নাই। শাপানলে দগ্ধ হই সে ভাল, কিন্তু কিছুতেই আমি চণ্ডালের দাসত্ব করিব না।

ঐ সময় মহর্ষি বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি ক্রোধে নেত্রদ্বয় বিঘূর্ণিত করিয়া কহিলেন, এই চণ্ডাল তোরে অধিক অর্থ দিয়া লইতে প্রস্তুত, তবে তুই কেন আমায় সমস্ত দক্ষিণা না দিস্? হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আমি সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়, অর্থের লোভে কি রূপে এক চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার করিব। বিশ্বামিত্র কহিলেন, যদি তুই চণ্ডালকে আত্মবিক্রয় করিয়া যথাকালে আমায় অর্থ না দিস্ তাহা হইলে আমি নিশ্চয় তোরে অভিসম্পাত করিব। তখন হরিশ্চন্দ্র সকাতরে বিশ্বামিত্রের পদতলে পড়িয়া কহি-লেন, আপনি প্রসন্ন হউন। আমি আপনার দাস, আমি আপনারই ভক্ত, আপনি আমায় কৃপা করুন। চণ্ডালের দাসত্ব করিতে আমি ইচ্ছুক নহি। এই ঋণের যাকিছু অবশেষ আছে তাহার জন্য আপনার দাসত্ব স্বীকার করি-তেছি। আমি আপনারই ভৃত্য। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রে দুর্বৃত্ত! যদি তুই আমার দাস তবে অধিক অর্থ লইয়া তোরে ঐ চণ্ডালের হস্তে বিক্রয় করিলাম।

বিশ্বামিত্র এই কথা কহিবামাত্র চণ্ডাল তাঁহাকে বিস্তর অর্থ দিয়া হৃষ্ট মনে হরিশ্চন্দ্রকে বন্ধন পূর্ব্বক দণ্ড প্রহার করিতে করিতে স্বগৃহে লইয়া চলিল। হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালগৃহে বাস করিয়া প্রাতঃকাল মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে কেবল এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেন, হা! দীনমুখী বালা পত্নী এবং দীনমুখ বালক পুত্র যৎপরোনাস্তি অসুখী হইয়া সর্ব্বদা মনে করিতে-

ছেন মহারাজ কবে আমাদিগকে অর্থ দিয়া মুক্ত করিবেন। আমার রাজ্যনাশ হইয়াছে, আত্মবন্ধু আর কেহ নাই, স্ত্রী পুত্র বিক্রয় হইয়াছে, শেষে চণ্ডালের দাসত্বও স্বীকার করিয়াছি। হা কি কষ্ট! হা কি কষ্ট!

একদা রাজা হরিশ্চন্দ্রের পত্নী শৈব্যা সর্পদষ্ট মৃত পুত্রকে লইয়া শ্মশান-স্থানে উপস্থিত হইলে। তিনি অতিমাত্র কৃশ বিবর্ণ ও মলিন এবং তাঁহার কেশপাশ ধূলিধূসর। শৈব্যা শ্মশানে উপস্থিত হইয়া জলধারাকুল লোচনে করুণ বচনে কহিতে লাগিলেন, হা বৎস! তুমি আমার ক্রোড় শূন্য করিয়া কোথায় গেলে! হা মহারাজ! আজ তোমার পুত্র সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তুমি কোথায়, আসিয়া একবার দেখিয়া যাও।

ঐ সময় রাজা হরিশ্চন্দ্র শ্মশানবাসী। তিনি শৈব্যার রোদন-শব্দ শুনিয়া মৃতের কম্বল-লাভ-লোভে শীঘ্র তথায় আগমন করিলেন। শৈব্যা বিবর্ণ ও কৃশ, হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। হরিশ্চন্দ্রেরও আর পূর্ব্ববৎ অপূর্ব্ব রাজশ্রী নাই। তাঁহার মস্তক জটাজালে ব্যাপ্ত এবং ত্বক শুষ্ক বৃক্ষের ন্যায় রুক্ষ ও কর্কশ। শৈব্যাও তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র ঐ সর্পদষ্ট মৃত বালককে রাজলক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া দুঃখিত মনে ভাবিলেন, হা কি কষ্ট! দেখিতেছি এই বালক কোন রাজকুলে জন্মিয়াছিল, দুরন্ত কাল ইহাকে নষ্ট করিয়াছে। তৎকালে ঐ

মাতৃক্রোড়স্থ মৃত বালককে দেখিয়া হরিশ্চন্দ্রের স্বপুত্র পদ্মপলাশলোচন রোহিতাশ্বকে মনে পড়িল। ভাবিলেন, যদি করাল কাল নষ্ট না করিয়া থাকে তাহা হইলে আমার বৎস রোহিতাশ্ব এত দিনে এই বয়সেরই হইয়া থাকিবে।

শৈব্যা কহিলেন, হা বৎস! এই অপার দুঃখ কোন্ পাপের প্রতিফল! হা মহারাজ! এই দুঃখের সময় আমায় সান্ত্বনা না করিয়া তুমি কোথায় আছ। কিরূপেই বা নিশ্চিন্ত রহিয়াছ! রে দৈব রাজ্যনাশ সুহৃৎত্যাগ স্ত্রীপুত্রবিক্রয় তুই রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের কি না ঘটাইয়াছিস্।

এই কথা শুনিবামাত্র হরিশ্চন্দ্রের চৈতন্য হইল। তিনি আপনার স্ত্রীপুত্রকে চিনিতে পারিয়া সন্তপ্ত চিত্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শৈব্যাও উহাকে চিনিতে পারিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। পরে উভয়েরই সংজ্ঞালাভ হইল। রাজা হরিশ্চন্দ্র শোকাকুল চিত্তে ঐ মৃত বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক এই বলিয়া পরিতাপ করিতে লাগিলেন, হা বৎস! তোমার এই সুকুমার মুখ দেখিয়া আমার দীন হৃদয় কেন বিদীর্ণ হইতেছে না! তুমি মধুর রবে পিতঃ বলিয়া আর কি আমার নিকট আসিবে? আর কি আমি তোমায় বৎস বলিয়া ক্রোড়ে লইতে পারিব? হা! তুমি আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সম্ভূত, কিন্তু এই কু-পিতা তোমাকে অর্থলোভে সামান্য বস্ত্রের ন্যায় বিক্রয় করিয়াছে। দৈবরূপে নিষ্ঠুর কালসর্প আমার রাজ্যনাশ করিয়া শেষে তোমাকেও দংশন করিল।

হা! এই সর্পদষ্ট পুত্রের মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়া আমিও ঘোর বিষে অভিভূত হইতেছি। হরিশ্চন্দ্র বাষ্পগদ্‌গদস্বরে এই বলিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

শৈব্যা ভাবিলেন, বিদ্বজ্জনের মনশ্চন্দ্র নিশ্চয় এই রাজা হরিশ্চন্দ্র। আমি কণ্ঠস্বরে ইহাঁকে চিনিতেছি। অগ্রভাগে কিঞ্চিৎ অধোমুখ সেই উচ্চ নাসিকা, সেই কোরকাকার দন্ত। কিন্তু ইনি যদি বাস্তবিকই রাজা হরিশ্চন্দ্র হন তবে শ্মশানে কেন। তৎকালে শৈব্যা পুত্রশোক বিস্মৃত হইয়া ভূতলে পতিত পতিকে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। উহাঁর অন্তরে যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময় উপস্থিত হইল। উহাঁকে দেখিতে দেখিতে সহসা ঘৃণিত লগুড়ের প্রতি উহাঁর দৃষ্টি পড়িল। তখন ঐ বিশাললোচনা আপনাকে চাণ্ডাল-পত্নী বুঝিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অল্পে অল্পে চৈতন্য লাভ করিয়া গদ্‌গদ বাক্যে কহিলেন, রে নির্দয় দৈব, তোরে ধিক্, তুই অতি ঘৃণিত ও নীচ, তুই এই দেবতুল্য রাজাকে চণ্ডাল করিয়াছিস্। ইহাঁর রাজ্যনাশ বন্ধুবিচ্ছেদ স্ত্রীপুত্র বিক্রয় এই সমস্ত ঘটাইয়াও কি তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই! হা মহারাজ! আজ আমি তোমার রাজচিহ্ন ছত্র ও চামর কেন দেখিতেছি না, দৈবের কি বিড়ম্বনা। রাজগণ উত্তরীয় দ্বারা যাঁহার গতিপথ ধূলিশূন্য করিতেন আজ তিনি এই অপবিত্র শ্মশানে বিচরণ করিতেছেন। এই মৃত কপাল-সংলগ্ন ঘট, ঐ মৃত-নির্ম্মাল্য, ঐ চিতা-ভস্ম অঙ্গার অর্দ্ধদগ্ধ

অস্থি ও মজ্জা ; এই দুর্গন্ধময় চিতাধূম, কোথাও শৃগাল কুক্কুরেরা মৃতদেহ ছিঁড়িতেছে, ঐ কেশরাশি, মহারাজ হরিশ্চন্দ্র দুঃখে কাতর হইয়া এই অপবিত্র স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন ? শৈব্যা এই বলিয়া হরিশ্চন্দ্রের কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! ইহা কি স্বপ্ন না প্রকৃত, আমি মোহিত হইয়াছি, তুমি ইহার তথ্য জান তো বল। যদি ইহা প্রকৃতই হয় তবে ধর্ম্ম নাই এবং দেবসেবা ও ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যায়ও কোন ফল নাই। রাজন্! তুমি যখন ধর্ম্মশীল হইয়া রাজ্যচ্যুত হইয়াছ তখন আর ধর্ম্ম নাই, সত্য নাই। এই বলিয়া শৈব্যা দুঃখাবেগে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র যেরূপে চণ্ডাল হইয়াছেন আমূলত সমস্তই কহিলেন। শৈব্যাও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহুক্ষণ রোদন করিয়া যেরূপে পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে সমস্তই বলিলেন। তখন হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, প্রিয়ে! আর অধিক কাল এইরূপ ক্লেশ সহ্য করিতে পারি না, আমার কি দুর্ভাগ্য, আমি এখন পরাধীন, যদি চণ্ডালের অনুমতি না লইয়া অগ্নি প্রবেশ করি তাহা হইলে পরজন্মে আবার চণ্ডালের দাসত্ব করিতে হইবে, এবং কৃমিভোজী কীট হইয়া নরকে বাস করিতে হইবে। কিন্তু আমি এখন দুঃখের পারাবারে নিমগ্ন প্রাণত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়। কিন্তু তাহাই বা কিরূপে হয়, আমি পরাধীন। অথবা পুত্রশোকের যেরূপ কষ্ট ইহা অপেক্ষা নরকের কষ্ট অধিক নয়, এবং

কৃমি কীট হইয়া থাকাও অধিক নয়। অতএব যখন এই বৎসের দেহ চিতাগ্নিতে জ্বলিবে তখন আমি তন্মধ্যে পড়িয়া দেহত্যাগ করিব। দেবি! আমি তোমায় কহিতেছি তুমি সেই ব্রাহ্মণের গৃহে যাও। তুমি রাজপত্নী এই গর্ব্বে সেই ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিও না, দেবতাবৎ তাঁহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিতুষ্ট করিবার চেষ্টা করিবে। আমি অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছি, এই অবস্থায় যদি তোমায় কখন অশ্লীল কহিয়া থাকি, প্রার্থনা করি, ক্ষমা করিবে।

শৈব্যা কহিলেন নাথ! আমিও আর দুঃখের ভার সহিতে পারি না, আমিও আজ জ্বলন্ত চিতায় তোমার সহিত দেহত্যাগ করিব।

উভয়ে এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হইয়া চিতা প্রস্তুত করিলেন এবং পুত্রকে তদুপরি আরোপণ পূর্ব্বক আপনারা পড়িবার উপক্রম করিতেছেন ইত্যবসরে স্বয়ং ধর্ম্ম তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, রাজন্! এইরূপ সাহস করিও না, আমি স্বয়ং ধর্ম্ম আসিয়াছি। তুমি আমাকে সত্যরক্ষা তিতিক্ষা ও শমদমাদি গুণে পরিতুষ্ট করিয়াছ। এক্ষণে সনাতন লোক তোমার জয় হইয়াছে। তুমি স্ত্রী পুত্র লইয়া তথায় প্রস্থান কর। যাহা অন্যের দুর্লভ তুমি স্বগুণে তাহা লাভ করিয়াছ।

অনন্তর ইন্দ্রদেব অন্তরীক্ষ হইতে অপমৃত্যু নিবারণার্থ অমৃত বৃষ্টি করিলেন। দেবদুন্দুভি ধ্বনিত ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্ব পুনর্জীবিত হইল। হরিশ্চন্দ্রও স্ত্রী পুত্র লইয়া যার পর নাই সুখী হইলেন। রাজ্য হস্তগত হইল। এবং ধর্ম্মবলে অক্ষয় কীর্ত্তি সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়া উঠিল।

সম্পূর্ণ।

গ্রন্থকর্ত্তার প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায় ঃ—

হিন্দুত্ব ...	১॥০
শকুন্তলাতত্ত্ব ...	১।০
ত্রিধারা ...	১৲
ফুল ও ফল ...	৸০
প্রথম নীতি পুস্তক ...	।৵০
গার্হস্থ্য পাঠ ...	।৴০
গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য বিধি ...	৵০
পশুপতি সংবাদ	৵০